অধ্যায়-৩: মূল্যবোধ, আইন, স্বাধীনতা ও সাম্য

প্রশ্ন ▶১ 'চ' জনগোষ্ঠী একই ভূখণ্ড, ভাষা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, রীতিনীতি ও অভিন্ন আশা আকাঙ্ক্ষার অধিকারী। কিন্তু তারা বিদেশি শক্তির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত। শাসকগোষ্ঠীর স্বৈরশাসন এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ ও ঐক্যবোধের জন্ম দেয় এবং তারা রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হয়। নানা আন্দোলন ও দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্যদিয়ে তাদের স্বপ্ন পূরণ হয়। তারা ১৯৭১ সালে স্বাধীন রাষ্ট্র লাভ করে।

[ঢাকা, দিনাজপুর, সিলেট, যশোর বোর্ড-২০১৮ | প্রশ্ন নং ১০]

ক. মূল্যবোধ কী? ১

খ. আইনের শাসন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. 'চ' জনগোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্যবোধের সাথে তোমার পাঠ্যভুক্ত কোন বিষয়ের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়ের সাথে সাম্যের সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক মূল্যবোধ এমন একটি মানদণ্ড যা ভালো-মন্দ নির্ধারণের মাধ্যমে মানুষের আচরণকে সঠিক পথে পরিচালিত করে।

খ আইনের শাসন হলো রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিবিশেষ, যেখানে সরকারের সব কার্যক্রম আইনের মাধ্যমে পরিচালিত হয় এবং যেখানে আইনের স্থান সবকিছুর ঊর্ধ্বে।

ব্যবহারিক ভাষায় আইনের শাসনের অর্থ হলো, রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সরকার সর্বদা আইন অনুযায়ী কাজ করবে এবং রাষ্ট্রের কোনো নাগরিকের অধিকার লঙ্ঘিত হলে আদালতের মাধ্যমে সে তার প্রতিকার পাবে। আইনের চোখে সবাই সমান এবং কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয়। যে কেউ আইন ভঙ্গ করলে তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা হবে— এটাই আইনের শাসনের বিধান।

গ 'চ' জনগোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্যবোধের সাথে আমার পাঠ্যভুক্ত জাতীয়তাবোধের মিল রয়েছে।

জাতীয়তা হলো ভাষা ও সাহিত্য, চিন্তা, প্রথা ও ঐতিহ্যের বন্ধনে আবদ্ধ এক জনসমষ্টি, যা অনুরূপ বন্ধনে আবদ্ধ অন্যান্য জনসমষ্টিকে নিজেদের থেকে পৃথক মনে করে। আর এ বোধ থেকে মানুষ নিজেদের স্বাধীন জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। জাতীয়তার মহান আদর্শ বিশ্বের নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষকে মুক্তি সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছে। জাতীয়তার অনুঘটক হিসেবে দেশপ্রেম মানুষকে ব্যক্তিগত সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে দেশ গঠনের আত্মপ্রত্যয়ে বলীয়ান করেছে। জাতীয়তা একটি মানসিক ধারণা, মনন ও চিন্তার এমন এক অবস্থা যা কোনো জনসমষ্টিকে অন্য জনসমষ্টি থেকে আলাদা করে এবং নিজেদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলে। জাতীয়তাবোধ থেকে মানুষ পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে স্বাধীনতা লাভের মাধ্যমে পৃথিবীর বুকে স্বাধীন জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। উদ্দীপকের বর্ণনায়ও এ বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, 'চ' জনগোষ্ঠী একই ভূখণ্ড, ভাষা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, রীতিনীতি ও অভিন্ন আশা আকাঙ্ক্ষার অধিকারী। কিন্তু তারা বিদেশি শক্তির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত। শাসকগোষ্ঠীর স্বৈরশাসন এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ ও ঐক্যবোধের জন্ম দেয় এবং তারা রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হয়। নানা আন্দোলন ও দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্যদিয়ে তারা ১৯৭১ সালে স্বাধীন রাষ্ট্র লাভ করে। অর্থাৎ 'চ' জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতা লাভের পেছনে জাতীয়তাবাদ অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন জাতি হিসেবে বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত 'চ' জাতির স্বাতন্ত্র্যবোধের সাথে জাতীয়তাবোধের মিল রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের বিষয়ের সাথে অর্থাৎ স্বাধীনতার সাথে সাম্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান।

অপরের অধিকার বা স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করে স্বীয় ইচ্ছেমতো কাজ করার অধিকারকেই বলা হয় স্বাধীনতা। স্বাধীনতা হলো সভ্য সমাজের অপরিহার্য উপাদান। আর সাম্য বলতে এমন এক সামাজিক পরিবেশকে বোঝায়, যেখানে জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সবাই সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করে। সাম্য নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন স্বাধীনতা। স্বাধীনতার শর্ত পূরণ না হলে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। আবার স্বাধীনতাকে ভোগ করতে চাইলে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সাম্য ও স্বাধীনতা একই সাথে বিরাজ না করলে অধিকার ভোগ করা সম্ভব নয়। স্বাধীনতা ও সাম্য একে অপরের পরিপূরক ও সহায়ক।

স্বাধীনতা ও সাম্য একই সাথে বৃহত্তর পরিসরে ব্যক্তি ও সমাজজীবনকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রণ করে। স্বাধীনতাকে অর্থবহ করতে হলে সমাজে সাম্য থাকতে হবে। সাম্য না থাকলে সমাজজীবন পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারবে না। বস্তুত সাম্য ছাড়া যেমন স্বাধীনতা হয় না, তেমনি স্বাধীনতা ছাড়া সাম্যও অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বৃহৎ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে স্বাধীনতা ও সাম্যের একই রূপ বলে প্রতীয়মান হয়। মূলত স্বাধীনতা ও সাম্য হলো একই মুদ্রার বিপরীত দিক। সাম্যের অনুপস্থিতি থেকেই স্বাধীনতার দাবির জন্ম হয়। উদ্দীপকেও দেখা যায়, বিদেশি শাসকগোষ্ঠীর স্বৈরশাসন এবং বৈষম্যমূলক আচরণের কারণে 'চ' সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠী দীর্ঘ আন্দোলন ও সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করে। শাসকগোষ্ঠী উক্ত সম্প্রদায়ের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ না করলে তারা হয়তো স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করতো না। তারা এটা করেছে সাম্যের অনুপস্থিতির কারণে।

আলোচনা শেষে বলা যায়, স্বাধীনতা ও সাম্যের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। স্বাধীনতা ও সাম্য পৃথক দুটি বিষয় নয় বরং একই আদর্শের দুটি দিক মাত্র।

প্রশ্ন ▶২ 'ক' রাষ্ট্রের জনগণ জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থান, ন্যায্য মজুরি প্রদান ও বেকারত্ব দূরীকরণ ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা লাভের অধিকার সংরক্ষণ করেন। ফলে মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও জীবনে পূর্ণতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

[রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. '১৮ | প্রশ্ন নং ৩]

ক. আইন কী? ১

খ. মূল্যবোধ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. 'ক' রাষ্ট্রের জনগণ কোন ধরনের স্বাধীনতা ভোগ করছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত স্বাধীনতা রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে— বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক আইন হলো সমাজস্বীকৃত ও রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত নিয়মকানুনের সমষ্টি, যা মানুষের বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।

খ মূল্যবোধ এমন একটি মানদণ্ড যা ভালো-মন্দ নির্ধারণের মাধ্যমে মানুষের আচরণকে সঠিক পথে পরিচালিত করে।

মানুষের সামাজিক সম্পর্ক ও আচার-আচরণ প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য সব সমাজেই বিভিন্ন ধরনের বিধিনিষেধ প্রচলিত থাকে। এ সব বিধিনিষেধ অর্থাৎ ভালো-মন্দ, ঠিক-বেঠিক সম্পর্কে সমাজের সদস্যদের যে ধারণা তাই হলো মূল্যবোধ। মূল্যবোধ মানুষের জীবনে ঐক্য ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, সামাজিক জীবনকে সুদৃঢ় করা এবং ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে যথার্থ সম্পর্ক নির্ণয়ে অবদান রাখে।

https://teachingbd24.com

গ 'ক' রাষ্ট্রের জনগণ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করছে।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলতে যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুযায়ী জীবিকা নির্বাহের উপযুক্ত পরিবেশ প্রাপ্তি এবং দৈনন্দিন অভাব ও অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তিকে বোঝায়। ব্রিটিশ রাজনৈতিক তাত্ত্বিক, অর্থনীতিবিদ এবং লেখক হ্যারল্ড জোসেফ লাস্কির (Harold Joseph Laski) মতে, 'অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলতে প্রতিনিয়ত বেকারত্বের আশঙ্কা ও আগামীকালের অভাব থেকে মুক্তি এবং দৈনিক জীবিকার্জনের সুযোগ-সুবিধাকে বোঝায়।' যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুযায়ী কাজ পাওয়া, ন্যায্য মজুরি লাভ, বেকার ও বৃদ্ধ বয়সে ভাতা পাবার অধিকার, অক্ষম অবস্থায় রাষ্ট্রের মাধ্যমে প্রতিপালন প্রভৃতি অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব নয়। এ স্বাধীনতা ছাড়া অন্যান্য স্বাধীনতা (সামাজিক, রাজনৈতিক, ব্যক্তিগত, জাতীয়, প্রাকৃতিক প্রভৃতি) অর্থহীন। কারণ প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার অভাবে নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয় যে কারণে তার কাছে অন্যান্য স্বাধীনতা অর্থবহ হয়না।

উদ্দীপকে দেখা যায়, 'ক' রাষ্ট্রের জনগণ জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থান, ন্যায্য মজুরি ও বেকারত্ব দূরীকরণ ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা লাভের অধিকার সংরক্ষণ করে। ফলে সে রাষ্ট্রে মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও জীবনে পূর্ণতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এসব বৈশিষ্ট্য থেকেই বলা যায়, 'ক' রাষ্ট্রের জনগণ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা উপভোগ করছে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত স্বাধীনতা অর্থাৎ, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে— কথাটি যথার্থ।

জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সুযোগ-সুবিধা লাভের অধিকারকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলা হয়। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে পড়ে। কেননা ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য সবার আগে প্রয়োজন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। রাষ্ট্রের শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করার স্বাধীনতাকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলা হয়। অধ্যাপক লাস্কির মতে, 'রাষ্ট্রের শাসনকার্যে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার অধিকারকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলে'। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ব্যক্তির গণতান্ত্রিক অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় ভোটদান, নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া, সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করা, সরকারি চাকুরি লাভ প্রভৃতি রাজনৈতিক স্বাধীনতা।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা তখনই অর্জিত হয় যখন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা এবং সুযোগ-সুবিধা অর্জন করার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের নাগরিকরা রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয় এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনে সচেষ্ট হয়। কিন্তু অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত না হলে শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা দিয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না। রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থাকলে জনগণ স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে। ফলে তারা নিজেদের দেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট করতে উৎসাহী হয়। সেই সাথে তারা রাষ্ট্রের প্রতি অর্থনৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো যথাযথভাবে পালন করে। সে জন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে অর্থবহ করতে হলে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে।

সুতরাং উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উভয় ধরনের স্বাধীনতাই গুরুত্বপূর্ণ। তবে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তোলে।

প্রশ্ন ▶৩ বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া প্রবাল তার শিক্ষক ও বন্ধুদের কাছে প্রিয়। সে প্রতিদিন সময়মত ক্লাসে আসে। ক্লাস শেষে বাড়ি ফেরার আগে সে প্রতিদিন তার ক্লাসরুমের বৈদ্যুতিক সুইচগুলো বন্ধ করে রেখে যায়। বিগত ভয়াবহ বন্যার সময় সে ও তার বন্ধুরা বন্যাদুর্গত এলাকায় ত্রাণসামগ্রী নিয়ে যায় এবং বিতরণ করে।

[রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো.-'১৮ | প্রশ্ন নং ৭]

ক. সাম্য কী? ১

খ. দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. প্রবালের কর্মকাণ্ডে কোন ধরনের মূল্যবোধ প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সমাজে মানবতাবোধ জাগ্রত করার ক্ষেত্রে উদ্দীপকে উল্লিখিত মূল্যবোধের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাম্যের অর্থ 'সুযোগ-সুবিধাদির' সমতা। জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থাকে সাম্য বলে।

খ দুটি কক্ষ বা পরিষদ নিয়ে গঠিত আইনসভাকে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা বলে।

এ ধরনের আইনসভায় 'নিম্নকক্ষ' এবং 'উচ্চকক্ষ' নামে পৃথক দুটি পরিষদ থাকে। সাধারণত প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নিম্নকক্ষ গঠিত হয় এবং তা তুলনামূলকভাবে বেশি ক্ষমতার অধিকারী। বিশ্বের বেশিরভাগ আইনসভার উচ্চকক্ষই পরোক্ষভাবে নির্বাচিত বা মনোনীত আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিবর্গ নিয়ে গঠিত হয়। উচ্চকক্ষ আইনসভার নিম্নকক্ষের ক্ষমতা ও কাজের মধ্যে ভারসাম্য রাখে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, কানাডা, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা রয়েছে।

গ প্রবালের কর্মকাণ্ডে নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিফলিত হয়েছে।

নীতি ও উচিত-অনুচিত বোধ হলো নৈতিক মূল্যবোধের উৎস। নৈতিক মূল্যবোধ হচ্ছে সেসব মনোভাব এবং আচরণের সমষ্টি যা মানুষ সবসময় ভালো, কল্যাণকর ও অপরিহার্য বিবেচনা করে মানসিকভাবে তৃপ্তিবোধ করে। সত্য কথা বলা, মিথ্যা কথা না বলা, অন্যায় কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখা ও অন্যকে বিরত থাকতে পরামর্শ দেওয়া, দুঃস্থ ও বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং অসহায়কে সাহায্য করা প্রভৃতি নৈতিক মূল্যবোধের অন্তর্গত। নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষকে সবাই পছন্দ করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, প্রবাল তার শিক্ষক ও বন্ধুদের কাছে প্রিয়। সে নিয়মমতো ক্লাসে আসে এবং প্রতিদিন ক্লাস থেকে ফেরার সময় ক্লাসরুমের বৈদ্যুতিক সুইচগুলো বন্ধ করে রেখে যায়। বন্যার সময় সে ও তার বন্ধুরা বন্যাদুর্গত এলাকায় ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করে। প্রবালের এসব কাজ নৈতিক মূল্যবোধের সাথে সম্পৃক্ত। তাই বলা যায়, প্রবালের কর্মকাণ্ডে নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ সমাজে মানবতাবোধ জাগ্রত করার ক্ষেত্রে উদ্দীপকে উল্লেখিত মূল্যবোধ অর্থাৎ, নৈতিক মূল্যবোধের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দায়িত্বশীলতা, কর্তব্যপরায়ণতা ও ভালোমন্দের বোধ থেকে নৈতিক মূল্যবোধের জন্ম হয়। পরিবার ও সমাজ থেকে পাওয়া শিক্ষা মানুষের নৈতিক মূল্যবোধের উৎস। নৈতিক মূল্যবোধের কারণে মানুষ অভিন্ন কল্যাণের বিষয়ে সচেতন থাকে। ফলে সমাজে মানবতাবোধ জাগ্রত হয়। নৈতিক মূল্যবোধের তাগিদেই ব্যক্তির প্রতি ব্যক্তির এবং সমাজের প্রতি ব্যক্তির দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ জাগ্রত হয়। সমাজের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও সম্প্রীতির সৃষ্টি হয়। এ ভালোবাসা ও সম্প্রীতি ব্যক্তি ও সমাজকে সুখ এবং সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। দৃষ্টান্ত হিসেবে ইজাজ উদ্দিন আহমেদ কায়কোবাদের কথা বলা যায়। তিনি রানা প্লাজা ধ্বংসের পর স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে উদ্ধারকাজে অংশ নিয়েছিলেন। ধ্বংসস্তূপের ভেতরে আটকা পড়া এক গার্মেন্টস কর্মীকে উদ্ধার করতে গিয়ে তিনি মারাত্মকভাবে অগ্নিদগ্ধ হন। বলিষ্ঠ নৈতিক মূল্যবোধের কারণেই তাঁর মধ্যে এমন মানবতাবোধ জাগ্রত হয়েছিল।

নৈতিক মূল্যবোধ এভাবে মানুষকে একে অপরের দুঃখে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে অনুপ্রাণিত করে। মূল্যবোধ সমাজব্যবস্থাকে সুশৃঙ্খল করে সমাজে স্থিতিশীলতা আনে। মানুষ তার মূল্যবোধের তাগিদেই দেশ ও সমাজের প্রয়োজনে বিভিন্ন ত্যাগ স্বীকার করে।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, নৈতিক মূল্যবোধের মাধ্যমেই ব্যক্তির মধ্যে মানবতাবোধ জাগ্রত হয়, যা সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। তাই বলা যায়, সমাজে মানবতাবোধ জাগ্রত করার জন্য নৈতিক মূল্যবোধের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৪ হোগল ডাঙ্গা গ্রামে 'সবুজ সংঘ' নামে যুবকদের একটি সংগঠন আছে। উক্ত সংগঠনের একটি লিখিত নীতিমালা আছে। সংগঠনটির অধিকাংশ সদস্যের সম্মতির ভিত্তিতে নীতিমালাটি তৈরি করা হয়েছে। প্রয়োজনে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে নীতিমালাটি পরিবর্তনও করা যাবে। সবাই এই নীতিমালাটি অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। সংগঠনের সদস্যদের মূল কাজ মানুষের মধ্যে নৈতিকতা জাগ্রত করা, অসহায় মানুষের সেবা করা ও সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা।

[দি. বো. '১৭ । প্রশ্ন নং ১০]

ক. স্বাধীনতার সংজ্ঞা দাও। ১
খ. ধর্ম কীভাবে আইনের উৎস হিসেবে কাজ করে? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংগঠনটির কাজের সাথে সরকারের কোন বিভাগের সাদৃশ্য আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'সবুজ সংঘের সদস্যদের মতো দেশের সবাই আইন মেনে চললে সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব'— তুমি কি একমত? যুক্তি দাও। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে নিজের অধিকার উপভোগ করাই স্বাধীনতা।

খ ধর্ম আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

প্রাচীন সমাজব্যবস্থায় ধর্মের একচেটিয়া প্রভাব ছিল এবং মানুষের জীবন অনেকটা ধর্মীয় অনুশাসনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হতো। যেমন— প্রাচীন কালে রোমের আইনকানুন কিংবা মধ্যযুগের নগররাষ্ট্রের আইনকানুন ধর্মের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমানদের ব্যক্তিগত আইন ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। ইহুদীদের আইনও ধর্মভিত্তিক। বর্তমানে ধর্ম ও ধর্মীয় গ্রন্থের আলোকে অনেক আইন প্রণীত হচ্ছে। যেমন— বাংলাদেশের মুসলিম পারিবারিক সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইনটি কুরআন ও হাদীসের আলোকে প্রণীত হয়েছে। আবার হিন্দু বিবাহ, সামাজিক সম্পর্ক ও উত্তরাধিকার আইনগুলো হিন্দুধর্মের বিধি-বিধানের সাথে সংগতি রেখে প্রণীত হয়েছে। সুতরাং বলা যায়, ধর্ম আইনের গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সংগঠনটির কাজের সাথে সরকারের আইন বিভাগের কাজের সাদৃশ্য রয়েছে।

সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে আইন বিভাগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ বিভাগই রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সার্বিক নিয়ম-নীতি এবং আইন প্রণয়ন করে থাকে। এটি সরকারের সর্বোচ্চ আইন প্রণয়নকারী সংস্থা। জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে আইন বিভাগের সদস্যরা নির্বাচিত হয়। আইন বিভাগের প্রধান কাজ হচ্ছে দেশ পরিচালনার জন্য নতুন নীতিমালা তৈরি করা এবং পুরোনো আইনের সংশোধন, পরিমার্জন বা বিয়োজন করা। উদ্দীপকের সংগঠনটির কাজেও এর প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে বর্ণিত 'সবুজ সংঘ' সংগঠনটি অধিকাংশ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে নীতিমালা তৈরি করে। আবার সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের আলোকে তা পরিবর্তনও করার ব্যবস্থাও রয়েছে। বাংলাদেশের আইন বিভাগের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা দেশ পরিচালনার জন্য আইন বা নীতিমালা তৈরি করেন। এক্ষেত্রে অধিকাংশের সম্মতির ভিত্তিতে নীতিমালা তৈরি করা হয়। আবার প্রণীত কোনো আইনের সংশোধন বা বিয়োজন করার প্রয়োজন হলে আইনসভার দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটের মাধ্যমে তা গৃহীত হয়। এভাবে আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন, অনুমোদন, পরিবর্তন, বাতিল করার সার্বিক দায়িত্ব পালন করে। পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত সংগঠনটির কাজের মধ্যে আইন বিভাগের কাজেরই প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত 'সবুজ সংঘের' সদস্যরা যেভাবে তাদের প্রণীত নীতিমালা মেনে চলছে, সেভাবে যদি দেশের সবাই চলে তবে সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব বলে আমি মনে করি।

সাম্য বলতে সমতা এবং পারস্পরিক অভিন্নতাকে বোঝায়। অর্থাৎ জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ, ধনী-গরিব নির্বিশেষে সবার সমান সুযোগ-সুবিধা লাভের অধিকারকে সাম্য বলা হয়। আর আইন মানুষকে সাম্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দেয়। কারণ আইনের দৃষ্টিতে সব মানুষ সমান। বাংলাদেশ সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে সব নাগরিককে আইনের দৃষ্টিতে সমান বলা হয়েছে।

আবার দেশের প্রচলিত আইন মেনে চলা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। সবাই যদি আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে এবং আইন বিরুদ্ধ কোনো কাজ না করে তবে সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে। আবার আইনের বিধানগুলো মানুষের সর্বাধিক কল্যাণের কথা চিন্তা করেই প্রণীত হয়। কাউকে বঞ্চিত করা বা কাউকে বেশি সুযোগ প্রদান করা আইনবিরোধী কাজ। যেমন— বাংলাদেশ সংবিধানে আইন ও সাম্যের বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে। বাংলাদেশ সংবিধানের ১৯(১) অনুচ্ছেদে সব নাগরিকের সুযোগের সমতার কথা বলা হয়েছে। আবার সংবিধানের ২৬-৪৩ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত অনেকগুলো মৌলিক অধিকার ভোগের কথা বলা হয়েছে। এখন সবাই যদি সংবিধানের এ ধারাগুলো মেনে চলে, তাহলে সমানভাবে অধিকার উপভোগ করতে পারবে। এর ফলে সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সবুজ সংঘের সদস্যদের মতো দেশের প্রত্যেক মানুষ যদি আইন মেনে চলে তবে সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

প্রশ্ন ▶ ৫ রাহেলা প্রতিদিন সকাল ৮.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত দিনমজুরের কাজ করে। কাজ শেষে মজুরি নিতে গেলে কর্তৃপক্ষ পুরুষ শ্রমিকের চেয়ে তাকে কম মজুরি দেয়। রাহেলা প্রতিবাদ করলে কর্তৃপক্ষ তাকে কর্মচ্যুত করার হুমকি দেয়। রাহেলা আশাহত না হয়ে যুক্তিসংগত দাবি আদায়ে ধৈর্য সহকারে শ্রমিকদের সংগঠিত করে। কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের দাবির মুখে ন্যায্য মজুরি দিতে বাধ্য হয়।

[রা. বো. '১৭ । প্রশ্ন নং ৫]

ক. আইন কোন ভাষার শব্দ? ১
খ. মৌলিক অধিকার কাকে বলে? ২
গ. রাহেলা কোন ধরনের সাম্য ও সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. রাহেলার দাবি বাস্তবায়িত হওয়ায় কী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? রাষ্ট্রীয় জীবনে এর প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক আইন ফারসি ভাষার শব্দ, যার অর্থ হচ্ছে সুনির্দিষ্ট নিয়ম বা নীতি।

খ মৌলিক অধিকার হলো নাগরিক জীবনের বিকাশের জন্য অপরিহার্য সে সব শর্ত যেগুলো সার্বভৌম রাষ্ট্রের সংবিধানে সন্নিবেশিত থাকে এবং যা সরকারের জন্য অলঙ্ঘনীয়।

নাগরিকের সুসভ্য জীবনযাপনের জন্য মৌলিক অধিকারগুলো অপরিহার্য। সংবিধানের মাধ্যমে নাগরিকরা এ অধিকার লাভ করে। মৌলিক অধিকারের মধ্যে রয়েছে-খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের অধিকার, স্বাধীনভাবে চলা ও কথা বলার অধিকার, কাজ করা এবং ন্যায্য মজুরি লাভের অধিকার প্রভৃতি। এ অধিকারগুলো সংবিধানে সুস্পষ্ট ও সুরক্ষিত। একমাত্র রাষ্ট্রঘোষিত জরুরি অবস্থার সময় ছাড়া সরকার মৌলিক অধিকার খর্ব করতে পারে না। বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় ভাগের ২৬ থেকে ৪৪ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

গ উদ্দীপকের দিনমজুর রাহেলা অর্থনৈতিক সাম্য ও সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

অর্থনৈতিক সাম্য বলতে উৎপাদন ও বণ্টনের ক্ষেত্রে সকল প্রকার বৈষম্য দূর করে সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান করাকে বোঝায়। অর্থনৈতিক সাম্যের ক্ষেত্রে মানুষ জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও লৈঙ্গিক পরিচয় নির্বিশেষে কাজ করার ও ন্যায্য মজুরি পাবার সুবিধা লাভ করে। অর্থনৈতিক সাম্যের মূল কথা হচ্ছে যোগ্যতা অনুযায়ী সমতার ভিত্তিতে সম্পদ ও সুযোগের

Teachingbd24.com

বণ্টন। ব্রিটিশ রাজনৈতিক তাত্ত্বিক, অর্থনীতিবিদ এবং লেখক হ্যারল্ড জোসেফ লাস্কির (Harold Joseph Laski) মতে, 'ধন বৈষম্যের সাথে অর্থনৈতিক সাম্য অসঙ্গতিপূর্ণ হবে না যদি এই বৈষম্য দক্ষতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়'। অর্থনৈতিক সাম্য বলতে কেবল সম্পদ সবার মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়াকে বোঝায় না, বরং জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সব মানুষের তাদের সম্পাদিত কাজের ন্যায্য মজুরি পাওয়ার সুবিধাকে বোঝায়। এর মূলকথা হচ্ছে, যোগ্যতা অনুযায়ী সম্পদ ও সুযোগের বণ্টন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রাহেলা প্রতিদিন ৯ ঘন্টা দিনমজুরের কাজ করে। সমান কাজ করার পরেও কর্তৃপক্ষ তাকে পুরুষ শ্রমিকের চেয়ে কম মজুরি দেয়। রাহেলার প্রতি কর্তৃপক্ষের এ আচরণে তার অর্থনৈতিক সাম্য লঙ্ঘিত হয়েছে। তাই বলা যায়, পুরুষের সমান কাজ করেও কম মজুরি পাওয়ায় রাহেলার অর্থনৈতিক সাম্য ও সুযোগ-সুবিধা লাভের অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

ঘ রাহেলার দাবি বাস্তবায়িত হওয়ায় অর্থনৈতিক সাম্য ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, রাহেলা তার যুক্তিসংগত দাবি আদায়ে ধৈর্য সহকারে সকলকে সংগঠিত করেছে। এর ফলে কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের দাবির মুখে রাহেলাকে ন্যায্য মজুরি দিতে বাধ্য হয়। এভাবে রাহেলার দাবি বাস্তবায়িত হওয়ার মাধ্যমে অর্থনৈতিক সাম্য এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় জীবনে অর্থনৈতিক সাম্যের ও সুশাসনের প্রভাব অপরিসীম।

অর্থনৈতিক সাম্য বলতে দক্ষতা ও যোগ্যতানুসারে আয় ও সম্পদে প্রত্যেক ব্যক্তির সুযোগ-সুবিধা লাভের সমতাকে বোঝায়। অর্থনৈতিক সাম্য রাষ্ট্রের অর্থনীতি সচল করে এবং এর ফলে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই তাদের যোগ্যতানুসারে সমান সুযোগ লাভ করে। ফলে রাষ্ট্রের নাগরিকের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য অনেকটা হ্রাস পায়। অর্থনৈতিক সাম্য রাষ্ট্রের বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতির হার কমাতে ভূমিকা রাখে, আবার কর্মক্ষেত্রে যোগ্যদের অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়। এর ফলে উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পায়, যা দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করে তোলে। আর দেশের অর্থনীতি উন্নত হলে রাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নয়নও ত্বরান্বিত হয়। তাছাড়া অর্থনৈতিক সাম্য সমাজে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করে।

ওপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হলে রাষ্ট্রে অর্থনীতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন ঘটে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়।

প্রশ্ন ▶ ৬ মি. হিরণ 'A' রাষ্ট্রের নাগরিক। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত 'A' রাষ্ট্রের জনগণ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই জীবনযাপন করে। তারা রাষ্ট্রের আইন-কানুন মেনে চলে না, সরকারি আদেশ-নির্দেশ অমান্য করে যে যার ইচ্ছামতো জীবনযাপন করে। এতে করে রাষ্ট্রে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে। *[রা. বো. ১৭ | প্রশ্ন নং ৮]*

ক. অধ্যাদেশ কে জারি করেন? ১

খ. সামাজিক মূল্যবোধ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. মি. হিরণের দেশে কোন সমস্যাটি প্রকট হয়ে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মি. হিরণের দেশের সমস্যা সমাধানে কী বাস্তবায়ন করা জরুরি এবং কেন? মূল্যায়ন করো। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারি করেন।

খ যে চিন্তাভাবনা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সংকল্প মানুষের সামাজিক আচার ব্যবহার ও কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে তার সমষ্টিকে সামাজিক মূল্যবোধ বলে।

আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানী এবং শিক্ষাবিদ স্টুয়ার্ট সি. ডড (Stuart Carter Dodd) এর মতে, 'সামাজিক মূল্যবোধ হলো সে সব রীতিনীতির সমষ্টি যা ব্যক্তি সমাজের কাছ থেকে আশা করে এবং সমাজ ব্যক্তির কাছ থেকে লাভ করে।' সামাজিক মূল্যবোধ সামাজিক উন্নয়নের ভিত্তি বা মানদণ্ড। সামাজিক শিষ্টাচার, সততা, সত্যবাদিতা, ন্যায়বিচার, সহমর্মিতা, সহনশীলতা, শৃঙ্খলাবোধ, শ্রমের মর্যাদা, দানশীলতা, আতিথেয়তা, জনসেবা, আত্মত্যাগ প্রভৃতি মানবিক গুণাবলির সমষ্টি হচ্ছে সামাজিক মূল্যবোধ। সামাজিক মূল্যবোধের মাপকাঠিতেই মানুষের আচরণ ও কাজের ভালোমন্দ বিচার করা হয়।

গ মি. হিরণের দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির সমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছে।

কোনো রাষ্ট্রকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আইন-শৃঙ্খলার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রে আইন-শৃঙ্খলা বজায় না থাকলে সমাজ ও ব্যক্তির নিরাপত্তার অভাব দেখা দেয় এবং সামাজিক অগ্রগতি ব্যাহত হয়। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে রাষ্ট্রে অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়। উদ্দীপকের 'A' রাষ্ট্রেও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মি. হিরণের দেশের জনগণ রাষ্ট্রের আইন মেনে চলে না, সরকারের আদেশ নির্দেশ অমান্য করে যে যার ইচ্ছামতো জীবনযাপন করে। ফলে রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে। মি. হিরণের দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি প্রকট আকার ধারণ করেছে। কোনো রাষ্ট্রে যখন আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে তখন রাষ্ট্রের জনগণ স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রের আইন-কানুনের প্রতি তাদের কোনো শ্রদ্ধা থাকে না। তারা সব সময় নিজেদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অরাজকতা সৃষ্টি করে। সবাই অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। ক্ষমতাশীলরা প্রভাব ঘটিয়ে সাধারণ জনগণের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে। এরকম পরিস্থিতিতে আইন ও বিচার ব্যবস্থা অকার্যকর হয়ে পড়ে। সমাজে, অন্যায়, অবিচার, খুন, রাহাজানি, দুর্নীতিসহ সব প্রকার অনৈতিক কাজ বৃদ্ধি পায়। উদ্দীপকেও এরূপ পরিস্থিতির চিত্রই প্রকাশিত হয়েছে।

ঘ মি. হিরণের দেশের সমস্যা সমাধানে আইনের শাসন বাস্তবায়ন করা জরুরি।

প্রতিটি রাষ্ট্রই কিছু নিয়ম-কানুনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। রাষ্ট্রের এসব নিয়মকানুনই আইন। তবে একটি রাষ্ট্রে আইন থাকাই মূল কথা নয়, বরং সেখানে আইনের শাসন থাকতে হবে। অর্থাৎ সব কিছুর ওপরে আইনের প্রাধান্য থাকতে হবে। আর সবকিছুর উর্ধ্বে আইনের প্রাধান্য থাকা এবং আইনের চোখে সবার সমান হওয়াই আইনের শাসন। রাষ্ট্রে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য। ধনী-গরিব, ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি নির্বিশেষে সবাই আইনের কাছে সমান। কেউ বিশেষ মর্যাদার অধিকারী নয়। কেউ আইন ভঙ্গ করলে তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে এটাই আইনের শাসনের মূল কথা। আইনের শাসন ব্যক্তির অধিকার এবং সাম্য ও স্বাধীনতার রক্ষাকবচ।

উদ্দীপকের মি. হিরণের রাষ্ট্রের জনগণ আইন মানে না এবং সরকারি নির্দেশ অমান্য করে ইচ্ছামতো জীবন-যাপন করে। এতে রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে। হিরণের দেশের এ সমস্যা সমাধানের জন্য আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নাগরিক অধিকার ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার গুরুত্বপূর্ণ রক্ষাকবচ হলো আইনের শাসন। তবে আইনের শাসন কথাটি শুধু মুখে মুখে স্বীকার বা সংবিধানে সন্নিবেশিত করলেই হবে না, বরং এর প্রয়োগও ঘটাতে হবে। রাষ্ট্রের শাসন ও বিচার বিভাগ যদি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দুষ্টের দমন করতে পারে তাহলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। এতে করে রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা ও জনকল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। উদ্দীপকের অরাজকতা কবলিত রাষ্ট্রেও এ ব্যবস্থার বাস্তবায়নের মাধ্যমে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি করা সম্ভব।

ওপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, মি. হিরণের রাষ্ট্রের সমস্যা সমাধানে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কেননা আইনের শাসন না থাকলেই সমাজ ও রাষ্ট্রে অরাজকতা সৃষ্টি হয়।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৭ বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে স্থান করে নেয়। এরপর দেশটিতে কিছু সময়ের জন্য সামরিক শাসন চললেও বেশিরভাগ সময় গণতান্ত্রিক শাসন চলেছে। এর ফলে আইনের শাসন, মৌলিক অধিকার ও ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো মোটামুটি কার্যকর থাকার কারণে মানুষ স্বাধীনতার সুফল ভোগ করছে এবং এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। *[দি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৮]/টিংগী সরকারি কলেজ; প্রশ্ন নং ৩]*

ক. Liberty শব্দটি ল্যাটিন কোন শব্দ থেকে এসেছে? ১
খ. মূল্যবোধ বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে আইন ও নৈতিকতার মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীনতার সুফল ভোগের ফলে কীসের প্রতি সম্মানজ্ঞাপন করে এবং এর রক্ষাকবচসমূহ বিশ্লেষণ করো। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক Liberty শব্দটি ল্যাটিন 'Liber' শব্দ থেকে এসেছে।

খ মূল্যবোধ হলো সমাজের মানুষের মৌলিক বিশ্বাস, সামাজিক রীতিনীতি ও আচার-আচরণের সমষ্টি।

মানুষের সামাজিক সম্পর্ক ও আচার-আচরণ প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্যে সব সমাজেই বিভিন্ন ধরনের বিধি নিষেধ প্রচলিত থাকে। এ সকল বিধি নিষেধ অর্থাৎ ভালো-মন্দ, ঠিক-বেঠিক, কাঙ্ক্ষিত-অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় সম্পর্কে সমাজের সদস্যদের যে ধারণা তাই হলো মূল্যবোধ।

গ আইন ও নৈতিকতার মধ্যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান।

আইন ও নৈতিকতার লক্ষ্য এক ও অভিন্ন। আইন মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং নৈতিকতা মানুষের মনোজগতকে নিয়ন্ত্রণ করে। আইন হচ্ছে সামাজিক ন্যায়বোধের প্রতিফলন। মানুষের নৈতিকতাবোধ রাষ্ট্রীয় আইনকে প্রভাবিত করে।

ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা যেমন অনেক সময় আইনে পরিণত হয়, তেমনি আইনও অনেক সময় সুনীতি প্রতিষ্ঠিত করে। উদাহরণস্বরূপ সতীদাহ প্রথার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। পূর্বে হিন্দু সমাজে সতীদাহ প্রথা রীতিসম্মত ছিল। কিন্তু বর্তমানে আইনের মাধ্যমে তা দণ্ডণীয় ও রীতিবিরুদ্ধ। আইনের মতো নৈতিকতাও সমাজ এবং রাষ্ট্র-নির্ভর। সমাজ এবং রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে নৈতিক ধারণা ও আদর্শেরও পরিবর্তন ঘটে।

সুতরাং, আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, আইন ও নৈতিকতা একে অপরের পরিপূরক। যখন কোন আইন নৈতিকতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে তখনই তা জনগণ কর্তৃক সমাদৃত হয়।

ঘ বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীনতার সুফল ভোগের ফলে স্বাধীনতার প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করে।

স্বাধীনতা ভোগের জন্য চাই স্বাধীনতাকে সুরক্ষা করা। স্বাধীনতার সুরক্ষার জন্য যে সকল বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাকে স্বাধীনতার রক্ষাকবচ বলে। আইন স্বাধীনতার পূর্বশর্ত এবং প্রধান রক্ষাকবচ। আইন স্বাধীনতা ভোগের পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং স্বাধীনতাকে সবার জন্য উন্মুক্ত করে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকার গঠন, পরিচালনা, আইন প্রণয়নে জনগণের অংশগ্রহণ থাকে। এতে জনগণের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। আইনের অনুশাসন হলো আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান। আইনের শাসন থাকলেই স্বাধীনতা সকলের নিকট সমভাবে উপভোগ্য হয়ে উঠবে।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের ফলে বিভাগীয় স্বাধীনতার পাশাপাশি ব্যক্তি স্বাধীনতা সুরক্ষিত হয়। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের ফলে কোনো একটি বিভাগের স্বেচ্ছাচারিতার অবসান ঘটানো সম্ভব হয়। এর ফলে আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে কাজ করতে পারে। এতে বিভাগীয় স্বাধীনতার সাথে সাথে ব্যক্তি স্বাধীনতাও নিশ্চিত হয়। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হলে সরকারের ক্ষমতা একটি কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নিকট পুঞ্জিভূত থাকে না। ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা হ্রাস পায়। এছাড়াও স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ ও অটুট রাখার জন্য সংবিধানে মৌলিক অধিকারের সমাবেশ, দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা, বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা, সামাজিক ন্যায়বিচার, সাম্য, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সদা জাগ্রত জনমত প্রভৃতি নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

মানুষের জন্মগত অধিকার হলো স্বাধীনতা। এটি সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার পাশপাশি ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথকে সুপ্রশস্ত করে। এ স্বাধীনতাকে ভোগ করতে হলে একে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। আর আলোচিত বিষয়গুলো যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে স্বাধীনতা সংরক্ষণ করা সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ৮ 'ক' এমন একটি রাষ্ট্র যেখানে পুলিশ সুনির্দিষ্ট চার্জ ছাড়া কাউকে গ্রেফতার করে না এবং বিচার বহির্ভূতভাবে কাউকে বন্দি করে না। পবিত্র কুরআন ঐ রাষ্ট্রের আইনের অন্যতম উৎস। *[কু. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৫]/আমলা সরকারি কলেজ, মিরপুর, কুষ্টিয়া; প্রশ্ন নং ১১]*

ক. 'Demos' শব্দের অর্থ কী? ১
খ. 'নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতি' বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে আইনের যে উৎসটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে সেটি ছাড়া অন্য উৎসসমূহ ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'ক' রাষ্ট্রে আইনের শাসন বিদ্যমান— বিশ্লেষণ করো। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রিক 'Demos' শব্দের অর্থ জনগণ।

খ সরকারের তিনটি বিভাগ তথা আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থাকে 'নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতি' বলে।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি অনুযায়ী সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে আইন প্রণয়ন, শাসন বিষয়ক এবং বিচারের ক্ষমতা ভাগ করে দেওয়া হয়। এক বিভাগ অন্য বিভাগের ক্ষমতায় কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করতে পারে না। এই নীতির পূর্ণ প্রয়োগ করা হলে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ চরম ক্ষমতা পেয়ে স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে পারে। এ অবস্থার সৃষ্টি যেন না হয় সে জন্য সরকারের বিভাগগুলোর মধ্যে পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য রক্ষা করা হয়। এটিই 'নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতি' নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকে 'ক' রাষ্ট্রের আইনের অন্যতম উৎস হিসেবে পবিত্র কুরআনের কথা বলা হয়েছে, যা মুসলমানদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। ধর্মগ্রন্থের বিধি-বিধানকে আইন হিসেবে গ্রহণ করার বিষয়টি আইনের উৎস হিসেবে ধর্মকে নির্দেশ করে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রে ধর্মকে আইনের অন্যতম উৎস হিসেবে নির্দেশ করা হয়েছে।

ধর্মগ্রন্থ বা ধর্মীয় প্রথা আইনের অন্যতম উৎস। তবে ধর্ম ছাড়াও আইনের আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস রয়েছে। সামাজিক প্রথা আইনের প্রাচীন একটি উৎস। সুদীর্ঘকাল ধরে যেসব আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ও অভ্যাস সমাজের অধিকাংশ মানুষ পালন করে আসছে তাকে প্রথা বলে। যুক্তরাজ্যের সাধারণ আইনগুলো এরূপ প্রথার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। বিচারকের রায় আইনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। বিচারকরা যখন দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে কোনো মামলা নিষ্পত্তি করতে অসমর্থ হন তখন নিজের বিবেক, প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার আলোকে নতুন আইন সৃষ্টি করেন এবং প্রয়োজনবোধে আইনের যথার্থতা বিশ্লেষণ করেন। পরবর্তী সময়ে ওই ধরনের মামলার একইরকম রায় দেওয়া হয় এবং তা কালক্রমে আইনে পরিণত হয়। আধুনিককালে আইনের প্রধান উৎস হচ্ছে আইন পরিষদ বা আইনসভা। আইনসভা জনমতের সাথে সঙ্গতি রেখে আইন প্রণয়ন ও সংশোধন করে থাকে। রাষ্ট্রের সংবিধানও আইনের গুরুত্বপূর্ণ একটি উৎস। সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলি সংবিধানে স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ থাকে। সাংবিধানিক আইনের ভিত্তিতেই রাষ্ট্র পরিচালিত হয়।

Teachingbd24.com

https://teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের আলোকে বলা যায়, 'ক' রাষ্ট্রে আইনের শাসন বিদ্যমান।

আইনের শাসন বলতে আইনের চোখে সবার সমান হওয়া এবং আইনের প্রাধান্য বজায় থাকাকে বোঝায়। ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি এবং ছোটবড় নির্বিশেষে সবাই আইনের কাছে সমান। কেউ বিশেষ মর্যাদার অধিকারী নয়। যে কেউ আইন ভঙ্গ করলে তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা হবে— এটাই আইনের শাসনের বিধান।

আইনের শাসনে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষ সমান বলে গণ্য হয়। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হলে সবার জন্য স্বাধীন বিচার বিভাগ উন্মুক্ত থাকে। বিনা কারণে কাউকে গ্রেফতার করা যায় না। দেশের প্রচলিত আইনের মাধ্যমে নাগরিকের অধিকার সংরক্ষণ করা হয়। অর্থাৎ কোনো দেশে আইনের শাসন বিদ্যমান থাকলে সে দেশের জনগণের মৌলিক অধিকার, মানবাধিকার ও স্বাধীনতা সুরক্ষিত থাকে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' এমন একটি রাষ্ট্র যেখানে পুলিশ সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়া কাউকে গ্রেফতার করে না এবং বিচার বহির্ভূতভাবে কাউকে বন্দি রাখে না। বিষয়টি আইনের শাসনের উপস্থিতিকেই নির্দেশ করে। 'ক' রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে আইনের শাসনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হওয়ায় বলা যায়, সেখানে আইনের শাসন বিদ্যমান।

প্রশ্ন ▶ ৯ তমাল ও তিন্নি একটি হোটেলে একই ধরনের কাজ করে। তাদের কাজের দক্ষতাও সমান। মাস শেষে তিন্নি তমালের চেয়ে পাঁচশত টাকা বেতন কম পায়। তিন্নি এর কারণ জানতে চাইলে হোটেল কর্তৃপক্ষ কোনো সদুত্তর দিতে পারেনি। *[চ. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. আইন কী? ১

খ. স্বাধীনতার দুটি রক্ষাকবচ বর্ণনা করো। ২

গ. তিন্নি কোন ধরনের সাম্য থেকে বঞ্চিত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উক্ত সাম্য ব্যতীত অন্যান্য সাম্য অর্থহীন"— তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক আইন হলো সমাজ স্বীকৃত এবং রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত নিয়ম-কানুন, যা মানুষের বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।

খ স্বাধীনতাকে অক্ষুন্ন ও অটুট রাখার জন্য কতগুলো পদ্ধতি রয়েছে। এ পদ্ধতিগুলোকে স্বাধীনতার রক্ষাকবচ বলে। স্বাধীনতার দুটি রক্ষাকবচ হলো আইন ও দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা।

আইন স্বাধীনতার শর্ত ও প্রধান রক্ষাকবচ। আইন স্বাধীনতা ভোগের পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং স্বাধীনতাকে সবার জন্য উন্মুক্ত করে তোলে। রাষ্ট্র আইনের সাহায্যে মানুষের অবাধ স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। আইন আছে বলেই স্বাধীনতা সকলের নিকট সমভাবে উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ। এ ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ তার অনুসৃত নীতি ও কার্যাবলির জন্য আইনসভার কাছে দায়ী থাকে। ফলে সরকার স্বৈরাচারী হয়ে ব্যক্তিস্বাধীনতা বিরোধী কাজে লিপ্ত হতে সাহসী হয় না।

গ সৃজনশীল ৫ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকের ঘটনা দ্বারা অর্থনৈতিক বৈষম্যকে নির্দেশ করা হয়েছে। সমাজে যদি অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করা না যায় তাহলে অন্যান্য সাম্য (তথা-সামাজিক, রাজনৈতিক, ব্যক্তিগত বা নাগরিক ও আইনগত সাম্য) অর্থহীন। এ ব্যাপারে আমি একমত পোষণ করি।

সাম্য একটি অখণ্ড ধারণা। তাই একে ভাগ করা যায় না। তবে একে বিভিন্ন দিক থেকে ব্যাখ্যা করা যায়। যেমন- সমাজে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হলে অন্যান্য সাম্য এমনিই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আর তাই অর্থনৈতিক সাম্যের সাথে অন্যান্য সাম্যের সম্পর্ক বিদ্যমান।

জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও পেশাগত কারণে যখন মানুষে মানুষে কোনো পার্থক্য করা হয় না তখন তাকে সামাজিক সাম্য বলে। সামাজিক সাম্যের মূল কথা হলো সমাজে বসবাসরত সকল মানুষ যোগ্যতা অনুযায়ী একই ধরনের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে। আর সমাজে অর্থনৈতিক সাম্য বজায় থাকলে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে। আবার রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণ এবং রাজনৈতিক অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে সমান সুযোগ থাকাকেই রাজনৈতিক সাম্য বলে। কিন্তু যদি নাগরিকের রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণ এবং রাজনৈতিক অধিকার ভোগের বেলায় অর্থনৈতিক সাম্য বজায় না থাকে তাহলে রাজনৈতিক সাম্য অর্থহীন হয়ে যাবে। কেননা অর্থনৈতিক সাম্য ব্যক্তির অভাব অভিযোগ মেটায় এবং ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের পূর্ণ সুযোগ প্রদান করে। 'আইনের চোখে সকলেই সমান' এটিই হচ্ছে আইনগত সাম্যের মূল কথা। যখন সকল মানুষের আইনের আশ্রয় গ্রহণের সুযোগ থাকে- তখনই আইনগত সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু সমাজে যদি অর্থনৈতিক সাম্য বজায় না থাকে তবে দুর্বলের উপর সবলের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা পাবে এবং সাম্য অর্থহীন হয়ে উঠবে। নাগরিকের আরেকটি সাম্য হলো ব্যক্তিগত সাম্য। রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের সমান অধিকারকে ব্যক্তিগত সাম্য বলা হয়। কিন্তু সমাজে যদি চরম অর্থনৈতিক বৈষম্য থাকে তবে ব্যক্তিগত সাম্য প্রতিষ্ঠা পায় না।

সুতরাং বলা যায়, সকল সাম্যের মূলে রয়েছে অর্থনৈতিক সাম্য। অর্থনৈতিক সাম্য ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের পূর্ণ সুযোগ সৃষ্টির অন্যতম উপায়। অর্থনৈতিক সাম্য সমাজে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করে অন্যান্য সাম্যকে অর্থবহ করে তোলে। এই ন্যায় ও সাম্যভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলতে অর্থনৈতিক সাম্য অপরিহার্য। অর্থনৈতিক সাম্য ছাড়া অন্যান্য সাম্য অর্থহীন।

উপরিউক্ত আলোচনার শেষে বলা যায়, উল্লিখিত বিভিন্ন সাম্য ব্যবস্থা তখনই সফল হবে যখন অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

প্রশ্ন ▶ ১০ বিশ্ব বিখ্যাত ধনী বিল গেটস বৈশ্বিক দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য মাইক্রোসফট কোম্পানির মুনাফা হতে ২৮০০ কোটি ডলার একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠানে দান করেন। উক্ত কোম্পানি পৃথিবীব্যাপী অনেক মানুষকে প্রশিক্ষণ প্রদানও করে। তার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান মাইক্রোসফট এসকল মানুষকে দক্ষতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মে নিয়োগ করে। *[সি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৩; বিএএফ শাহীন কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. আইন কী? ১

খ. আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত কোন বিষয়টি বিল গেটসকে বিপুল অর্থ দানে উৎসাহিত করেছে? উক্ত বিষয়ের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টির সাথে সুশাসনের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক আইন হলো সমাজ স্বীকৃত এবং রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত নিয়ম-কানুন, যা মানুষের বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।

খ আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতভেদ রয়েছে। তবে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করার ক্ষেত্রে আইন ও স্বাধীনতার ভূমিকা অপরিসীম।

আইন স্বাধীনতাকে সহজ করে তোলে। আইন আছে বলে পরিমিত স্বাধীনতা ভোগ করা যায়। এটি শাসকগোষ্ঠীর স্বেচ্ছাচারিতা থেকে জনগণকে রক্ষা করে। এর মাধ্যমে স্বাধীনতার পরিধি সম্প্রসারিত হয়। সুতরাং বলা যায় আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

গ নৈতিক মূল্যবোধের বিষয়টি বিল গেটসকে বিপুল অর্থ দানে উৎসাহিত করেছে। মানুষের ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত, ন্যায়-অন্যায় বোধ নিয়ে নৈতিক মূল্যবোধ গঠিত। উদ্দিপকে উল্লিখিত মাইক্রোসফট কোম্পানির মালিক বিল গেটসের কর্মকাণ্ডে নৈতিক মূল্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

Teachingbd24.com

নৈতিক মূল্যবোধের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এগুলো হলো—

মানুষের কর্মকাণ্ডের ভালো-মন্দ বিচার করার ভিত্তিই হচ্ছে মূল্যবোধ। মূল্যবোধ মানুষের আচার-ব্যবহার, ধ্যান-ধারণা, চাল-চলন ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করার মাপকাঠি স্বরূপ।

মূল্যবোধ সমাজের মানুষকে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করে। একই রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান ও আদর্শের ভিত্তিতে সমাজের সবাই পরস্পর মিলিত ও সংঘবদ্ধ হয়ে জীবনযাপন করে।

মূল্যবোধ অলিখিত সামাজিক বিধান। সমাজের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্বাস, আদর্শ ও মনোভাবের মধ্যদিয়ে এর বিস্তার ঘটে।

মূল্যবোধের অপর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো 'বিভিন্নতা'। মূল্যবোধ বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন— পাশ্চাত্য দেশসমূহে মদ্যপান খুব স্বাভাবিক ব্যাপার কিন্তু আমাদের সমাজে এটি ঘৃণীত কাজ। তাই দেখা যায়, মূল্যবোধ স্থান-কাল-পাত্রভেদে বিভিন্ন রূপ লাভ করে।

মূল্যবোধের আরেকটি বৈশিষ্ট্য এর পরিবর্তনশীলতা। সমাজ নিয়ত পরিবর্তনশীল। আর এ পরিবর্তনের সাথে সাথে সমাজে অনুসৃত মূল্যবোধগুলোরও পরিবর্তন সাধিত হয়। যেমন-বাল্যবিবাহ ও সতীদাহ প্রথা।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত মূল্যবোধের সাথে সুশাসনের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। মূল্যবোধ হচ্ছে শিষ্টাচার, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, শৃঙ্খলা, সৌজন্য প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তি বা মানবীয় গুণাবলির সমষ্টি। এর সাথে সুশাসনের সম্পর্ক-

গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সামাজিক ন্যায়বিচার ব্যক্তিস্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ। সমাজজীবনে অগ্রগতির প্রধান সোপান হলো শৃঙ্খলাবোধ। শৃঙ্খলাবোধ মানবিক মূল্যবোধগুলোকে সুদৃঢ় করে সমাজজীবনকে উন্নতি ও প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। সামাজিক ন্যায়বিচার ও শৃঙ্খলাবোধ সুশাসনেরও বৈশিষ্ট্য। যে সমাজ বা রাষ্ট্রে মূল্যবোধের এ দুটি উপাদান অনুপস্থিত সেখানে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। আবার আইনের শাসন, সুশাসন ও মূল্যবোধের অন্যতম উপাদান। সমাজে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে ব্যক্তি তার সামাজিক মর্যাদা পাবে এবং অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে নিশ্চিত হবে। কেননা আইনের শাসন না থাকলে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে না।

মূল্যবোধ সমাজজীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে । ফলে মানুষের নৈতিক গুণাবলি জাগ্রত ও বিকশিত হয়। আবার সরকার ও রাষ্ট্রের জনকল্যাণমুখিতাকে মূল্যবোধ ও সুশাসনের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান বা বৈশিষ্ট্য মনে করা হয়। জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা যেমন সুশাসনের বৈশিষ্ট্য, তেমনি মূল্যবোধেরও আবশ্যকীয় উপাদান ।

পরিশেষে বলা যায়, কোনো রাষ্ট্রে সুশাসনের সুফল পেতে হলে মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। এজন্যই বলা হয়- ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে মূল্যবোধ ও সুশাসনের সম্পর্ক খুব নিবিড়।

প্রশ্ন ▶ ১১ সহপাঠী ইমন ও সুমন পাঠ্যবইয়ের একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিল যা আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে জড়িত। এটি সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত, ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং জনকল্যাণে অপরিহার্য। রাষ্ট্রের সব নাগরিকের এ বিষয়ের জ্ঞান থাকলে কেউ কারো অধিকার ও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে না। *[য. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. 'Law is the Passionless Reason'— উক্তিটি কার? ১

খ. ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের আলোচনায় পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে? এর বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টির সাথে স্বাধীনতার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'Law is the passionless reason' উক্তিটি গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটলের।

খ সরকারের তিনটি বিভাগ রয়েছে, যথা: আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির অর্থ সরকারের এ তিনটি বিভাগের ক্ষমতা ও কাজকে পৃথক বা স্বতন্ত্র করে দেওয়া। এক্ষেত্রে প্রতিটি বিভাগ তার নিজস্ব কর্মক্ষেত্রের মধ্যে স্বাধীন থাকবে। এক বিভাগ অন্য বিভাগের কাজে বাধা দেবে না বা হস্তক্ষেপ করবে না। এই নীতি অনুসারে আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন করবে, শাসন বিভাগ সেসব আইন কার্যকর করবে এবং বিচার বিভাগ সেসব আইনের ব্যাখ্যা দান করবে। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির মূল উদ্দেশ্য হলো সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার মাধ্যমে জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা করা।

গ উদ্দীপকের আলোচনায় পাঠ্যবইয়ের 'আইনের' বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

আইন বলতে সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত এবং রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত নিয়ম-কানুনকে বোঝায় যা মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। সমাজে বসবাসকারী সবাইকে আইন মেনে চলতে হয়। এর ব্যতিক্রম ঘটলে সমাজে বিশৃঙ্খলা ও অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়। আইন সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্বের দ্বারা অনুমোদিত ও স্বীকৃত। প্রাচীনকালে মানুষ মূলত ধর্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে আইন মানতো। আধুনিককালে পরস্পরের অধিকার সংরক্ষণ, ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রীতি বজায় রাখার তাগিদসহ বিভিন্ন অনুপ্রেরণা থেকে মানুষ আইন মেনে চলে। আইনের এই বৈশিষ্ট্যগুলোই উদ্দীপকে উঠে এসেছে।

উদ্দীপকে দেখা যায় দুই সহপাঠী ইমন ও সুমন পাঠ্যবইয়ের এমন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিল, যার সাথে মানুষের জীবনের প্রতিটি বিষয় সম্পর্কিত। এটি সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত, মানব আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে, এর সাথে স্বাধীনতার সম্পর্কও গভীর। উল্লিখিত বিষয়গুলো আইনের সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ। আইনের মাধ্যমে একটি সমাজের প্রকৃত রূপ ফুটে ওঠে। সুষ্ঠু, নিরাপদ ও কল্যাণকামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য আইনের বাস্তবায়ন অপরিহার্য।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টি হচ্ছে আইন। আর আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক গভীর।

আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি বহুল আলোচিত বিষয়। আইনের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া যেমন স্বাধীনতা উপভোগ করা যায় না, তেমনি স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে না পারলে আইনের বাস্তবায়নও অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই আইন ও স্বাধীনতা গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। আইন স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষক। যখন ব্যক্তির স্বাধীনতা অন্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মাধ্যমে খর্ব হওয়ার আশঙ্কা থাকে তখন সে আইনের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। আইনের সক্রিয় উপস্থিতি ছাড়া স্বাধীনতার কথা চিন্তা করা যায় না। এর যথাযথ প্রয়োগ ব্যক্তির স্বাধীনতা রক্ষায় ভূমিকা রাখে। আইনই স্বাধীনতার ভিত্তি দান করে এবং স্বাধীনতার ক্ষেত্র নির্ধারণ করে থাকে।

এছাড়া আইন স্বাধীনতার অভিভাবকের ভূমিকা পালন করে। এর ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রে সভ্য, সুন্দর ও মুক্ত জীবনযাপনের অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়। আইন ব্যক্তি বা সরকারের স্বেচ্ছাচারী আচরণ দূর করায় ভূমিকা রাখে। আইন প্রত্যেকের কর্মের আওতা নির্ধারিত করে দেয়। ফলে সরকার বা অন্য কারো স্বেচ্ছাচারী হওয়ার অবকাশ থাকে না। আইন ও স্বাধীনতা উভয়ই ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে। সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষায় আইন মুখ্য ভূমিকা পালন করে। জনগণ বিশৃঙ্খল সমাজে স্বাধীনতার কথা চিন্তাই করতে পারে না। একমাত্র আইনই পারে সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা করে জনগণের স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করতে।

পরিশেষে বলা যায়, আইন বাস্তবায়নে স্বাধীনতা সুরক্ষিত থাকবে। আবার স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করতে পারলেই কেবল আইন কাজে আসতে পারে। তবে আইন এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যেন তাতে সকলের সমর্থন থাকে।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১২ সমীর সাহেব একটি বইয়ের পাণ্ডুলিপি প্রকাশনা সংস্থায় জমা দিয়ে বাসে করে বাসায় ফিরছিলেন। তিনি লক্ষ করলেন বাস ড্রাইভার অনুমোদিত গতি মানছে না। এ ব্যাপারে চালককে সতর্ক করলে চালক তাকে বলে সে স্বাধীন। *[ব. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. আইনের প্রাচীন উৎস কোনটি? ১

খ. স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সমীর সাহেবের ভূমিকা তোমার অধীত জ্ঞানের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'বাস চালক স্বাধীন'— মতামত দাও। ৪

১২নং প্রশ্নের উত্তর

ক আইনের প্রাচীন উৎস হলো প্রথা ও রীতিনীতি।

খ সাধারণ অর্থে স্বাধীনতা বলতে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী যেকোনো কাজ করাকে বোঝায়। কিন্তু প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা বলতে এ ধরনের অবাধ স্বাধীনতাকে বোঝায় না।

পৌরনীতি ও সুশাসনে স্বাধীনতা ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। অন্যের কাজে হস্তক্ষেপ বা বাধা সৃষ্টি না করে নিজের ইচ্ছানুযায়ী নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কাজ করাই হলো স্বাধীনতা। অর্থাৎ স্বাধীনতা হলো এমন সুযোগ-সুবিধা ও পরিবেশ, যেখানে কেউ কারও ক্ষতি না করে সকলেই নিজের অধিকার ভোগ করে। স্বাধীনতা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করে এবং অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে বাধা অপসারণ করে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সমীর সাহেবের ভূমিকা অত্যন্ত ইতিবাচক।

একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে সমীর সাহেব মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। বাস ড্রাইভারের অনুমোদিত গতি না মানা আইনের লঙ্ঘন। একজন সচেতন ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নাগরিক হিসেবে ড্রাইভারকে এ বিষয়ে সতর্ক করা আবশ্যক। সমীর সাহেব এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটিই করেছেন।

আইন মানবজীবনের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী বিধি-বিধান। সুস্থ, নিরাপদ ও কল্যাণকামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য আইনের উপস্থিতি অপরিহার্য। আইন মানুষকে সভ্য, শৃঙ্খলাপূর্ণ ও উন্নত জীবনের নিশ্চয়তা দেয়। সুতরাং প্রত্যেক নাগরিকের আইন মানা তথা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা বাঞ্ছনীয়। বাস ড্রাইভারের আইনের লঙ্ঘন যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে, যা কোনোভাবেই কাম্য নয়। সমীর সাহেব ড্রাইভারকে সতর্ক করে সঠিক কাজটিই করেছেন। সুতরাং তার ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

ঘ 'বাস চালক স্বাধীন'— উক্তিটির মাধ্যমে আইন লঙ্ঘনকারী বাস ড্রাইভারের উদ্ধত মনোভাবকে বোঝানো হয়েছে।

স্বাধীনতা ব্যক্তিকে মুক্তভাবে যা খুশি তা করার অধিকার প্রদান করে না। অবাধ স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতা প্রতিষ্ঠা করে, যা স্বাধীনতা বিরোধী। পৌরনীতিতে স্বাধীনতা হলো অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করে তথা অন্যের সমস্যা সৃষ্টি না করে স্বাধীন ও মুক্তভাবে কাজ করার অধিকার।

উদ্দীপকে উল্লিখিত বাস ড্রাইভারকে তার গতি সম্পর্কে সতর্ক করা হলে তিনি বলেন, তিনি স্বাধীন। প্রকৃতপক্ষে, এটা তার স্বাধীনতা নয় বরং স্বেচ্ছাচারিতা। একজন ব্যক্তি হিসেবে বাস চালকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অজুহাতে তিনি বাসের যাত্রীদের জীবন হুমকির মুখে ঠেলে দিতে পারেন না। তার এই স্বেচ্ছাচারিতা ভয়ানক কোনো দুর্ঘটনার সৃষ্টি করতে পারে, যার মূল্য হিসেবে অনেককে জীবন দিতে হতে পারে। সুতরাং বাস চালকের আইন মানা আবশ্যক। কেননা আইন স্বেচ্ছাচারিতা রোধ করে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে। এছাড়া আইন স্বাধীনতার অভিভাবক স্বরূপ।

পরিশেষে বলা যায়, বাস চালক স্বাধীন, তবে সে আইনের ঊর্ধ্বে নয়। স্বেচ্ছাচারিতা কখনও স্বাধীনতা নয়। তাই আইন মেনেই বাস চালককে তার কাজ করতে হবে।

প্রশ্ন ▶ ১৩ ট্রাকচালক আলতু মিয়ার বয়স এখন ৪০ বছর। ২৯ বছরের টগবগে যুবক আলতু মিয়া ১১ বছর আগে ২০০৩ সালের ২৭ জুন রাতে বগুড়ার কাহালু উপজেলার যোগারপাড়ার একটি ইটভাটা থেকে ট্রাকভর্তি গুলি ও বিস্ফোরক উদ্ধার করার পর গ্রেফতার হন। অস্ত্র ও বিস্ফোরক মামলার সন্দেহভাজন আসামি হিসেবে তাকে গ্রেফতার করা হয়। ২০১৫ সালের ৩ মার্চ সরকারি আইন সহায়তা কেন্দ্র (ডিলাক) ও বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) এর সহায়তায় তিনি মুক্ত হন। *[দি. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ২]*

ক. সুশাসন কাকে বলে? ১

খ. অর্থনৈতিক সাম্য কেন প্রয়োজন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আলতু মিয়া কোন অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর বিনা বিচারে আলতু মিয়ার ১১ বছরের হাজতবাস আইনের শাসনের অনুপস্থিতিকেই নির্দেশ করে? তোমার মতামত দাও। ৪

১৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে শাসনব্যবস্থায় প্রশাসনের জবাবদিহিতা, বৈধতা, স্বচ্ছতা, জনসাধারণের অংশগ্রহণের সুযোগ, বাকস্বাধীনতা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, আইনের অনুশাসন ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে তাকে সুশাসন বলে।

খ শ্রেণি বৈষম্য দূর করে সামাজিক শৃঙ্খলা ও সংহতি প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থনৈতিক সাম্য প্রয়োজন।

অর্থনৈতিক সাম্য বলতে উৎপাদন ও বন্টনের ক্ষেত্রে সব প্রকার বৈষম্য দূর করে নাগরিকদের যোগ্যতার ভিত্তিতে সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান করাকে বোঝায়। অর্থনৈতিক সাম্য বজায় থাকলে ক্ষেত্রে মানুষ জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও লৈঙ্গিক পরিচয় নির্বিশেষে কাজ করার ও ন্যায্য মজুরি পাবার সুবিধা লাভ করে। সাম্যহীন রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আয় ও সম্পদ ভোগের ক্ষেত্রে চরম বৈষম্য বিরাজ করে। সমাজের অতি দরিদ্রদের একাংশ মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। তাই সব শ্রেণির মানুষের মৌলিক অধিকার পূরণের বিষয়টি নিশ্চিত করে সুষ্ঠু সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থনৈতিক সাম্য প্রয়োজন।

গ উদ্দীপকের ট্রাকচালক আলতু মিয়া আইনের দৃষ্টিতে সমতা লাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

আইনের দৃষ্টিতে সমতা লাভের অধিকার অর্থ হচ্ছে শাসক-শাসিত, ধনী-গরিব, সবল-দুর্বল সবাই একই অপরাধের জন্য সমানভাবে শাস্তিযোগ্য। সরকারের ক্ষমতা আইন থেকে প্রাপ্ত এবং শাসকও আইনের অধীন। বিনা অপরাধে কাউকে বিচারের আওতায় আনা যাবে না।

উদ্দীপকে উল্লিখিত ট্রাকচালক আলতু মিয়া অস্ত্র ও বিস্ফোরক মামলায় সন্দেহভাজন আসামি হিসেবে গ্রেফতার হন এবং বিনাবিচারে ১১ বছর হাজতবাস করেন। এভাবে বিনাবিচারে দীর্ঘসময় আটক থাকা আলতু মিয়ার প্রতি চরম অমানবিক আচরণ। এটি আইনের দৃষ্টিতে সমতা লাভের সাংবিধানিক অধিকারের চরম অনুপস্থিতির দৃষ্টান্ত। বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, সব নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের আশ্রয় লাভের সমান অধিকারী। সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদেও আইনের আশ্রয় লাভের অধিকারের কথা বলা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইন ব্যতীত এমন কোনো ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না যাতে তার জীবন, স্বাধীনতা, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে। সুতরাং আমরা বলতে পারি, বাংলাদেশ সংবিধানের ২৭ ও ৩১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আলতু মিয়া সুবিচার পাননি।

ঘ হ্যাঁ, বিনা বিচারে আলতু মিয়ার ১১ বছরের হাজতবাস আইনের শাসনের অনুপস্থিতিকেই নির্দেশ করেছে বলে আমি মনে করি।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই, ট্রাকচালক আলতু মিয়া অস্ত্র ও বিস্ফোরক মামলায় সন্দেহভাজন আসামি হিসেবে বিনাবিচারে ১১ বছর হাজতে থাকেন। এখানে আইনের শাসনের মূল লক্ষ্য নাগরিক অধিকার রক্ষার পরিবর্তে খর্ব করা হয়েছে।

https://teachingbd24.com

ব্রিটিশ আইনজ্ঞ ও সংবিধান বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক অ্যালবার্ট ভেন ডাইসি (Albert Venn Dicey) তার 'Introduction to the study of the law of the constitution' নামের গ্রন্থে আইনের শাসন বাস্তবায়নের ৪টি শর্ত দিয়েছেন। এগুলো হলো- আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান সুবিধা ভোগ করবে, সবার জন্য স্বাধীন বিচার বিভাগ উন্মুক্ত থাকবে, বিনাবিচারে কাউকে গ্রেপ্তার করা যাবে না এবং দেশের প্রচলিত আইন দ্বারা নাগরিক অধিকার সংরক্ষিত থাকবে। আইনের শাসন বাস্তবায়নের উল্লিখিত শর্তগুলোর মধ্যে একটিও আলতু মিয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়নি। এই ঘটনাটি আইনের শাসনের অনুপস্থিতিকেই নির্দেশ করছে।

ওপরের আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, আইনের শাসন বিদ্যমান থাকলে আলতু মিয়াকে এ অবিচারের শিকার হতে হতো না। যথাযথ বিচার প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হলে অনেক আগেই তিনি জামিন বা নির্দোষ হিসেবে খালাস পেতেন।

প্রশ্ন ▶ ১৪ গত ৮ জুলাই, ২০১৫ সিলেট শহরতলির কুমারগাঁও এলাকায় চুরির অপবাদ দিয়ে কতিপয় পাষণ্ড নির্মম ও পৈশাচিক কায়দায় নির্যাতন করে রাজন নামের এক কিশোরকে হত্যা করে। পরবর্তীতে পুলিশ ঘটনার সাথে জড়িত ১১ জন অপরাধীকে গ্রেফতার করে আইনের হাতে সোপর্দ করে। বিচারশেষে আদালত অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ড ও বিভিন্ন মেয়াদে সাজা প্রদান করেন। কয়েকজন বেকসুর খালাস পান। *[দি. বো. '১৬ | প্রশ্ন নং ৪]*

ক. আইনের সংজ্ঞা দাও। ১

খ. সাম্য প্রতিষ্ঠা কেন প্রয়োজন? ২

গ. সমাজের কোন উপাদানটির অভাবে কিশোর রাজনকে প্রাণ দিতে হলো? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. পুলিশের গৃহীত পদক্ষেপ এবং বিজ্ঞ আদালতের মাধ্যমে অপরাধীদের সাজা প্রদান প্রমাণ করে সবাই আইনের অধীন— তুমি কি একমত? তোমার মতামত দাও। ৪

১৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক আইন হলো সমাজস্বীকৃত ও রাষ্ট্র অনুমোদিত নিয়মকানুনের সমষ্টি, যা মানুষের বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।

খ রাষ্ট্রে নাগরিকদের ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সাম্য প্রয়োজন।

সাম্যের অর্থ 'সুযোগ-সুবিধাদির' সমতা (Equality of opportunities)। জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে সমান সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থাকে সাম্য বলে। সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হলে যেসব বিষয়কে গুরুত্ব দিতে হবে তা হলো— আইনের শাসন, আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টন, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা, নৈতিকতার উন্নয়ন, চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সর্বোপরি শ্রেণিবৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা। জনকল্যাণ, ন্যায়বিচার ও মানবতার স্বার্থে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

গ নৈতিক মূল্যবোধের অভাবে কিশোর রাজনকে প্রাণ দিতে হয়েছে।

নৈতিক মূল্যবোধ সমাজের অন্যতম ভিত্তি। নৈতিক মূল্যবোধের সঙ্গে ন্যায়-অন্যায় ও ভালো-মন্দ বোধের বিষয় যুক্ত। নৈতিক মূল্যবোধে অনুপ্রাণিত হয়েই মানুষ সত্যকে সত্য ও অন্যায়কে অন্যায় বলে এবং অন্যায় থেকে বিরত থাকে। নৈতিকতা বিবর্জিত সমাজে কেউ কাউকে শ্রদ্ধা বা সহযোগিতা করে না কিংবা কারো প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে না। ওই সমাজে কোনো শৃঙ্খলাও থাকে না। তাই নৈতিক মূল্যবোধকে সব মূল্যবোধের চাবিকাঠি বলা হয়।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, চুরির অপবাদে সিলেটের কিশোর রাজনকে কয়েকজন পাষণ্ড নির্মমভাবে পিটিয়ে ও পৈশাচিক কায়দায় নির্যাতন করে হত্যা করে। শিশুটির মর্মান্তিক আর্তনাদ তাদের মনে বিন্দুমাত্র করুণার সঞ্চার করেনি।

এ ঘটনা ঐ নিপীড়ক মানুষগুলোর নৈতিক মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়কেই প্রমাণ করে। যারা নির্মমভাবে নিরপরাধ শিশু রাজনকে হত্যা করেছে, তাদের মধ্যে যদি নৈতিক মূল্যবোধ বলে কিছু থাকত তাহলে এমন দুঃখজনক ঘটনা ঘটতো না।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি পুলিশের গৃহীত পদক্ষেপ এবং আদালতের মাধ্যমে অপরাধীদের সাজা প্রদান প্রমাণ করে সবাই আইনের অধীন।

আইন হচ্ছে এমন আদেশ বা বিধিবিধান, যা মানুষের বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ তথা রাষ্ট্র তা অনুমোদন দেয়। মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র কমবেশি আইনের সাথে সম্পৃক্ত। সমাজে ও রাষ্ট্রে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে আইন প্রণয়ন করা হয়। আর আইন ভঙ্গ করলে শাস্তি পেতে হয়।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, ২০১৫ সালের ৮ জুলাই সিলেটে রাজন নামের এক কিশোরকে চুরির অপবাদ দিয়ে নির্মমভাবে হত্যায় জড়িত ১১ জনকে আদালত মৃত্যুদণ্ড ও বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেন। কয়েকজন আসামি বেকসুর খালাসও পান। আদালতে বিচার হওয়ার এ ঘটনা বাংলাদেশ সংবিধানের ৩৫ (৩) অনুচ্ছেদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। অনুচ্ছেদটিতে বলা হয়েছে 'ফৌজদারি অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত বা ট্রাইব্যুনালে দ্রুত ও প্রকাশ্য বিচারলাভের অধিকারী হইবেন।' নাগরিকদের সবাই যে আইনের চোখে সমান তা এই অনুচ্ছেদ দ্বারা বোঝানো হয়েছে। আদালত এভাবে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নাগরিক অধিকারকে সংরক্ষণ করে। উদ্দীপকের রাজন হত্যাকারীদের বিচারের ক্ষেত্রেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি।

সুতরাং আমরা বলতে পারি, রাজনের হত্যাকারীদের আইনের আওতায় এনে নিরপেক্ষ বিচারকাজ সম্পাদন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সবাই যে আইনের অধীন তা প্রমাণিত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১৫ জাফর সাহেব একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা। নম্র, ভদ্র লোকটি সব সময় অন্যের কল্যাণের কথা ভাবেন। শত চেষ্টা করেও কেউ তাকে অনিয়ম করাতে পারেন না। সব মানুষ যাতে সুবিচার পায় সে বিষয়ে তিনি নিরন্তর চেষ্টা করেন। সৎ মানুষ জাফর সাহেবের খুবই পছন্দ। সব প্রকার ভালো কাজই তার কাছে প্রশংসনীয়। তিনি বিশ্বাস করেন, সৎ জীবন মানবিক মূল্যবোধকে জাগ্রত করে এবং সমাজজীবনে প্রগতি আনে। *[কু. বো. '১৬ | প্রশ্ন নং ৩]*

ক. সামাজিক মূল্যবোধ কী? ১

খ. রাষ্ট্র প্রদত্ত সুযোগসুবিধাকে কী বলে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে জাফর সাহেবের জীবনে সামাজিক মূল্যবোধের কী কী উপাদান ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সামাজিক মূল্যবোধের উপাদান ছাড়াও তোমার পাঠ্যবইয়ের অন্যান্য সামাজিক মূল্যবোধের উপাদানসমূহ বিশ্লেষণ করো। ৪

১৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে চিন্তাভাবনা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সংকল্প মানুষের সামগ্রিক আচার-ব্যবহার ও কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত করে তার সমষ্টিকে সামাজিক মূল্যবোধ বলে।

খ রাষ্ট্র প্রদত্ত সুযোগ সুবিধাকে নাগরিক অধিকার বলে।

নাগরিক অধিকার হলো এমন কতগুলো মৌলিক সুযোগ-সুবিধা (জীবনধারণ, চলাফেরা, মতপ্রকাশ, শিক্ষা, কর্ম ও ন্যায্য মজুরি লাভ, সম্পত্তি অর্জন ইত্যাদি অধিকার) যা রাষ্ট্রের সব নাগরিক ভোগ করে। এ অধিকারগুলো সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত। নাগরিক অধিকার সম্পর্কে বলতে গিয়ে ব্রিটিশ রাজনৈতিক তাত্ত্বিক ও অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক হ্যারল্ড জোসেফ লাস্কি (Harold Joseph Laski) বলেছেন, 'অধিকার হলো সমাজজীবনের সে সকল অবস্থা (সুযোগ-সুবিধা) যা ছাড়া মানুষ ব্যক্তি হিসেবে তার সম্ভাবনার পূর্ণ রূপ দিতে পারে না।' অধিকারের মূল লক্ষ্য হলো ব্যক্তির সর্বজনীন কল্যাণ সাধন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ২৬ থেকে ৪৩ পর্যন্ত অনুচ্ছেদে পর্যন্ত অনেকগুলো মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

https://teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারি কর্মকর্তা জাফর সাহেবের জীবনে সামাজিক মূল্যবোধের মধ্যে শিষ্টাচার, সহমর্মিতা, সততা, ন্যায়বিচার প্রভৃতি উপাদান ফুটে উঠেছে।

মানুষের সামাজিক আচার-ব্যবহার, কর্মকাণ্ডকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রণকারী চিন্তাভাবনা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্যসমূহকে সামাজিক মূল্যবোধ বলে। সামাজিক মূল্যবোধ হলো সামাজিক শিষ্টাচার, সততা, সত্যবাদিতা, ন্যায়বিচার, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, শ্রমের মর্যাদা, শৃঙ্খলাবোধ, দানশীলতা, আতিথেয়তা, আত্মত্যাগ প্রভৃতি মানবিক গুণের সমষ্টি। সামাজিক মূল্যবোধের মাপকাঠিতে মানুষের কাজের ভালো-মন্দের বিচার করা হয়।

উদ্দীপকের জাফর সাহেবের নম্রতা ও ভদ্রতার দ্বারা সামাজিক শিষ্টাচার, অন্যের কল্যাণের কথা ভাবার দ্বারা সহমর্মিতা, সকল মানুষের সুবিচার পাওয়ার চেষ্টার দ্বারা ন্যায়বিচার, সৎ মানুষকে পছন্দ করার দ্বারা সততা ইত্যাদি সামাজিক মূল্যবোধের উপাদানের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। অতএব বলা যায়, জাফর সাহেবের মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধের অনেকগুলো উপাদান বিদ্যমান। সমাজজীবনে ন্যায়, মানবিকতা, ঐক্য ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য এসব মূল্যবোধের গুরুত্ব অপরিসীম।

ঘ উদ্দীপকে জাফর সাহেবের জীবনে সামাজিক মূল্যবোধের (সামাজিক শিষ্টাচার, সহমর্মিতা, সততা ও ন্যায়বিচার প্রভৃতি) উপাদানের প্রতিফলন দেখা যায়। এগুলো ছাড়াও সামাজিক মূল্যবোধের অন্য উপাদানসমূহ হলো—

সামাজিক মূল্যবোধের অন্যতম উপাদান হলো আইনের শাসন। ব্যক্তির স্বাধীনতা, সাম্য ও অধিকার রক্ষার জন্য আইনের শাসন অপরিহার্য। এটি প্রতিষ্ঠিত হলে ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা, ন্যায়বিচার ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। শ্রমের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব প্রদান মূল্যবোধের উৎকর্ষ সাধনে সহায়ক। সব ধরনের শ্রমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাকে শ্রমের মর্যাদা বলে। শ্রমের মর্যাদা সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজের অগ্রগতি তরান্বিত করে। সামাজিক মূল্যবোধের অন্যতম ভিত্তি হলো শৃঙ্খলাবোধ। জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়ম-কানুন ও রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকার মনোভাব হচ্ছে শৃঙ্খলাবোধ। সমাজজীবনে কোনো মানুষই নিজ খেয়াল খুশিমতো চলতে পারে না। সমাজের শৃংখলা ও উন্নয়নের জন্য নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন অপরিহার্য। সমাজে বিশৃঙ্খলা থাকলে ব্যক্তির নিরাপত্তার অভাব দেখা দেয় এবং সামাজিক অগ্রগতি ব্যাহত হয়। তাই সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রে শৃঙ্খলার প্রয়োজন।

সহনশীলতা সুনাগরিকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের জন্য সহনশীলতা অপরিহার্য। এটি সুখী ও সুন্দর সমাজ গঠনে সাহায্য করে। আমাদের ঐতিহ্যগত একটি সামাজিক মূল্যবোধ হলো আতিথেয়তা। বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানে প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজন ও পরিচিতদেরকে দাওয়াত দেওয়া এবং তাদেরকে সাধ্যমত আপ্যায়ন করা সামাজিক মূল্যবোধের অংশ। এছাড়াও নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ, জবাবদিহিতা, দানশীলতা প্রভৃতিও সামাজিক মূল্যবোধের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

পরিশেষে বলা যায়, সামাজিক মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে একটি জাতির সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য গড়ে ওঠে। একটি সুখী সমাজ ও কল্যাণ রাষ্ট্র গড়ে তোলার জন্য উন্নত সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

প্রশ্ন ▶ ১৬ মি. রফিক সাহেব একজন কলেজ শিক্ষক। তিনি ভদ্র ও মার্জিত ব্যক্তি। তার বাড়িতে গৃহকর্মীসহ সবাই একই ধরনের রান্না করা খাবার খায়। অন্যদিকে, প্রতিবেশী রহমান সাহেবের বাড়িতে নিজেদের জন্য এক রকম এবং গৃহকর্মীদের জন্য অন্য রকম খাবার রান্না হয়।

[চ. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৩]

ক. সাম্য, স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব কোন বিপ্লবের স্লোগান ছিল? ১

খ. সরকারের বিভাগসমূহের পৃথকভাবে কার্য সম্পাদন প্রক্রিয়াকে কী বলে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রফিক সাহেবের পরিবারে কোন ধরনের সাম্য বিদ্যমান বলে মনে কর? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. রহমান সাহেবের পরিবারে বিদ্যমান অবস্থা বজায় থাকলে কী রক্ষা করা কঠিন হবে? মূল্যায়ন করো। ৪

১৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাম্য, স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব ফরাসি বিপ্লবের স্লোগান ছিল।

খ সরকারের তিনটি বিভাগ রয়েছে, যথা: আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ। সরকারের এ বিভাগসমূহের পৃথক ও স্বাধীনভাবে কার্য সম্পাদন করার প্রক্রিয়াকে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বলে। এ নীতির অর্থ, প্রতিটি বিভাগ তার নিজস্ব কর্মক্ষেত্রের মধ্যে স্বাধীন থাকবে। এক বিভাগ অন্য বিভাগের কাজে বাধা দেবে না বা হস্তক্ষেপ করবে না। আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন করবে, শাসন বিভাগ সেসব আইন কার্যকর করবে এবং বিচার বিভাগ সেসব আইনের ব্যাখ্যা দান করবে। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির মূল উদ্দেশ্য হলো সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার মাধ্যমে নাগরিকের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা করা।

গ উদ্দীপকের কলেজশিক্ষক মি. রফিক সাহেবের পরিবারে সামাজিক সাম্য বিদ্যমান বলে আমি মনে করি।

জাতি-ধর্ম-বর্ণ, শিক্ষা, পেশা ইত্যাদি কারণে যখন মানুষে মানুষে কোনো পার্থক্য করা হয় না, তখন তাকে সামাজিক সাম্য বলে। সামাজিক সাম্য বিদ্যমান থাকলে সবাই সমান সুবিধা ভোগ করে। এক্ষেত্রে সবার সামাজিক মর্যাদা একই রকম হয় এবং সমাজজীবনে কোনো বৈষম্য থাকে না।

উদ্দীপকের কলেজশিক্ষক মি. রফিক সাহেবের পরিবারে গৃহকর্মীসহ সবাই একই ধরনের রান্না করা খাবার খায়। অর্থাৎ তার বাড়ির গৃহকর্মীকে পরিবারের সদস্যদের থেকে আলাদা বিবেচনা করে ভিন্ন ধরনের খাবার খেতে দেওয়া হয় না। এটাই সামাজিক সাম্যের মূলকথা। একটি সভ্য ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজের জন্য সাম্য অপরিহার্য। সাম্য একটি সমাজকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল রেখে অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে পারে। কলেজশিক্ষক রফিক সাহেবের পরিবারে সেই সাম্যের বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়।

সুতরাং বলা যায়, রফিক সাহেবের পরিবারে সামাজিক সাম্য বিদ্যমান।

ঘ উদ্দীপকের রহমান সাহেবের বাড়িতে গৃহকর্মীদের জন্য পরিবারের সদস্যদের থেকে ভিন্ন খাবার দেওয়া হয়, যা সামাজিক বৈষম্যকে নির্দেশ করে। রহমান সাহেবের পরিবারের বর্তমান অবস্থাটি বজায় থাকলে সমাজে সুশাসন রক্ষা করা কঠিন হবে।

সরকারের কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় শাসনকাজ পরিচালনা করাকে সুশাসন (Good Governance) বলে। সুশাসনের ভিত্তি হচ্ছে মতৈক্যভিত্তিক, অংশগ্রহণমূলক, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন। এ ব্যবস্থায় অধিকার ও সুযোগসুবিধার প্রাপ্যতার দিক থেকে মানুষে মানুষে বৈষম্য থাকবে না। অন্যদিকে সাম্যহীন সমাজব্যবস্থায় ক্ষমতা, আয় ও সম্পদ ভোগের ক্ষেত্রে বৈষম্য বিরাজ করে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-বংশ, প্রভাব-প্রতিপত্তিভেদে মানুষে মানুষে পার্থক্য দেখা যায়। ফলে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাজে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ কমে যায়, জবাবদিহিতা থাকে না এবং দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির মতো সমস্যাগুলো বেড়ে যায়। এগুলো সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিনষ্ট করে এবং রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বাধা দেয়।

সামাজিক সাম্য বিদ্যমান থাকলে মানুষের ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশ ঘটে এবং সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। জনগণের স্বাধীনতা নিশ্চিত হয়। আর এগুলোর সবই সুশাসনের জন্য অপরিহার্য। এ বৈশিষ্ট্যগুলোর অভাবে সুশাসন প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

তাই বলা যায়, রহমান সাহেবের বাড়িতে বিদ্যমান অবস্থা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে বজায় থাকলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা কঠিন হবে।

প্রশ্ন ▶ ১৭ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক জনাব শিবলী সর্বদা শিক্ষার্থীদের কল্যাণের কথা চিন্তা করেন। তিনি সকল শিক্ষার্থীর সাথে একইরকম আচরণ করেন। কোনো কাজকেই তিনি ছোট মনে করেন না। সময়ের কাজ সময়ে করা তার অভ্যাস। অন্যদিকে, জনাব সিরাজ অবৈধ ব্যবসা করে রাতারাতি বড়লোক হয়েছেন। শ্রমিকদের তিনি নির্দয়ভাবে খাটান। গরিব, অসহায় কেউই তার কাছে সাহায্য চেয়ে পায় না। *[সি. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৪]*

Teachingbd24.com

https://teachingbd24.com

ক. মূল্যবোধ কী? ১
খ. নৈতিকতা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. জনাব শিবলীর মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধের কোন উপাদানগুলো অনুপস্থিত— ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. জনাব সিরাজকে কী একজন মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ বলা যায়? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভালো বা মন্দ মূল্যায়ন বা বিচার করার যে বোধ বা শক্তি মানুষের মাঝে বিরাজ করে সেটাই মূল্যবোধ।

খ সমাজের বিবেকের সাথে সংগতিপূর্ণ কতগুলো ধ্যান-ধারণা ও আদর্শের সমষ্টিকে নৈতিকতা বলে। এটি মানুষের আচার-আচরণ ও কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করে।

নৈতিকতার ইংরেজি প্রতিশব্দ Morality। যা ল্যাটিন Moralitas শব্দ থেকে এসেছে। যার অর্থ আচরণ (manner), চরিত্র (character) বা যথার্থ আচরণ (proper behaviour)। ন্যায় ও সঠিক পথে থাকা হচ্ছে নৈতিকতা। এর প্রভাবে মানুষ আইন মেনে চলে, শৃঙ্খলা পরিপন্থি কাজ থেকে বিরত থাকে এবং রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। নৈতিকতা মূলত ব্যক্তিগত এবং সামাজিক ব্যাপার। এর পিছনে সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্ব থাকে না। বিবেকের দংশনই নৈতিকতার বড় রক্ষাকবচ।

গ জনাব শিবলীর মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধের সহনশীলতা, আইনের শাসন, নীতি ও ঔচিত্যবোধ, নাগরিক সচেতনতা ও কর্তব্য, জবাবদিহিতা প্রভৃতি উপাদানের অনুপস্থিতি রয়েছে।

সামাজিক মূল্যবোধ হলো সেসব রীতিনীতির সমষ্টি, যা ব্যক্তি তার সমাজের কাছ থেকে আশা করে এবং সমাজ ব্যক্তির নিকট হতে লাভ করে। সামাজিক মূল্যবোধের উপাদানগুলো হলো- ন্যায়বিচার, শৃঙ্খলাবোধ, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, শ্রমের মর্যাদা, আইনের শাসন, নীতি ও ঔচিত্যবোধ, নাগরিক সচেতনতা ও কর্তব্য, সরকার ও রাষ্ট্রের জনকল্যাণমুখি চিন্তা, জবাবদিহিতা প্রভৃতি।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, জনাব শিবলীর মধ্যে শিক্ষার্থীদের কল্যাণের কথা চিন্তার দ্বারা সহমর্মিতা; শিক্ষার্থীদের সাথে একইরকম আচরণের দ্বারা ন্যায়বিচারের গুণ প্রকাশ পেয়েছে। আবার, কোনো কাজকে ছোট মনে না করা দ্বারা শ্রমের মর্যাদা এবং সময়ের কাজ সময়ে করা দ্বারা শৃঙ্খলাবোধ ইত্যাদি সামাজিক মূল্যবোধের উপাদানের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। অতএব বলা যায়, জনাব শিবলীর মধ্যে সহমর্মিতা, ন্যায়বিচার, শ্রমের মর্যাদা ও শৃঙ্খলাবোধের উপস্থিতি থাকলেও সহনশীলতা, আইনের শাসন, নীতি ও ঔচিত্যবোধ, নাগরিক সচেতনতা ও কর্তব্য, সরকার ও রাষ্ট্রের জনকল্যাণমুখী চিন্তা, জবাবদিহিতা প্রভৃতি সামাজিক মূল্যবোধের উপাদান অনুপস্থিত রয়েছে।

ঘ না, জনাব সিরাজকে মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ বলা যায় না। যে সকল যুক্তিতে জনাব সিরাজকে মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ বলা যায় না তা হলো—

মূল্যবোধ হলো সমাজের প্রচলিত কিছু ধারণা, বিশ্বাস ও রীতিনীতির সমষ্টি যা দ্বারা সমাজে বসবাসরত জনগণ প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রিত হয়। মূল্যবোধের অন্যতম একটি শ্রেণি হলো নৈতিক মূল্যবোধ। মানুষ ন্যায় অন্যায়ের পার্থক্য করে থাকে নৈতিক মূল্যবোধ দ্বারা। সত্যকে সত্য বলা, অন্যায়কে অন্যায় বলা, অন্যায় থেকে বিরত থাকা প্রভৃতি নির্ধারিত হয় নৈতিক মূল্যবোধ দ্বারা। উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব সিরাজ অবৈধ ব্যবসা করে রাতারাতি বড়লোক হয়েছেন। তার এ কার্যটির মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধের কোনো লক্ষণ নেই বরং এটি হলো নৈতিক অবক্ষয়ের বহিঃপ্রকাশ।

অন্যদিকে, সামাজিক মূল্যবোধ হলো সামাজিক শিষ্টাচার, সততা, সত্যবাদিতা, ন্যায়বিচার, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, শ্রমের মর্যাদা, শৃঙ্খলাবোধ, দানশীলতা, আতিথেয়তা, আত্মত্যাগ প্রভৃতি গুণের সমষ্টি। উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব সিরাজ শ্রমিকদের প্রতি অত্যাচার করেন এবং সাহায্যপ্রার্থীকে সাহায্য করেন না। তার এ কার্যগুলো শ্রমের মর্যাদা ও সহনশীলতার বিপরীত রূপ। অর্থাৎ তার আচরণে সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ও পরিলক্ষিত হয়।

এ সকল যুক্তিতে জনাব সিরাজকে মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ বলা যায় না, বরং সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়সম্পন্ন মানুষ বলে আখ্যায়িত করাই শ্রেয়।

প্রশ্ন ▶ ১৮ ড. মল্লিক পেশায় একজন আইনজীবী। দীর্ঘ পেশাজীবনে আইন বিষয়ে অনেক বই লিখেছেন। তিনি মনে করেন কেবল আইনই স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে পারে না। মানুষ বিবেকবোধ, ন্যায়নীতি, উচিত-অনুচিতের দ্বারাও পরিচালিত হয়। সেগুলো আইন থেকে পৃথক। ড. মল্লিক বিশ্বাস করেন সমাজে যদি বৈষম্য বিরাজ করে তাহলে স্বাধীনতা কখনও ফলপ্রসূ হয় না। *[য. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. মূল্যবোধ কী? ১
খ. আইনের অনুশাসন বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে ড. মল্লিক বিবেকবোধ, ন্যায়নীতিকে আইন থেকে পৃথক বলেছেন কেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের ড. মল্লিকের বিশ্বাসের সাথে তুমি কি একমত? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

১৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক মূল্যবোধ এমন একটি মানদণ্ড যা ভালো-মন্দ নির্ধারণের মাধ্যমে মানুষের আচরণকে সঠিক পথে পরিচালিত করে।

খ আইনের শাসন বলতে আইনের চোখে সবার সমান হওয়া এবং সব কিছুর ওপরে আইনের প্রাধান্যের স্বীকৃতিকে বোঝায়।

আইনের শাসনের অর্থ হচ্ছে ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি এবং ছোট বড় নির্বিশেষে সবাই আইনের কাছে সমান। কেউ বিশেষ মর্যাদার অধিকারী নয়। যে কেউ আইন ভঙ্গ করলে তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা হবে— এটাই আইনের শাসনের বিধান।

গ উদ্দীপকের ড. মল্লিক আইনজ্ঞ হিসেবে তার জ্ঞানের আলোকে আইন থেকে ন্যায়নীতি ও বিবেকবোধকে পৃথক বলেছেন।

আইনের সাধারণ অর্থ হলো নিয়মকানুন বা বিধিবিধান। পৌরনীতিতে আইন হচ্ছে— নাগরিকদের আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় কিছু বিধানের সমষ্টি যা রাষ্ট্র ও সমাজের মাধ্যমে গৃহীত, সমর্থিত এবং জনকল্যাণের জন্য অপরিহার্য। কিন্তু মানুষের এমন কিছু আচরণ আছে যা আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ করা সম্ভব নয় এবং সেসব আচরণের লঙ্ঘন প্রথাগত আইনে অপরাধও নয়। মানুষের এ ধরনের আচরণ নৈতিকতার সাথে সম্পর্কিত। কেননা, নৈতিকতা মূলত ব্যক্তিগত এবং সামাজিক ব্যাপার। এটি মানুষের মন থেকে উৎসারিত হয়। এর ভিত্তিতে মানুষ ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত বিবেচনা করতে পারে। যারা নীতিবোধ দ্বারা পরিচালিত হন, তারা স্বতঃপ্রণোদিতভাবেই দুর্নীতিসহ বেআইনি ও অনৈতিক কাজ থেকে বিরত থাকেন। এর সঙ্গে আইনের সম্পর্ক নেই। উন্নত নৈতিকতাসম্পন্ন মানুষ গুরুজনদের সম্মান করেন, অসহায়দের সাহায্য করেন, পিতা-মাতার সেবা করেন, ছোটদের স্নেহ করেন। বিবেকের দংশনই নৈতিকতার বড় রক্ষাকবচ।

পরিশেষে বলা যায়, আইনকে যেমন লিখিত কাঠামোগত রূপ দেওয়া যায়, নৈতিকতাবোধ বা বিবেকবোধকে তেমন বাহ্যিক রূপদান সম্ভব নয়। এটা শুধুমাত্র মানসিক বিষয়। এ কারণে সঙ্গতভাবেই আইন থেকে ন্যায়নীতি ও বিবেকবোধ আলাদা।

ঘ হ্যাঁ, উদ্দীপকের অভিজ্ঞ আইনজীবী ড. মল্লিকের বিশ্বাসের সাথে আমি একমত।

সাধারণ অর্থে স্বাধীনতা বলতে মানুষের ইচ্ছামতো কোনোকিছু করা বা না করার অধিকারকে বোঝায়। কিন্তু, পৌরনীতিতে স্বাধীনতাকে এ সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করা হয় না। পৌরনীতিতে স্বাধীনতা বলতে বোঝায় অন্যের কাজে হস্তক্ষেপ বা বাধা সৃষ্টি না করে নিজের ইচ্ছানুযায়ী নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কাজ করা। আর সাম্য অর্থ সমতা। সমাজে সবাইকে যোগ্যতা অনুযায়ী সমান সুযোগ দেওয়াই সাম্য। সাম্যের অনুপস্থিতিতে সমাজে বৈষম্য সৃষ্টি হয়।

Teachingbd24.com

সমাজে বৈষম্য বিরাজ করলে স্বাধীনতা কখনো ফলপ্রসূ হয় না- আইনজীবী ড. মল্লিকের এ বিশ্বাস সঠিক। তিনি মূলত সাম্য ও স্বাধীনতার পারস্পরিক সম্পর্কের কথা বলেছেন। বাস্তবে সাম্য ও স্বাধীনতা পরস্পর নির্ভরশীল। সাম্য ছাড়া যেমন স্বাধীনতা কল্পনা করা যায় না, ঠিক তেমনি স্বাধীনতা ছাড়া সাম্যের কথা ভাবা যায় না। তাই একটি রাষ্ট্র যত সাম্যভিত্তিক হয় সেখানে স্বাধীনতা তত নিশ্চিত হয়। সাম্য ও স্বাধীনতা গণতন্ত্রের ভিত্তিরূপে কাজ করে। জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য দুটি বিষয়ই দরকার। সাম্য সমাজ থেকে বৈষম্য দূর করে, আর স্বাধীনতা সবার সুযোগ-সুবিধাগুলো ভোগ করার অধিকার ও সুযোগ দান করে। অর্থাৎ, সাম্য ও স্বাধীনতা পরস্পর পরিপূরক।

সুতরাং ওপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, সমাজে যদি বৈষম্য বিরাজ করে অর্থাৎ সাম্য না থাকে, তাহলে স্বাধীনতা কখনো ফলপ্রসূ হয় না। তাই আমি ড. মল্লিকের বিশ্বাসের সাথে একমত।

প্রশ্ন ▶ ১৯ সোহেল একজন মেধাবী ছাত্র ও ক্রীড়াবিদ। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা হলো, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সময় তার দু'পায়ের গোড়ালি মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এখন তার উন্নত চিকিৎসা প্রয়োজন। এ সংবাদ পাওয়ার পর কলেজের ছাত্র-শিক্ষক, অভিভাবকসহ এলাকার সর্বস্তরের মানুষ তার পাশে এসে দাঁড়ায়। দীর্ঘ চিকিৎসার শেষে কিছুদিন হলো সোহেল সবার মাঝে ফিরে এসেছে। */বি. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৩/*

ক. সাম্য কী? ১
খ. অধিকার বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সোহেলের প্রতি সবার আচরণে কোন মূল্যবোধের প্রকাশ ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. সোহেলের প্রতি সবার এ ধরনের আচরণ সমাজ ও রাষ্ট্রে কী ধরনের প্রভাব ফেলবে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাম্যের অর্থ 'সুযোগ-সুবিধাদির' সমতা (Equality of opportunities)। জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থাকে সাম্য বলে।

খ অধিকার হচ্ছে ব্যক্তির জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্য সমাজ এবং রাষ্ট্রের তরফ থেকে স্বীকৃত ও সংরক্ষিত সুযোগ-সুবিধা। অধিকার কথাটির পরিসর অত্যন্ত ব্যাপক। একজন নাগরিকের জন্য প্রয়োজনীয় সব সুযোগসুবিধাই এর অন্তর্ভুক্ত। অধিকারের মূল লক্ষ্য নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও সর্বজনীন কল্যাণ সাধন। রাষ্ট্র কোনো বিষয়কে অধিকার হিসেবে তখনই বিবেচনায় নেয়, যখন সেটি সবার জন্য কল্যাণকর মনে হয়। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য হুমকিস্বরূপ, এমন কোনো দাবি অধিকার হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। স্বাধীনভাবে চলাফেরা ও মত প্রকাশ, পরিবার গঠন, শিক্ষালাভ, নির্বাচনে ভোট দান প্রভৃতি নাগরিকের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সোহেলের প্রতি সকলের আচরণে সামাজিক মূল্যবোধের প্রকাশ ঘটেছে।

মানুষের সামাজিক আচার-ব্যবহার, কর্মকাণ্ডকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণকারী চিন্তা, ভাবনা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্যসমূহকে সামাজিক মূল্যবোধ বলে। সামাজিক মূল্যবোধ হলো সামাজিক শিষ্টাচার, সততা, সত্যবাদিতা, ন্যায়বিচার, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, শৃঙ্খলাবোধ, দানশীলতা, আতিথেয়তা, আত্মত্যাগ প্রভৃতি মানবিক গুণের সমষ্টি। সামাজিক মূল্যবোধের মাপকাঠিতে মানুষের কাজের ভালো-মন্দের বিচার করা হয়।

উদ্দীপকের সোহেল একজন মেধাবী ছাত্র ও ক্রীড়াবিদ। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সময় দুর্ভাগ্যবশত তার দু'পা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কলেজের ছাত্র-শিক্ষক, এলাকার অভিভাবকসহ সর্বস্তরের মানুষ উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে সাহায্য করে। দীর্ঘ চিকিৎসার পরে সোহেল আবার সবার মধ্যে ফিরে আসে। এ ঘটনাটি সামাজিক মূল্যবোধের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কেননা সামাজিক মূল্যবোধের অনেকগুলো উপাদানের মধ্যে রয়েছে সহনশীলতা, সহমর্মিতা, দানশীলতা, নাগরিক সচেতনতা ও কর্তব্য। সোহেলের ক্ষেত্রে উল্লিখিত উপাদানগুলোর প্রায় সবগুলোরই উপস্থিতি দেখা যায়। এ কারণে আমরা সুস্পষ্টভাবেই বলতে পারি, সোহেলের প্রতি তার সহপাঠীসহ আশপাশের মানুষের আচরণে সামাজিক মূল্যবোধেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

ঘ কলেজ শিক্ষার্থী সোহেলের প্রতি সবার সহযোগিতামূলক আচরণ সমাজ ও রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রভাব ফেলবে।

সামাজিক মূল্যবোধ ও সুশাসন পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। মূল্যবোধ এমন একটি মানদণ্ড যা ভালো-মন্দ নির্ধারণের মাধ্যমে মানুষের আচরণকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। আর যে শাসনব্যবস্থায় প্রশাসনের জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, সবার অংশগ্রহণের সুযোগ, বাক ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, আইনের অনুশাসন ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান তাকে সুশাসন বলে। অন্যদিকে সামাজিক মূল্যবোধের ভিত্তি হলো সামাজিক ন্যায়বিচার, শৃঙ্খলাবোধ, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, আইনের শাসন, শ্রমের মর্যাদা, নাগরিক সচেতনতা ও কর্তব্য ইত্যাদি। মূল্যবোধের এসব উপাদান সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক।

উদ্দীপকে আমরা সোহেলের ঘটনার ক্ষেত্রে সামাজিক মূল্যবোধের নিদর্শন দেখতে পাই। সোহেল খেলতে গিয়ে আহত হলে তার সাহায্যার্থে সমাজের সর্বস্তরের লোক এগিয়ে আসে এবং এর ফলে সে সুস্থ হয়ে ওঠে। এ ঘটনার শিক্ষা থেকে আমরা বলতে পারি, জনগণ যদি উন্নত নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধসম্পন্ন হয়, তবে তারা বুঝতে পারে কোন কাজটা করণীয়, কোনটা বর্জনীয়। নাগরিকদের সচেতনতা ও কর্তব্যপরায়ণতা সুশাসনের অন্যতম নির্দেশক। সোহেলের প্রতি এলাকাবাসীর আচরণে সচেতনতা ও কর্তব্যবোধ প্রকাশ পায়, আর এ রকম পরিবেশই সুশাসনের জন্য সহায়ক।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকে সোহেলের প্রতি সবার আচরণ সমাজ ও রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

প্রশ্ন ▶ ২০ 'ক' নামক রাষ্ট্রটিতে বর্তমানে আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু একসময় এখানকার কৃষ্ণাঙ্গরা বর্ণবাদের শিকার হয়েছিল। তারা শ্বেতাঙ্গদের সাথে একই স্কুলে পড়াশুনা, একই ট্রেনে যাতায়াত ও একই মাঠে খেলাধুলা করতে পারতো না। কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গদের জন্য পৃথক আইন ছিল। এসবের প্রতিবাদে সেখানকার রাজনৈতিক নেতৃত্ব আন্দোলন সংগ্রাম গড়ে তোলেন। এ জন্য শীর্ষ নেতৃত্বকে কারাবরণ করতে হয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত বৈষম্যের অবসান ঘটেছে। */বি. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৭/*

ক. জনমতের কয়েকটি বাহনের নাম লেখ। ১
খ. 'সাম্য ব্যতীত স্বাধীনতা অর্থহীন'— কেন? ২
গ. 'ক' নামক রাষ্ট্রের নির্যাতিত জনগোষ্ঠী কোন ধরনের সাম্য থেকে বঞ্চিত ছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত নেতৃত্বের ভূমিকা সমাজ ও রাষ্ট্রে যে পরিবর্তন আনবে তা মূল্যায়ন করো। ৪

২০নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনমতের কয়েকটি বাহন হচ্ছে— পরিবার, রাজনৈতিক দল, সংবাদপত্র, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আইনসভা ইত্যাদি।

খ সাম্য ও স্বাধীনতার সম্পর্ক নিবিড়। সাম্য নিশ্চিত করার জন্য স্বাধীনতার প্রয়োজন। আবার সমাজে সাম্য না থাকলে স্বাধীনতা অর্জন করা বা বজায় রাখা সম্ভব নয়। স্বাধীনতা সাম্যের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে। সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হলে মানুষ বৈষম্যহীনভাবে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করতে পারে। স্বাধীনতা থাকলে সাম্যের এই আদর্শ বাস্তবায়ন সম্ভব হয় কারণ, স্বাধীনতা সবাইকে সমানভাবে সমাজের সুযোগ-সুবিধাগুলো ভোগ করার অধিকার দেয়। এ সুযোগ না থাকলে স্বাধীনতা নাগরিকের কাছে অর্থবহ হয় না। তাই বলা হয়, সাম্য ব্যতীত স্বাধীনতা অর্থহীন।

https://teachingbd24.com

গ উদ্দীপকের 'ক' নামের রাষ্ট্রের নির্যাতিত জনগোষ্ঠী সামাজিক সাম্য থেকে বঞ্চিত ছিল।

জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও পেশাগত কারণে যখন মানুষে মানুষে কোনো পার্থক্য করা হয় না তখন তাকে সামাজিক সাম্য বলে। সামাজিক সাম্যের মূল কথা হলো, সমাজে বসবাসরত সকল মানুষ যোগ্যতা অনুযায়ী একই ধরনের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, 'ক' নামক রাষ্ট্রটিতে বর্তমানে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এক সময় সেখানকার কৃষ্ণাঙ্গ শ্রেণি শ্বেতাঙ্গদের হাতে নানাভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছিল। কৃষ্ণাঙ্গরা শ্বেতাঙ্গদের সাথে একই স্কুলে পড়াশোনা, একই ট্রেনে যাতায়াত ও একই মাঠে খেলাধুলা করতে পারত না। কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য পৃথক আইন ছিল। উল্লিখিত চিত্রটি সামাজিক বৈষম্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কেননা, সামাজিক সাম্যের মূল কথা হলো জাতি-ধর্ম-বর্ণ, শ্রেণি-পেশা নির্বিশেষে সকল মানুষকে সমান সুযোগ দেওয়া। কিন্তু উদ্দীপকের ঘটনাটি পুরোপুরি উল্টো। যেখানে বর্ণবাদের বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে। সুতরাং আমরা বলতে পারি, 'ক' রাষ্ট্রের কৃষ্ণাঙ্গ শ্রেণি সামাজিক সাম্য থেকে বঞ্চিত ছিল।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত সংগ্রামী নেতৃত্ব সমাজ ও রাষ্ট্রে বৈষম্য দূর করে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখতে পারে।

সমাজ ও রাষ্ট্রকে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে পরিচালিত করাই নেতৃত্বের মূল উদ্দেশ্য। তাই সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন সমস্যা ও সংকট সমাধানে সুযোগ্য নেতৃত্বের বিকল্প নেই। কেননা, দক্ষ নেতৃত্বই সমাজ ও দেশকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিতে পারে। উদ্দীপকে উল্লিখিত নেতৃত্বকে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরা যায়। তারা নিজেদের রাষ্ট্রে বিদ্যমান বর্ণবৈষম্যের অবসান ঘটাতে সফল হয়েছেন। এ ধরনের নেতৃত্ব সমাজ ও রাষ্ট্রের আরও যে সব পরিবর্তনে ভূমিকা রাখতে পারবে তা নিচে উল্লেখ করা হলো—

১. রাষ্ট্রের জন্য গণমুখী, কল্যাণকর নীতি গ্রহণ করা। রাজনৈতিক নেতৃত্বের অন্যতম কাজ হলো রাষ্ট্রীয় নীতি স্থির করা। সংশ্লিষ্ট সংগ্রামী নেতারা ভবিষ্যতে ক্ষমতায় গিয়ে দেশের জন্য মঙ্গলজনক নীতি গ্রহণ করতে পারবেন। রাষ্ট্রীয় নীতি প্রণয়নে কোন কোন বিষয় প্রাধান্য পাবে সে সিদ্ধান্ত তারাই নেবেন। ২. প্রচারণার মাধ্যমে জনমত গঠন করা। অভিজ্ঞ রাজনৈতিক নেতারা দূরদর্শী বক্তব্য দিয়ে জনগণকে রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত ও সচেতন করে তুলবেন। ৩. গণতন্ত্রের আদর্শ প্রচার করা। সংখ্যাগরিষ্ঠের মতকে মেনে নেওয়া, পরমতসহিষ্ণুতা, সহনশীলতা ইত্যাদি আদর্শ প্রচারের মাধ্যমে নেতারা সমাজ ও দেশে গণতান্ত্রিক চেতনার বিস্তার ঘটাতে পারবেন। ৪. জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় করা। সুযোগ্য, সম্মোহনী ক্ষমতাসম্পন্ন নেতারা বক্তব্য-বিবৃতি এবং প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় করতে সক্ষম হবেন।

সুতরাং আমরা বলতে পারি, উদ্দীপকের নেতাদের মতো দক্ষ ও নিবেদিতপ্রাণ রাজনৈতিক নেতৃত্ব সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে গণতন্ত্র ও সুশাসন নিশ্চিত করতে পারবে।

প্রশ্ন ▶ ২১ ছকটি দেখ এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

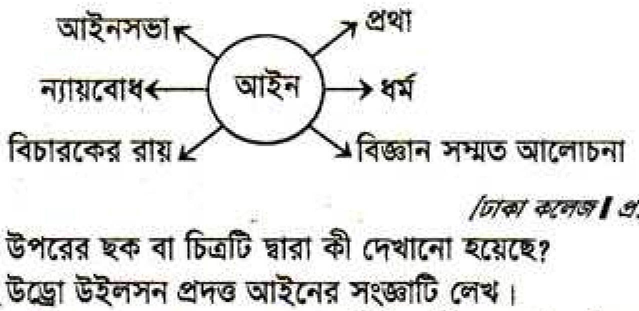

[ঢাকা কলেজ | প্রশ্ন নং ৪]

ক. উপরের ছক বা চিত্রটি দ্বারা কী দেখানো হয়েছে? ১
খ. উড্রো উইলসন প্রদত্ত আইনের সংজ্ঞাটি লেখ। ২
গ. আইন মেনে চলা হয় কেন? রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মন্তব্য উল্লেখ করে উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "যেখানে আইন থাকে না সেখানে স্বাধীনতা থাকতে পারেনা" জন লকের এই উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

২১নং প্রশ্নের উত্তর

ক উপরের ছক বা চিত্রটি দ্বারা আইনের বিভিন্ন উৎস দেখানো হয়েছে।

খ আইনের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন।

উড্রো উইলসনের মতে, আইন হলো মানুষের চিন্তাধারা ও অভ্যাসের সেই অংশ যা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত বিধিতে পরিণত হয়েছে এবং যার পেছনে সরকারের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার সমর্থন রয়েছে।

গ বিভিন্ন কারণে আইন মেনে চলা হয়।

আইন কেন মেনে চলা হয়? এ প্রশ্নের উত্তর নিয়ে বিতর্ক দীর্ঘদিন থেকেই চলে আসছে। হবস, বেন্থাম, জন অস্টিন প্রমুখ লেখক মনে করেন, মানুষ আইন মেনে চলে শাস্তির ভয়ে। হবসের মতে, আইন না মেনে চললে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। এজন্যই মানুষ আইন মেনে চলে। অস্টিনের মতে, লোকে আইন মেনে চলে, কেননা তা রাষ্ট্র কর্তৃক সমর্থিত এবং প্রযুক্ত। অইন ভঙ্গ করতে অভিযুক্ত এবং শাস্তি পেতে হয়। লর্ড ব্রাইস মনে করেন, নির্লিপ্ত, শ্রদ্ধা, সহানুভূতি, শাস্তির ভয় এবং যৌক্তিকতার উপলব্ধি এই পাঁচটি কারণে মানুষ আইন মেনে চলে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের উল্লিখিত মন্তব্যগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার উপভোগ করতে সাহায্য করা স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করা এবং সুন্দর সুশৃঙ্খল সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন গঠনে সাহায্য করে বলেই মানুষ আইন মেনে চলে। আইনের উপস্থিতি ছাড়া মানুষের পক্ষে উৎকৃষ্ট জীবন গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এজন্য এরিস্টটল বলেছেন মানুষ যখন আইন ও নৈতিকতা থেকে দূরে থাকে তখন সে নিকৃষ্টতম জীবে পরিণত হয়। জন লক বলেছেন, যেখানে আইন থাকে না, সেখানে স্বাধীনতা থাকতে পারে না। আইন স্বাধীনতার রক্ষক ও অভিভাবক। আর এ সকল কারণেই মানুষ আইন মেনে চলে।

ঘ 'যেখানে আইন থাকেনা সেখানে স্বাধীনতা থাকতে পারে না— জন লকের এ উক্তিটি যথার্থ।

ব্রিটিশ রাষ্ট্র দার্শনিক লক বলেছেন, যেখানে আইন থাকে না। সেখানে স্বাদীনতা থাকতে পারে না। তার এ উক্তিটি বিশ্লেষণ করতে দেখা যায় আইন স্বাধীনতার রক্ষক হিসেবে কাজ করে। যেমন— আমাদের বাঁচার স্বাধীনতা রয়েছে। আইন আছে বলেই আমরা সবাই বাঁচার স্বাধীনতা রয়েছে। আইন আছে বলেই আমরা সবাই বাঁচার স্বাধীনতা ভোগ করছি। আইনের কর্তৃত্ব আছে বলেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের অনুকূল পরিবেশ গড়ে উঠে। আইনের অবর্তমানে স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতার পরিণত হয়। সংবিধানে মৌলিক অধিকারসমূহ লিপিবদ্ধ থাকার কারণে সরকার বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ জনগণের স্বাধীনতা হরণ করতে পারে না। স্বাধীনতা লজ্ঘন ও হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে আদালতে সাংবিধানিক ও সাধারণ আইনের মাধ্যমে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়।

আইন স্বাধীনতার অভিভাবক হিসেবে কাজ করে। পিতা-মাতা যেমন অভিভাবক হিসেবে সন্তানদের সব বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করে নিরাপদে রাখেন ঠিক তেমনি আইন সর্বপ্রকার বিরোধী শক্তিকে প্রতিহত করে স্বাধীনতাকে রক্ষা করে। এক একটি আইন এক একটি স্বাধীনতা। আইনের নিয়ন্ত্রণ আছে বলেই সবাই স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। এছাড়া আইন নাগরিকের স্বাধীনতা সম্প্রসারিত করে। সুন্দর শান্তিময়, সুষ্ঠু জীবনযাপনের জন্য যা প্রয়োজন তা আইনের দ্বারা সৃষ্টি হয়। এসব কাজ করতে গিয়ে যদিও আইন স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করে কিন্তু বাস্তবে স্বাধীনতা তাতে সম্প্রসারিত হয়।

পরিশেষে বলা যায় আইনবিহীন স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হয়। আর এ কারণেই জন লকের প্রশ্নোক্ত উক্তিটি সঠিক।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ২২ ফাহাদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে ডাক্তার বলেন তার ক্যান্সার হয়েছে। উন্নত চিকিৎসা পেলে সে সুস্থ হয়ে যাবে। এ সংবাদ পাওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও অভিভাবকসহ এলাকার সর্বস্তরের মানুষ তার পাশে এসে দাঁড়ায়। দীর্ঘ চিকিৎসার পর সে আবার সবার মাঝে ফিরে আসে।

[বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৪]

ক. সাম্য কী? ১

খ. গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ কী? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ফাহাদের প্রতি সকলের আচরণে কোণ মূল্যবোধের প্রকাশ ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ফাহাদের প্রতি এ ধরনের আচরণ সমাজ ও রাষ্ট্রে কী ধরনের প্রভাব ফেলবে? ৪

২২নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাম্যের অর্থ 'সুযোগ-সুবিধাদির' সমতা (Equality of opportunities)। জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থাকে সাম্য বলে।

খ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ হলো একটি আদর্শ ব্যবস্থার ফসল যা সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত ও কর্মকাণ্ডের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

গণতান্ত্রিক বিশ্বাস ও মূল্যবোধ গড়ে উঠেছে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অনুশীলন ও দার্শনিকদের লেখনীর মাধ্যমে। গণতন্ত্রের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। গণতন্ত্রের ধারণার সাথে কতকগুলো নীতি, আদর্শ এবং আচরণবিধি জড়িত থাকে যেগুলোকে গণতন্ত্রকামী জনগণ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হয় তাই হচ্ছে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত ফাহাদের প্রতি সকলের আচরণে সামাজিক মূল্যবোধের প্রকাশ ঘটেছে।

সামাজিক মূল্যবোধ হলো সামাজিক শিষ্টাচার, সততা, সত্যবাদিতা, ন্যায়বিচার, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, শৃঙ্খলাবোধ, দানশীলতা, আতিথেয়তা, আত্মত্যাগ প্রভৃতি মানবিক গুণের সমষ্টি। সামাজিক মূল্যবোধের মাপকাঠিতে মানুষের কাজের ভালো-মন্দের বিচার করা হয়।

উদ্দীপকের ফাহাদ একজন মেধারী ছাত্র ও ক্রীড়াবিদ। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সময় দুর্ভাগ্যবশত তার দু'পা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কলেজের ছাত্র-শিক্ষক, এলাকার অভিভাবকসহ সর্বস্তরের মানুষ উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে সাহায্য করে। দীর্ঘ চিকিৎসার পরে সোহেল আবার সবার মধ্যে ফিরে আসে। এ ঘটনাটি সামাজিক মূল্যবোধের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কেননা সামাজিক মূল্যবোধের অনেকগুলো উপাদানের মধ্যে রয়েছে সহনশীলতা, সহমর্মিতা, দানশীলতা, নাগরিক সচেতনতা ও কর্তব্য। উদ্দীপকে ফাহাদকে সাহায্যের ক্ষেত্রে সবার মধ্যে উল্লিখিত উপাদানগুলোর প্রায় সবগুলোরই উপস্থিতি দেখা যায়। এ কারণে আমরা সুস্পষ্টভাবেই বলতে পারি, ফাহাদের প্রতি তার সহপাঠীসহ আশপাশের মানুষের আচরণে সামাজিক মূল্যবোধেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

ঘ কলেজ শিক্ষার্থী ফাহাদের প্রতি সবার সহযোগিতামূলক আচরণ সমাজ ও রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রভাব ফেলবে।

সামাজিক মূল্যবোধ ও সুশাসন পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। মূল্যবোধ এমন একটি মানদণ্ড যা ভালো-মন্দ নির্ধারণের মাধ্যমে মানুষের আচরণকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। আর যে শাসনব্যবস্থায় প্রশাসনের জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, সবার অংশগ্রহণের সুযোগ, বাক ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, আইনের অনুশাসন ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান তাকে সুশাসন বলে। অন্যদিকে সামাজিক মূল্যবোধের ভিত্তি হলো সামাজিক ন্যায়বিচার, শৃঙ্খলাবোধ, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, আইনের শাসন, শ্রমের মর্যাদা, নাগরিক সচেতনতা ও কর্তব্য ইত্যাদি। মূল্যবোধের এসব উপাদান সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক।

উদ্দীপকে আমরা ফাহাদের ঘটনার ক্ষেত্রে সামাজিক মূল্যবোধের নিদর্শন দেখতে পাই। ফাহাদ খেলতে গিয়ে আহত হলে তার সাহায্যার্থে সমাজের সর্বস্তরের লোক এগিয়ে আসে এবং এর ফলে সে সুস্থ হয়ে ওঠে। এ ঘটনার শিক্ষা থেকে আমরা বলতে পারি, জনগণ যদি উন্নত নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধসম্পন্ন হয়, তবে তারা বুঝতে পারে কোন কাজটা করণীয়, কোনটা বর্জনীয়। নাগরিকদের সচেতনতা ও কর্তব্যপরায়ণতা সুশাসনের অন্যতম নির্দেশক। ফাহাদের প্রতি এলাকাবাসীর আচরণে সচেতনতা ও কর্তব্যবোধ প্রকাশ পায়, আর এ রকম পরিবেশই সুশাসনের জন্য সহায়ক।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকে ফাহাদের প্রতি সবার আচরণ সমাজ ও রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

প্রশ্ন ▶ ২৩ অতসী আইন বিষয়ে পড়াশোনা করছে। হঠাৎ তার বাবা মারা গেলে তারা আর্থিক অনটনে পড়ে। চাচারা ও মামারা কেউ তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় না। উভয় পক্ষ তাদের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার টালবাহানা শুরু করে। অতঃপর সে বান্ধবীদের সাথে আলোচনা করে সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য মামলা করে। সে সম্পত্তি ফিরে পায়।

[বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৫]

ক. স্বাধীনতা বলতে কী বুঝায়? ১

খ. আইনের উৎস হিসাবে প্রথা বর্ণনা কর। ২

গ. অতসীর সম্পত্তি প্রাপ্তির অধিকার আইনের কোন উৎসের কারণে সম্ভব হয়েছে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত উৎস ছাড়া আইনের আরও উৎস রয়েছে— বিশ্লেষণ কর। ৪

২৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক অন্যের কাজে কোনো ধরনের বাধা সৃষ্টি না করে নিজের ইচ্ছেমতো কাজ করার অধিকারই হলো স্বাধীনতা।

খ আইনের একটি সুপ্রাচীন উৎস হলো প্রথা।

প্রাচীনকাল থেকে যেসব আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি ও অভ্যাস সমাজে অধিকাংশ জনগণ কর্তৃক সমর্থিত, স্বীকৃত ও পালিত হয়ে আসছে, তাকে প্রথা বলে। প্রাচীনকালে কোনো আইনের অস্তিত ছিল না। তখন প্রচলিত প্রথা অভ্যাস ও রীতি-নীতির সাহায্য মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হতো। কালক্রমে অনেক প্রথাই রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হয়ে আইনের মর্যাদা অর্জন করে। গ্রেট ব্রিটেনের সাধারণ আইন প্রথাভিত্তিক।

গ অতসীর সম্পত্তি প্রাপ্তির অধিকার আইনের অন্যতম উৎস ধর্মের কারণে সম্ভব হয়েছে।

ধর্মীয় অনুশাসন ও ধর্মগ্রন্থ আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। প্রাচীন ও মধ্যযুগে ধর্মীয় বিশ্বাস মানুষের জীবনবোধের খুব গভীরে নিহিত থাকায় অনেক বিধি-নিষেধ ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। এ সমস্ত ধর্মীয় বিধি-বিধানসমূহ রাষ্ট্রীয় সমর্থন লাভ করে পরে আইনে পরিণত হয়। মুসলিম আইন প্রধানত কুরআন ও সুন্নাহর ওপর নির্ভরশীল। পারিবারিক ও সম্পত্তি সংক্রান্ত আইনগুলো মূলত ধর্ম থেকে এসেছে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, অতসীর বাবা মারা গেলে তার চাচা ও মামারা তাদের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার চেস্টা করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে অতসী সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য মামলা করে এবং সম্পত্তি ফিরে পায়। যেহেতু পারিবারিক ও সম্পত্তি সংক্রান্ত আইনগুলো মূলত ধর্ম থেকে এসেছে সেহেতু বলা যায় অতসীর সম্পত্তি প্রাপ্তি অধিকার আইনের অন্যতম উৎস ধর্মের কারণে সম্ভব হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে শুধুমাত্র আইনের ধর্মীয় উৎসের কথা উল্লেখ রয়েছে। এ উৎস ছাড়াও আইনের আরও অনেক উৎস রয়েছে।

আইনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো প্রথা। সমাজব্যবস্থায় দীর্ঘদিনের প্রচলিত আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি ও লোকাচার প্রথা হিসেবে গণ্য। ইংল্যান্ডের সাধারণ আইনগুলো প্রথা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। আধুনিক যুগে আইনের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো আইনসভা। রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান অঙ্গ হিসেবে আইনসভা আইন প্রণয়ন, পুরাতন আইন সংশোধন ও

https://teachingbd24.com

অপ্রয়োজনীয় আইন বাতিল করে থাকে। আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনে পরোক্ষভাবে জনসমর্থন থাকে। সংবিধান আইনের সর্বোচ্চ উৎস হিসেবে পরিগণিত। লিখিত সংবিধানে সরকারের আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের ক্ষমতার পরিধি ও জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহ লিপিবদ্ধ থাকে। সাংবিধানিক আইনের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের প্রকৃতি, কাঠামো, শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক নির্ধারণ করে।

জনমত আইনের অন্যতম উৎস হিসেবে পরিগণিত। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জনপ্রতিনিধিরা আইনসভায় আইন প্রণয়ন করে থাকেন। এ জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ওপেনহেইম জনমতকে আইনের অন্যতম উৎস হিসেবে গণ্য করেছেন। বিচারকগণ অনেক সময় প্রচলিত আইনে বিচারকার্য সম্পাদন করতে গিয়ে ব্যর্থ হন। তখন তারা নিজেদের প্রজ্ঞা ও বুদ্ধি দিয়ে মামলার নিষ্পত্তি করেন। এভাবে বিচারকের ন্যায়বোধ আইনের উৎস হিসেবে কাজ করে। এছাড়াও বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত, বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা, নির্বাহী ঘোষণা ও ডিক্রি আইনের উৎস হিসেবে কাজ করে।

উল্লিখিত আলোচনার ভিত্তিতে তাই বলা যায়, ধর্ম ছাড়াও আইনের আরও একাধিক উৎস রয়েছে।

প্রশ্ন ▶২৪ ঢাকুয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম জনগণের দুঃখ-দুর্দশা দেখার জন্য ছদ্মবেশে এলাকায় ঘুরে বেড়ান। তিনি জনগণের সাথে সরাসরি কথা বলেন। কার কী সমস্যা শোনেন। সমাজে যে কোন বিষয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে তিনি নিজ উদ্যোগে সততার সাথে তা মীমাংসা করেন। তিনি সকলের মতামতকে শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করেন।

[নটর ডেম কলেজ, ময়মনসিংহ। প্রশ্ন নং ২]

ক. আইন কোন শব্দ থেকে বাংলায় এসেছে? ১

খ. 'সুশাসনে শ্রমের মর্যাদা প্রদান করা হয়'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. শফিকুল ইসলাম সুশাসন প্রতিষ্ঠায় মূল্যবোধের যে বিষয়গুলোকে গুরুত্ব প্রদান করেছেন তা ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় উক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও মূল্যবোধের অনেক বিষয় জড়িত-বিশ্লেষণ করো। ৪

২৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক আইন ফারসি শব্দ থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে।

খ মূল্যবোধের অন্যতম উপাদান হলো শ্রমের মর্যাদা প্রদান। নাগরিকের শ্রমের মাধ্যমে সুশাসনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় বলে সুশাসনে শ্রমের মর্যাদা প্রদান করা হয়।

সমাজের প্রত্যেকের শ্রম সমানভাবে মূল্যবান। কারণ প্রতিটি মানুষের শ্রমের মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্র সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হয়। অতএব কারও শ্রমকেই ছোট করে দেখার অবকাশ নেই। অর্থাৎ, যে জাতি যত উন্নত সে জাতি তত বেশি শ্রমের মর্যাদা দেয় এবং সুশাসনে শ্রমের মাধ্যমে ব্যক্তির মর্যাদা নির্ধারিত হয়।

গ চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম সুশাসন প্রতিষ্ঠায় মূল্যবোধের দায়িত্বশীলতা, নাগরিক অধিকার সংরক্ষণে কর্তব্য পালন, শৃঙ্খলাবোধ, সহনশীলতা প্রভৃতি বিষয়গুলোকে গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকার ও নাগরিক উভয়েরই দায়দায়িত্ব রয়েছে। সরকার এবং নাগরিকগণ যার যার অবস্থান থেকে দায়িত্বপালন করলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সহজ হয়। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য চাই নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সরকার নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ করে থাকে। শৃঙ্খলা সুন্দর ও সমৃদ্ধির প্রতীক। যে সমাজ যতবেশি সুশৃঙ্খল সে সমাজ তত বেশি সমৃদ্ধ। শৃঙ্খলাবোধ সমাজ জীবনে ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টি করে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে। সহনশীলতা শ্রেষ্ঠ মানবীয় গুণ। সহনশীলতা মানুষকে অন্যের মতামতকে গুরুত্ব দিতে শেখায়। যার মধ্য দিয়ে পারস্পরিক সৌহার্দ্য সৃষ্টি হয় এবং সমাজে শান্তি বিরাজ করে। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহনশীলতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ঢাকুয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম জনগণের দুঃখ-দুর্দশা দেখার জন্য ছদ্মবেশে এলাকায় ঘুরে বেড়ান। জনগণের সাথে সরাসরি কথা বলেন। তিনি সমাজের দ্বন্দ্বগুলো মীমাংসা করে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। সকলের মতামতকে শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করেন। অর্থাৎ চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলামের মধ্যে দায়িত্বশীলতা, নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ, শৃঙ্খলাবোধ ও সহনশীলতা প্রভৃতি বিষয়ের প্রকাশ ঘটে।

সুতরাং বলা যায়, শফিকুল ইসলাম সুশাসন প্রতিষ্ঠায় মূল্যবোধের দায়িত্বশীলতা, নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ, শৃঙ্খলাবোধ, সহনশীলতা প্রভৃতি বিষয়গুলোকে গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

ঘ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জনাব শফিকুল ইসলাম কর্তৃক অনুসৃত মূল্যবোধের বিষয়গুলো ছাড়াও আরো অনেক বিষয় রয়েছে।

উদ্দীপকের চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম সুশাসন প্রতিষ্ঠায় মূল্যবোধের যেসকল বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেছেন তা হলো দায়িত্বশীলতা, নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ, শৃঙ্খলাবোধ ও সহনশীলতা। উপরোক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও মূল্যবোধের আরো অনেক বিষয় আছে যা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

নীতি ও ঔচিত্যবোধ মূল্যবোধের অন্যতম বিষয়। নীতি ও ঔচিত্যবোধ ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, বৈধ-অবৈধ প্রভৃতি পার্থক্য করতে শেখায় এবং ন্যায়, ভালো ও বৈধ পথে চলতে উৎসাহিত করে। সমাজের নাগরিকদের আচার-আচরণ, কর্মকাণ্ড, নীতি ও ঔচিত্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সহজতর হয়। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য চাই সামাজিক ন্যায়বিচার। সামাজিক ন্যায়বিচার বলতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র, ধনী-গরিব নির্বিশেষে সকলের ক্ষেত্রে অভিন্ন নীতি অনুসরণ করাকে বোঝায়। সামাজিক ন্যায় বিচার ব্যক্তির মর্যাদা, অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা করে সুশাসনের পথ সুগম করে। জবাবদিহিতা সুশাসনের অন্যতম প্রধান শর্ত। ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হলে সমাজ, রাষ্ট্রীয় জীবন সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হয় এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা পায়।

সচেতনতা ও কর্তব্যবোধ নাগরিকের শ্রেষ্ঠগুণ। নাগরিক সচেতনতা ও কর্তব্যপরায়ণতা ছাড়া সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব না। তাই সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য নাগরিকদের সচেতন ও কর্তব্যপরায়ণ হতে হবে। আইনের শাসন হচ্ছে সুশাসন ও মূল্যবোধের অন্যতম উপাদান। আইনের দৃষ্টি সকলেই সমান। এখানে ধনী-গরিব সকলেই একই অপরাধের জন্য সমানভাবে শাস্তিযোগ্য। সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মূল্যবোধের উপাদানগুলো আইনের শাসন কার্যকর করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, উদ্দীপকের চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম সুশাসন প্রতিষ্ঠায় মূল্যবোধের যেসকল বিষয়ের উপরগুরুত্ব প্রদান করেছেন সেগুলো ছাড়া আরো অনেক বিষয় রয়েছে যা উপরে বর্ণিত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶২৫ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে বিচারক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছে জান্নাত। জান্নাত একটি জেলার বিচারক হিসেবে কর্মরত। তিনি বিচরসংক্রান্ত কাজে কখনো কোনো সমস্যায় পড়লে মীমাংসার জন্য অনেক পুরনো বই পত্রের সাহায্য গ্রহণ করেন। তিনি এ বইপুস্তকগুলোকে আইনের গ্রন্থ বলে মনে করেন।

[নটর ডেম কলেজ, ময়মনসিংহ। প্রশ্ন নং ৩]

ক. সাম্য কী? ১

খ. 'জনমত আইনের অন্যতম উৎস' ব্যাখ্যা করো। ২

গ. বিচারক 'জান্নাত' সমস্যায় পড়লে বিচার সংক্রান্ত কাজে আইনের কোন উৎসটির সাহায্য নেন? ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. বিচারক 'জান্নাত' ন্যায়বোধ থেকেও বিচার পরিচালনা করতে পারেন- বিশ্লেষণ করো। ৪

২৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাম্যের অর্থ সুযোগ-সুবিধার সমতা। জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থাকে বলে সাম্য।

Teachingbd24.com

ঘ জনমত আইনের অন্যতম উৎস। কারণ আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমতকে ভিত্তি করেই আইনসভায় আইন প্রণয়ন করা হয়।

প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইন পরিষদের সদস্যরা সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন। এজন্য জনমতকে উপেক্ষা করে আইনসভা আইন পাস করতে পারে না। আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনে জনমতের প্রতিফলন না ঘটলে সরকারের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে ওঠতে পারে এবং সরকার পতন হতে পারে। তাই আইন প্রণয়নের সময় জনমতের প্রতি বিশেষ লক্ষ রাখা হয়। অর্থাৎ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে আইনসভার সদস্যরা আইন প্রণয়ন, সংশোধন ও সংস্কারের ক্ষেত্রে জনমতের বিষয়টিই মাথায় রাখেন।

গ বিচারক 'জান্নাত' সমস্যায় পড়লে বিচার সংক্রান্ত কাজে আইনের 'বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা' বা 'আইনবিদদের গ্রন্থ' উৎসটির সাহায্য নেন।

আইন সম্পর্কে বিভিন্ন আইনবিদ ও পন্ডিত ব্যক্তিগণ বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেছেন। এসব গ্রন্থে আইনের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা রয়েছে। যেমন— ব্লাকস্টোনের 'কমেনটারিজ অন দি লজ অব ইংল্যান্ড'; অধ্যাপক ডাইসি'র 'ল অব দি কনস্টিটিউশন' ইত্যাদি। এসব গ্রন্থ আইনের গুরুত্বপূর্ণ উৎস। বিচারকগণ বিচার করতে গিয়ে আইনসংক্রান্ত কোনো সমস্যায় পড়লে তা মীমাংসার জন্য এসব পুস্তকের বিধান গ্রহণ করে থাকেন এবং পরবর্তীতে তা আইনে পরিণত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বিচারক 'জান্নাত' বিচার সংক্রান্ত কাজে কখনো কোনো সমস্যায় পড়লে মীমাংসার জন্য অনেক পুরনো বই পত্রের সাহায্য গ্রহণ করেন। বিচারক জান্নাতের বিচারকার্যে সাহায্য নেওয়ার বইপত্র আইনের উৎস 'বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা' বা 'আইনবিদদের গ্রন্থ'কে নির্দেশ করে।

ঘ বিচারক জান্নাত 'ন্যায়বোধ' থেকেও বিচার পরিচালনা করতে পারেন- কথাটি যথার্থ।

বিচারকের দায়িত্ব ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। তবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অনেক সময় বিচারকগণ বিভিন্ন সমস্যায় পড়েন। কোনো মামলা পরিচালনা করতে গিয়ে বিচারক অনেক সময় লক্ষ করেন প্রচলিত আইনের আলোকে মামলাটি নিষ্পত্তি করা সম্ভব না। কারণ প্রচলিত আইন মামলাটির জন্য প্রযোজ্য নয়। এক্ষেত্রে বিচারকরা বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা বা আইনবিদদের গ্রন্থ, ন্যায়বোধ প্রভৃতির সাহায্যে বিচারকার্য সম্পন্ন করেন।

উদ্দীপকের বিচারক জান্নাত বিচারকার্য সম্পন্ন করতে গিয়ে সমস্যায় পড়লে আইনবিদের গ্রন্থের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনায় সাহায্য গ্রহণ করে বিচারকার্য সম্পাদন করেন। তবে বিচারক জান্নাত ন্যায়বোধের সাহায্যেও বিচার পরিচালনা করতে পারেন। তিনি যদি বিচার করতে গিয়ে দেখেন মামলাটির জন্য প্রচলিত আইন প্রযোজ্য নয়, তখন সততা, ন্যায় ও নীতিবোধের আলোকে নতুন আইন তৈরি করে মামলার বিচার করতে পারেন। এদিক থেকে বিচারকের ন্যায়বোধের আইনের অন্যতম উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বিচারক জান্নাত বিচার পরিচালনায় আইনগত কোনো সমস্যায় পড়লে তিনি ন্যায়বোধ থেকেও বিচার পরিচালনা করতে পারেন।

প্রশ্ন ▶ ২৬ সম্পত্তি নিয়ে ভাই রাজু, সাজু এবং বোন রিনার মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে বিষয়টি শেষ পর্যন্ত আদালতে গড়ায়। রিনা অভিযোগ করে যে ভাইরা তাকে সম্পত্তির ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। আদালত দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী বিষয়টি মীমাংস করে। এতে রিনা তার ন্যায্য সম্পত্তির অধিকার ফিরে যায়। *[বিসিআইসি কলেজ, ঢাকা ▌ প্রশ্ন নং ৪]*

ক. স্বাধীনতার ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১
খ. সাম্য বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যাটি যে আইনের মাধ্যমে মীমাংসা হয়েছে তার উৎস ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উক্ত উৎস ছাড়াও আরও বিভিন্ন উৎস হতে আইন তৈরি হতে পারে— বিশ্লেষণ করো। ৪

২৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্বাধীনতার ইংরেজি প্রতিশব্দ Liberty।

খ সাম্য বা Equality বলতে আমরা বুঝি, মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ থাকবে না এবং সকলেই সমান মর্যাদা লাভ করবে। অর্থাৎ সাম্য বলতে সে সামাজিক পরিবেশকে বোঝায় যেখানে কোনো ব্যক্তি বা শ্রেণির জন্য কোনো বিশেষ সুযোগ-সুবিধার বন্দোবস্ত নেই। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই সমান সুযোগ লাভ করে। সেখানে সকলেই সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে নিজ নিজ দক্ষতা বিকাশ করতে সক্ষম হবে।

গ সৃজনশীল ২৩ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২৩ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৭ পৃথিবীর সব কিছুই একটি নির্দিষ্ট নিয়মে পরিচালিত হয়। চন্দ্র, সূর্য যেমন প্রাকৃতিক নিয়েমে চলে, সমাজ, রাষ্ট্র পরিচালনার একটি নির্দিষ্ট বিধি-বিধান রয়েছে। মোট কথা কেউ নিয়মের উর্ধ্বে নয়। আইন মান্য করার মধ্যেই অন্যের স্বাধীনতা সুরক্ষিত হয়। *[সফিউদ্দিন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, গাজীপুর ▌ প্রশ্ন নং ৩]*

ক. আইন কি? ১
খ. আইনের উৎস কয়টি ও কি কি? ২
গ. আইনের ৩টি উৎসের বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. স্বাধীনতার রক্ষাকবচগুলি উল্লেখ কর। ৪

২৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক আইন হলো সমাজ কর্তক স্বীকৃত রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত বিধি বিধান যা মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে।

খ আইনের উৎস ছয়টি। যথা: ১. প্রথা ২. ধর্ম, ৩. বিচারকের রায়, ৪. ন্যায়বিচার, ৫. বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা ও ৬. আইনসভা

গ জন অস্টিনের মতে আইনের উৎস হলো ছয়টি। আইনের ছয়টি উৎসের মধ্যে অন্যতম তিনটি উৎস হলো প্রথা, ধর্ম ও আইনসভা। নিম্নে উৎস তিনটি উৎসের বর্ণনা দেওয়া হলো—

প্রথা আইনের একটি সুপ্রাচীন উৎস। প্রাচীনকাল থেকে যেসব আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ও অভ্যাস সমাজে অধিকাংশ জনগণ কর্তৃক সমর্থিত, স্বীকৃত ও পালিত হয়ে আসছে, তাকে প্রথা বলে। প্রাচীনকালে কোনো আইনের অস্তিত্ব ছিল না। তখন প্রচলিত প্রথা, অভ্যাস ও রীতি-নীতির সাহায্যে মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হতো। কালক্রমে অনেক প্রথাই রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হয়ে আইনের মর্যাদা অর্জন করে। গ্রেট ব্রিটেনের সাধারণ আইন এরূপ প্রথা ভিত্তিক।

ধর্ম আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। প্রাচীন ও মধ্যযুগে ধর্মীয় বিশ্বাস মানুষের জীবনবোধের খুব গভীরে নিহিত থাকায় অনেক বিধি-নিষেধ ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। এ সমস্ত ধর্মীয় বিধি বিধানসমূহ রাষ্ট্রীয় সমর্থন লাভ করে পরে আইনে পরিণত হয়। প্রাচীন রোমক আইন ধর্মীয় বিধানের সমষ্টি ছাড়া আর কিছু ছিল না। হিন্দু সম্প্রদায়ের বিবাহ, উত্তরাধিকার প্রভৃতি আইন ধর্মের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। মুসলিম আইন প্রধানত কুরআন ও সুন্নাহর ওপর নির্ভরশীল। পারিবারিক ও সম্পত্তি সংক্রান্ত আইনগুলো মূলত ধর্ম থেকে এসেছে।

আধুনিক সমাজে আইনসভাকে আইনের সর্বপ্রধান উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়। আইনসভার সদস্যগণ জনপ্রতিনিধি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন এবং জনগণের অধিকার অধিকার ও দাবির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করেন আইন তৈরি করেন। এছাড়া আইনসভা প্রচলিত আইনের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে পুরাতন আইনের পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং প্রয়োজনবোধ নতুন আইন তৈরি করে।

ঘ স্বাধীনতা সংরক্ষণে যেসকল বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তা স্বাধীনতার রক্ষাকবচ নামে পরিচিত। বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও আইনবিদ আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতার কতকগুলো রক্ষাকবচ উল্লেখ করেছেন। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হলো।

Teachingbd24.com

আইন স্বাধীনতার শর্ত ও প্রধান রক্ষাকবচ। আইন স্বাধীনতা ভোগের পরিবেশ নিশ্চিত করে এবং স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা প্রতিরোধ করে। আইন থাকলেই স্বাধীনতা সকলের নিকট সমভাবে উপভোগ্য হয়ে ওঠে। সংবিধান মানুষের স্বাধীনতার লিখিত দলিল। সংবিধানে লিপিবদ্ধ মানুষের মৌলিক অধিকার কেউ লঙ্ঘন করলে ব্যক্তি সাংবিধানিক উপায়ে নিজেদের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হতে পারে। গণতন্ত্র জনগণের স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তোলে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিসমূহ প্রয়োগ করে জনগণ নিজেদের অধিকার রক্ষা করতে পারে।

স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসেবে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা আবশ্যক। স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ নিশ্চিত হলে ন্যায়বিচার নিশ্চিত হয়। সুশৃঙ্খল ও সুসংগঠিত দল ব্যবস্থা স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ। বিরোধী দলগুলো সরকারের ভুল ত্রুটির কড়া সমালোচনা করে সরকারকে গণবিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখে। স্বাধীনতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ হলো সদাজাগ্রত জনমত। স্বাধীনতা প্রিয় জনগণ সর্বদা তাদের মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকে। সরকার বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ জনমতের ভয়ে স্বেচ্ছাচারী হতে সাহস পায় না। ফলে জনগণের স্বাধীনতা রক্ষা পায়।

উপরিউক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, সাম্য, সামাজিক সুবিচার প্রভৃতি বিষয়ও স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে।

প্রশ্ন ▶ ২৮ জনাব পরম বিশ্বাস একজন সমাজকর্মী। তিনি এমন একটি সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে কাজ করছেন যেখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বংশ নির্বিশেষে কোন পার্থক্য থাকবেনা। *[ঢাকা কলেজ। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. সামাজিক মূল্যবোধ বলতে কী বুঝ? ১
খ. স্বাধীনতার চারটি রক্ষাকবচের নাম লিখ? ২
গ. জনাব পরম বিশ্বাস কোন ধরনের সাম্য প্রতিষ্ঠায় কাজ করছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের বর্ণিত সাম্য প্রতিষ্ঠিত হলে সকলেই সমভাবে আত্মবিকাশের সুযোগ পাবে বক্তব্যটির যথার্থতা বিচার কর। ৪

২৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের সামাজিক আচার-ব্যবহার, কর্মকাণ্ডকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণকারী চিন্তা, ভাবনা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্যসমূহকে সামাজিক মূল্যবোধ বলে।

খ স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য যে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় তাকে স্বাধীনতার রক্ষাকবচ বলে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য কতগুলো রক্ষাকবচের কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলোর মধ্যে অন্যতম চারটি রক্ষাকবচ হলো— গণতন্ত্র, আইন, দায়িত্বশীল সরকার ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা।

গ জনাব পরম বিশ্বাস সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠায় কাজ করছেন।

সামাজিক সাম্য বলতে সামাজিক ক্ষেত্রে সকল মানুষ সমান এবং সকলের সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করাকে বোঝায়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বংশ, অর্থ ইত্যাদির ভিত্তিতে যখন মানুষের সাথে মানুষের কোনো পার্থক্য করা হয় না, তখন তাকে সামাজিক সাম্য বলা হয়। সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা হলে সমাজে কোনো প্রকার অশান্তি, অন্যায়, বিশৃঙ্খলা থাকবে না। সামাজিক সাম্যই কেবল মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূর করতে সক্ষম। যে সমাজে সামাজিক সাম্য বিদ্যমান সেখানে কে ধনী কে গরিব, কে কোন ধর্মের অধিকারী কে কোন বংশের অধিকারী এগুলো গৌণ বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয় এবং যোগ্যতা অনুযায়ী ব্যক্তি তার সম্মান ও মর্যাদা লাভ করে।

উদ্দীপকের সমাজকর্মী পরম বিশ্বাস এমনই একটি সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন। জনাব পরম বিশ্বাসের কাজের মধ্য দিয়ে সমাজের মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ দূর হবে। সমাজের সকলের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত হওয়ার মধ্য দিয়ে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে। আর সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হলে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে যোগ্যতানুযায়ী সমঅধিকার ভোগ করবে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত সাম্য তথা সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হলে সকলেই সমভাবে আত্মবিকাশের সুযোগ পাবে। বক্তব্যটি যথার্থ।

জন্মগতভাবে মানুষে মানুষে কোনো পার্থক্য নেই। সমাজে বসবাস করার মাধ্যমে মানুষ যেমন সভ্য হয়েছে, তেমনি মানুষের মধ্যে পার্থক্যও সৃষ্টি হয়েছে। সমাজে সাধারণত বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, গোত্র ও পেশার লোক বসবাস করে। সমাজে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে যদি অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে সমতা না থাকে তাহলে সমাজে আর সাম্য থাকবে না। কেননা সাম্য হলো জাতি-ধর্ম-বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা একটি সমাজকে স্বাভাবিকভাবে চলতে এবং সমাজের উন্নয়নের পাশপাশি শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সহায়তা করে। সমাজে যদি জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও পেশাগত কারণে মানুষে মানুষে পার্থক্য সৃষ্টি না হয় তাহলে সমাজের সকলেই সমভাবে আত্মবিকাশের সুযোগ পাবে।

সমাজে অসাম্য বিরাজ করলে শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়। কারণ এরূপ পরিস্থিতিতে দরিদ্র মানুষেরা মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পরে। সাম্যহীন সমাজে আয় ও সম্পদের চরম বৈষম্য বিরাজ করে। ফলে দরিদ্র মানুষের পক্ষে সমাজে আত্মবিকাশের পথ বন্ধ হয়ে যায়।

সাম্যের গুরুত্ব বিশ্লেষণে বলা যায়, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সাম্যের উপস্থিতি আবশ্যক। কেননা সাম্যের উপস্থিতিই কেবল একটি সমাজকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল করতে পারে। তাই এ কথা বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হলে সকলেই সমভাবে আত্মবিকাশের সুযোগ পাবে।

প্রশ্ন ▶ ২৯ 'খ' এমন একটি রাষ্ট্র যেখানে পুলিশ সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়া কাউকে গ্রেফতার বিচার বহির্ভূতভাবে কাউকে বন্দি করে না। পবিত্র কোরআন ঐ রাষ্ট্রের আইনের অন্যতম উৎস। *[আবদুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজ, নরসিংদী। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. 'Liberty' শব্দটি ল্যাটিন কোন শব্দ থেকে এসেছে? ১
খ. মূল্যবোধ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে আইনের যে উৎসটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এছাড়া অন্যান্য উৎসসমূহ আলোচনা কর। ৩
ঘ. 'খ' রাষ্ট্রে আইনের শাসন বিদ্যমান— বিশ্লেষণ কর। ৪

২৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'Liberty' শব্দটি ল্যাটিন "Liber' শব্দ থেকে এসেছে।

খ মূল্যবোধ এমন একটি মানদণ্ড যা ভালো-মন্দ নির্ধারণের মাধ্যমে মানুষের আচরণকে সঠিক পথে পরিচালিত করে।

মানুষের সামাজিক সম্পর্ক ও আচার-আচরণ প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য সব সমাজেই বিভিন্ন ধরনের বিধিনিষেধ প্রচলিত থাকে। এ সব বিধিনিষেধ অর্থাৎ ভালো-মন্দ, ঠিক-বেঠিক সম্পর্কে সমাজের সদস্যদের যে ধারণা তাই হলো মূল্যবোধ। মূল্যবোধ মানুষের জীবনে ঐক্য ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, সামাজিক জীবনকে সুদৃঢ় করা এবং ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে যথার্থ সম্পর্ক নির্ণয়ে অবদান রাখে।

গ সৃজনশীল ৮ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৮ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩০ চীনের তুলুং জাতি গোষ্ঠীর লোকের মূল্যবোধ অত্যন্ত উন্নত। তারা সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে ও পরিপাটি পোশাক পরিধান করে। তারা, অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং অতিথিপরায়ণ। গ্রামে কেউ বিপদগ্রস্ত হলে প্রত্যেকেই তার সাহায্যে এগিয়ে আসে। তারা মানুষকে অত্যন্ত বিশ্বাস করে। যে কারণে তারা রাতে ঘুমানোর সময় ঘরের দরজা বন্ধ করে না এবং পথে কিছু পড়ে থাকতে দেখলেও তা কুড়িয়ে নেয় না। *[বি এন কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৩]*

Teachingbd24.com

ক. স্বাধীনতার ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১
খ. অধিকার ভোগ করার জন্যে আইনের শাসন অপরিহার্য, বক্তব্যটি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. তুলুং জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে কোন কোন মূল্যবোধের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়? চিহ্নিত করো। ৩
ঘ. তুলুং জাতিগোষ্ঠীর মূল্যবোধগুলো সুশাসনে কীরূপ ভূমিকা পালন করে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৩০নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্বাধীনতার ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Liberty'।

খ নাগরিকের সুস্থ সুন্দর জীবন যাপন ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য রাষ্ট্র প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধাই হলো অধিকার। তবে নাগরিকদের রাষ্ট্র প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা ভোগের জন্য আইনের শাসন অপরিহার্য। কেননা আইন মানুষের অধিকারের সুরক্ষা দেয়। তাই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হলে ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-ধনী-গরিব নির্বিশেষে সকলে সমান ভাবে অধিকার ভোগ করতে পারে। আইনের শাসন বলবৎ থাকলে সরকার বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ কারো অধিকার হরণ করতে পারে না। তাই বলা হয় অধিকার ভোগের জন্য আইনের শাসন অপরিহার্য।

গ তুলুং জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক, নৈতিক, শারীরিক বা বাহ্যিক মূল্যবোধের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।
যে চিন্তাভাবনা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য মানুষের সামাজিক আচার-আচরণ ও কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে তার সমষ্টিকে সামাজিক মূল্যবোধ বলে। সামাজিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ নিজ সমাজ, পরিবেশ, জাতি, সংস্কৃতিকে ভালোবাসে। তাদের মধ্যে দানশীলতা, আতিথেয়তা আত্মত্যাগ প্রভৃতি গুণের সন্নিবেশ ঘটে। আবার নৈতিক মূল্যবোধ নীতি ও উচিত অনুচিত বোধ থেকে সৃষ্ট। নৈতিক মূল্যবোধ মানুষকে ন্যায় অন্যায় পার্থক্য করতে শেখায় মানুষের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে অনুপ্রাণিত করে। আবার যে মূল্যবোধ মানুষের বাহ্যিক ব্যক্তিত্বকে গড়ে তোলে তাই হচ্ছে শারীরিক বা বাহ্যিক মূল্যবোধ। একজন ব্যক্তির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সরলতা, সাহসিকতা, পোশাক-পরিচ্ছেদ প্রভৃতি তার শারীরিক বা বাহ্যিক মূল্যবোধের অন্তর্ভুক্ত।
উদ্দীপকে দেখা যায়, চীনের তুলুং জাতি গোষ্ঠীর লোকের মূল্যবোধ অত্যন্ত উন্নত। তারা সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে এবং পরিপাটি পোশাক পরিধান করে। তুলুং জাতির পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার বিষয়টি শারীরিক বা বাহ্যিক মূল্যবোধকে নির্দেশ করে। তুলুং জাতির লোকজন অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং অতিথিপরায়ণ। কেউ বিপদগ্রস্ত হলে প্রত্যেকেই তার সাহায্যে এগিয়ে যায়। তারা মানুষকে অত্যন্ত বিশ্বাস করে বলে রাতে ঘরের দরজা খুলে ঘুমায়। তুলুং জাতির উক্ত বিষয়গুলো সামাজিক মূল্যবোধকে নির্দেশ করে। তুলুং জাতির আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো তারা পথে কিছু পড়ে থাকলে তা কুড়িয়ে নেয় না। অন্যের জিনিস অন্যায়ভাবে নিজের করে না নেওয়ায় বিষয়টি তুলুং জাতির নৈতিক মূল্যবোধকে প্রকাশ করে। সুতরাং বলা যায় উদ্দীপকে চীনের তুলুং জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক, নৈতিক ও শারীরিক মূল্যবোধের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

ঘ উদ্দীপকের চীনের তুলুং জাতির মূল্যবোধগুলো সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।
মূল্যবোধ এমন একটি মানদণ্ড যার দ্বারা সমাজের মানুষের কর্মকাণ্ডের ভালো-মন্দ বিচার করা হয়। মূল্যবোধ দ্বারা মানুষের আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি নিয়ন্ত্রিত হয় বিধায় এর মাধ্যমে সামাজিক শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। এজন্যই মূল্যবোধ এবং সুশাসন উভয়ের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান।
মূল্যবোধের আদর্শ যেসব বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত সেগুলো হলো ঔচিত্যবোধ, ন্যায়বিচার, শৃঙ্খলা, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, সহযোগিতা, বিশ্বাস, পরোপকারিতা প্রভৃতি। উক্ত বিষয়গুলো সুশাসনের জন্য অপরিহার্য। মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েই মানুষ অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয় এবং নাগরিক দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করার মধ্য দিয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে থাকে।
উদ্দীপকের চীনের তুলুং জাতির মধ্যে নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ বিদ্যমান। তাদের এই মূল্যবোধের উপাদানগুলো তাদের আচার আচরণকে সুনিয়ন্ত্রণ করবে। সামাজিক মূল্যবোধের মাধ্যমে তারা শিষ্টাচার, সততা, ন্যায়বোধ, সহমর্মিতা, শৃঙ্খলার শিক্ষা পাবে যা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অগ্রগামী ভূমিকা রাখবে। একইভাবে তারা তাদের নৈতিক মূল্যবোধের মাধ্যমে ভালো-মন্দ, সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে এবং মন্দ বা অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকবে। ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে।
উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, চীনের তুলুং জাতির মধ্যে যে সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবাধ রয়েছে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সেই মূল্যবোধগলো সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

প্রশ্ন ▶৩১ তাজিন ও তুশি একটি হোটেলে একই কাজ করে। কাজের দক্ষতাও সমান। মাস শেষে তুশি তাজিনের চেয়ে পাঁচশত টাকা কম বেতন পায়। তুশি এর কারণ জানতে চাইলে হোটেল কর্তৃপক্ষ কোনো সদুত্তর দিতে পারেনি। *[নটর ডেম কলেজ, ময়মনসিংহ] প্রশ্ন নং ৭]*
ক. আইনসভার প্রধান কাজ কী? ১
খ. স্বাধীনতার দুটি রক্ষাকবচ বর্ণনা কর। ২
গ. তুশি কোন ধরনের সাম্য থেকে বঞ্চিত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উক্ত সাম্য ব্যতীত অন্যান্য সাম্য অর্থহীন"— তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩১নং প্রশ্নের উত্তর

ক আইন হলো সমাজ স্বীকৃত এবং রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত নিয়ম-কানুন, যা মানুষের বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।

খ স্বাধীনতাকে অক্ষুন্ন ও অটুট রাখার জন্য কতগুলো পদ্ধতি রয়েছে। এ পদ্ধতিগুলোকে স্বাধীনতার রক্ষাকবচ বলে। স্বাধীনতার দুটি রক্ষাকবচ হলো আইন ও দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা।
আইন স্বাধীনতার শর্ত ও প্রধান রক্ষাকবচ। আইন স্বাধীনতা ভোগের পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং স্বাধীনতাকে সবার জন্য উন্মুক্ত করে তোলে। রাষ্ট্র আইনের সাহায্যে মানুষের অবাধ স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। আইন আছে বলেই স্বাধীনতা সকলের নিকট সমভাবে উপভোগ্য হয়ে ওঠে।
দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ। এ ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ তার অনুসৃত নীতি ও কার্যাবলির জন্য আইনসভার কাছে দায়ী থাকে। ফলে সরকার স্বৈরাচারী হয়ে ব্যক্তিস্বাধীনতা বিরোধী কাজে লিপ্ত হতে সাহসী হয় না।

গ সৃজনশীল ৫ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৯ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶৩২

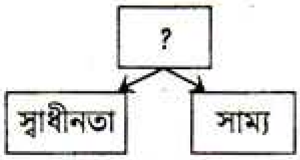

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, লালমনিরহাট] প্রশ্ন নং ৭]
ক. পৌরনীতির ভাষায় সাম্য কী? ১
খ. মূল্যবোধ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের (?) চিহ্নিত বিষয়টি কী? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের '?' চিহ্নিত বিষয়টিকে স্বাধীনতার প্রধান রক্ষাকবচ বলার কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

৩২নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৌরনীতিতে সাম্যের অর্থ হচ্ছে সুযোগ সুবিধার সমতা।

খ মূল্যবোধ এমন একটি মানদণ্ড যা ভালো-মন্দ নির্ধারণের মাধ্যমে মানুষের আচরণকে সঠিক পথে পরিচালিত করে।

Teachingbd24.com

মানুষের সামাজিক সম্পর্ক ও আচার-আচরণ প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য সব সমাজেই বিভিন্ন ধরনের বিধিনিষেধ প্রচলিত থাকে। এ সব বিধিনিষেধ অর্থাৎ ভালো-মন্দ, ঠিক-বেঠিক সম্পর্কে সমাজের সদস্যদের যে ধারণা তাই হলো মূল্যবোধ। মূল্যবোধ মানুষের জীবনে ঐক্য ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, সামাজিক জীবনকে সুদৃঢ় করা এবং ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে যথার্থ সম্পর্ক নির্ণয়ে অবদান রাখে।

গ উদ্দীপকের প্রশ্নবোধক চিহ্নিত (?) বিষয়টি হলো আইন।

মানুষের বাহ্যিক আচার আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য সমাজস্বীকৃত এবং রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত বিধি-বিধানই হলো আইন।

আইন কতগুলো বিধি বিধান যার আলোকে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান সার্থকভাবে পরিচালিত হয়। আইনের মাধ্যমে ব্যক্তি জীবন, সামাজিক জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবন সুন্দর ও সুসংহত হয়।

আইন, স্বাধীনতা ও সাম্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান। আইনহীন সমাজে স্বাধীনতা যেমন কল্পনা করা যায় না, তেমনি আইন ছাড়া সাম্যের পরিবেশ সৃষ্টি হয় না। আবার সাম্য ভিত্তিক সমাজ ছাড়া স্বাধীনতা উপভোগ করা যায় না। সাম্যই স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তোলে। আবার যেখানে আইন নেই সেখানে স্বাধীনতা থাকতে পারে না। এজন্য বলা হয় আইন, স্বাধীনতা ও সাম্য এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ।

আইন স্বাধীনতার অন্যতম শর্ত এবং রক্ষাকবচ। অন্যদিকে সাম্যের অনুপস্থিতিতে স্বাধীনতা উপভোগ সম্ভব হয় না। অর্থাৎ একটির অনুপস্থিতিতে অন্যটি অর্থহীন। আর এ তিনের পরিপূর্ণ উপস্থিতিতে স্বাধীনতা উপভোগ সার্থক ও অর্থবহ হয়ে ওঠে।

পরিশেষে বলা যায়, আইন, স্বাধীনতা ও সাম্য পরস্পরের সাথে গভীরভাবে জড়িত। একটি থেকে অপরটিকে আলাদা করা যায় না। ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনই এই তিনের লক্ষ্য। রাষ্ট্র আইনের মাধ্যমে স্বাধীনতা ও সাম্যের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে থাকে।

ঘ উদ্দীপকের প্রশ্নবোধক চিহ্নিত (?) বিষয়টি হলো আইন। আইনকে স্বাধীনতার প্রধান রক্ষাকবচ বলা হয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আইন ও স্বাধীনতা একটি বহুল আলোচিত বিষয়। আইনের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া যেমন স্বাধীনতা উপভোগ করা যায় না, তেমনি স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করতে না পারলে আইনও মূল্যহীন হয়ে পড়ে। আর এ কারণেই আইন ও স্বাধীনতা গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত।

আইন স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষক। যখন কোনো ব্যক্তির স্বাধীনতা অন্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কর্তৃক খর্ব হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তখন নাগরিক আইনের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। আইন স্বাধীনতার সহযোগী। আইনের উপস্থিতি ছাড়া স্বাধীনতাকে চিন্তা করা যায় না। এর যথাযথ প্রয়োগ ব্যক্তির স্বাধীনতা রক্ষায় ভূমিকা রাখে। এটি স্বাধীনতাকে সুনির্দিষ্টভাবে চলতে সহায়তা করে। আইনই স্বাধীনতার ভিত্তি দান করে এবং স্বাধীনতার ক্ষেত্রকে নির্ধারণ করে থাকে। আইন না থাকলে স্বাধীনতা সংরক্ষিত হয় না। তাই জন লক বলেছেন, যেখানে আইন নেই সেখানে স্বাধীনতা থাকতে পারে না।

আইন স্বাধীনতার অভিভাবকের ভূমিকা পালন করে। আইন আছে বলে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছাচারিতার জন্য স্বাধীনতা বিঘ্ন হয় না। এক্ষেত্রে আইন স্বাধীনতার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে। এর ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রে সভ্য, সুন্দর ও মুক্ত জীবনযাপনের অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়। আইন ও স্বাধীনতা উভয়ই ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে। সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষায় আইন মুখ্য ভূমিকা পালন করে। বিশৃঙ্খল সমাজ ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা চিন্তাই করতে পারে না। একমাত্র আইনই পারে সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা করে জনগণের স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করতে।

পরিশেষে বলা যায়, আইন আছে বলেই স্বাধীনতা উপভোগ করা যায়। আইন না থাকলে স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হত। অর্থাৎ আইন স্বাধীনতার রক্ষক।

প্রশ্ন ▶ ৩৩

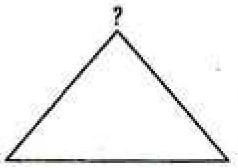

[আইডিয়াল কলেজ, ধানমন্ডি, ঢাকা ▌প্রশ্ন নং ৩]

ক. সাম্য বলতে কি বুঝ? ১
খ. সামাজিক মূল্যবোধের বিবরণ দাও। ২
গ. উদ্দীপকের '?' চিহ্নিত স্থানে বিষয়টি কী? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের '?' চিহ্নিত বিষয়টিকে স্বাধীনতার অভিভাবক বলার কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতি-ধর্ম বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থাকে সাম্য বলে।

খ যে চিন্তাভাবনা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সংকল্প মানুষের সামাজিক আচার-ব্যবহার ও কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে তার সমষ্টিকে সামাজিক মূল্যবোধ বলে।

সামাজিক মূল্যবোধ সামাজিক উন্নয়নের ভিত্তি বা মানদণ্ড। স্টুয়ার্ট সি. ডড. এর মতে, 'সামাজিক মূল্যবোধ হলো সে সব রীতিনীতির সমষ্টি যা ব্যক্তি সমাজের নিকট হতে আশা করে এবং সমাজ ব্যক্তির নিকট হতে লাভ করে।' সামাজিক মূল্যবোধ হচ্ছে সামাজিক শিষ্টাচার, সততা, সত্যবাদিতা, ন্যায়বিচার, সহমর্মিতা, সহনশীলতা, শৃঙ্খলাবোধ, শ্রমের মর্যাদা, দানশীলতা, আতিথেয়তা, জনসেবা, আত্মত্যাগ প্রভৃতি মানবিক সুকুমার বৃত্তি বা গুণাবলির সমষ্টি। সামাজিক মূল্যবোধের মাপকাঠিতে মানুষের কাজের ভালোমন্দ বিচার করা হয় এবং মানুষের আচরণকে পরিমাপ ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

গ সৃজনশীল ৩২ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৩২ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩৪ আইন কি স্বাধীনতার রক্ষা করে? রাকিবের এমন প্রশ্নের জবাবে তার শ্রেণি শিক্ষক বললেন, স্বাধীনতার জন্য আইন তৈরি হয়েছে এবং স্বাধীনতাই আইন তৈরি করতে সহায়তা করে। তাই আইন ও স্বাধীনতা একে অপরের ভিত্তি রচনা করে। *[দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ ▌প্রশ্ন নং ৪]*

ক. যুক্তরাজ্যের আইন কোন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে সৃষ্টি হয়েছে? ১
খ. স্বাধীনতা বলতে কী বুঝ? ২
গ. উদ্দীপকে রাকিবের শিক্ষকের জবাবে আইন ও স্বাধীনতার মধ্যে যে সম্পর্ক প্রকাশ পেয়েছে তার স্বরূপ আলোচনা কর। ৩
ঘ. "আইন ও স্বাধীনতা একে অপরের ভিত্তি রচনা করে।" তুমি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক যুক্তরাজ্যের আইন প্রথার উপর ভিত্তি করে সৃষ্টি হয়েছে।

খ সাধারণ অর্থে স্বাধীনতা বলতে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী যেকোনো কাজ করাকে বোঝায়। কিন্তু প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা বলতে এ ধরনের অবাধ স্বাধীনতাকে বোঝায় না।

পৌরনীতি ও সুশাসনে স্বাধীনতা ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। অন্যের কাজে হস্তক্ষেপ বা বাধা সৃষ্টি না করে নিজের ইচ্ছানুযায়ী নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কাজ করাই হলো স্বাধীনতা। অর্থাৎ স্বাধীনতা হলো এমন সুযোগ-সুবিধা ও পরিবেশ, যেখানে কেউ কারও ক্ষতি না করে সকলেই নিজের অধিকার ভোগ করে। স্বাধীনতা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করে এবং অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে বাধা অপসারণ করে।

Teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে রাকিবের শিক্ষকের জবাবে আইনও স্বাধীনতার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রকাশ পেয়েছে।

ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করার জন্য আইন ও স্বাধীনতা উভয়ের ভূমিকাই অপরিসীম। আইন স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ। আইন আছে বলেই স্বাধীনতাকে উপভোগ করা যায়। এক একটি আইন এক একটি স্বাধীনতা। কেননা সমাজে আইন না থাকলে স্বাধীনতা সকলের সুবিধা অর্জনের হাতিয়ারে পরিণত হতো।

উদ্দীপকে দেখা যায় আইন স্বাধীনতা রক্ষা করে কিনা, রাকিবের এমন প্রশ্নের জবাবে তার শ্রেণি শিক্ষক বলেন, স্বাধীনতার জন্য আইন তৈরি হয়েছে এবং স্বাধীনতাই আইন তৈরি করতে সহায়তা করে। এ থেকেই বোঝা যায়, আইন স্বাধীনতাকে সহজ করে তোলে। আইন আছে বলেই স্বাধীনতা ভোগ করা যায়। এটি শাসকগোষ্ঠীর স্বেচ্ছাচারিতা থেকে জনগণকে রক্ষা করে। এর মাধ্যমে স্বাধীনতার পরিধি সম্প্রসারিত হয়। প্রকৃতপক্ষে সকল নাগরিকের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতেই আইন তৈরি করা হয়েছে। আইনই স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে শিক্ষকের জবাবে আইন ও স্বাধীনতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ হ্যাঁ "আইন ও স্বাধীনতা একে অপরের ভিত্তি রচনা করে" আমি এ বক্তব্যের সাথে একমত।

মানুষকে কতগুলো রীতিনীতি ও নিয়মের প্রতি অনুগত থাকতে হয়। রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও অনুমোদিত এসব নিয়মই আইন। অপরদিকে স্বাধীনতা হলো অন্যের স্বাধীনতার হস্তক্ষেপ না করে স্বাধীনভাবে নিজের কাজ করার অধিকার। আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক নিয়ে পরস্পরবিরোধী মতবাদ থাকলেও প্রকৃতপক্ষে এরা একে অপরের পরিপূরক।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে আইন ও স্বাধীনতা একে অপরের ভিত্তি রচনা করে। এই কথাটি যথার্থ। কেননা আইনের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া যেমন স্বাধীনতা উপভোগ করা যায় না, তেমনটি স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে না পারলে আইনের বাস্তবায়নও অসম্ভব হয়ে পড়ে। আইন স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষক। যখন ব্যক্তির স্বাধীনতা অন্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। আইনের সক্রিয় উপস্থিতি ছাড়া স্বাধীনতার কথা চিন্তা করা যায় না। আইনই স্বাধীনতার ভিত্তি দান করে এবং স্বাধীনতার ক্ষেত্র নির্ধারণ করে থাকে। এর ফলে সরকার বা অন্য কারো স্বেচ্ছাচারী হওয়ার সুযোগ থাকে না। একমাত্র আইনই পারে সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা করে জনগণের স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করতে। আবার স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করতে পারলেই কেবল আইন কাজে আসতে পারে। জনগণের স্বাধীনতা রক্ষার প্রসঙ্গ না থাকলে আইন তৈরি হওয়ার তেমন কোনো প্রয়োজনই নেই।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, আইন ও স্বাধীনতা একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে, তাই বলা যায়, 'আইন ও স্বাধীনতা একে অপরের ভিত্তি রচনা করে' বক্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶৩৫ জনাব দবির উদ্দিন একজন সৎ ও ধার্মিক মানুষ। তিনি অন্যকেও সৎ জীবনযাপনের উপদেশ দেন। তিনি সবসময় অন্যায়ের প্রতিবাদ করেন। তিনি রাষ্ট্রের অধিকার সম্পর্কে খুবই সচেতন। এজন্য সবাই তাকে শ্রদ্ধা করে। *[দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ২]*

ক. Morality শব্দের অর্থ কী? ১
খ. মানুষ আইন মান্য করে কেন? ২
গ. জনাব দবির উদ্দিনের চরিত্রে কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে? উদ্দীপকের আলোকে আলোচনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টি সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে? যুক্তিসহ বর্ণনা কর। ৪

৩৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক Morality শব্দের অর্থ হলো নৈতিকতা।

খ মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জীবনে শান্তি শৃঙ্খলা ও কল্যাণ বজায় রাখার জন্য আইন মান্য করে থাকে। আইন মান্য করা নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতোপার্থক্য দেখা যায়। ইংরেজ দার্শনিক টমাস হবস (Thomas Hobbes), জেরেমি বেন্থাম (Jeremy Bentham), জন অস্টিন (John Austin) প্রমুখ বলেন- 'মানুষ আইন মেনে চলে শাস্তির ভয়ে। কেননা আইন ভঙ্গ করলে অভিযুক্ত হতে হয় এবং শাস্তি পেতে হয়'। তাই ব্যক্তি ও সমাজজীবনকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল করে গড়ে তুলতে আইন মান্য করা উচিত।

গ জনাব দবির উদ্দিনের চরিত্রে মূল্যবোধের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে।

যে চিন্তাভাবনা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সংকল্প মানুষের সামগ্রিক আচার-ব্যবহার ও কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে তাকে মূল্যবোধ বলা হয়। মূল্যবোধ নির্ধারিত হয় সমাজের মানুষের আচার-আচরণ তথা সামষ্টিক গ্রহণযোগ্য রীতিনীতি ও নৈতিকতার দ্বারা। মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ সমাজ ও দেশের প্রতি দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে থাকেন।

উদ্দীপকে দেখা যায় দবির উদ্দির একজন সৎ ও ধার্মিক মানুষ। তিনি অন্যকেও সৎভাবে জীবন যাপনের উপদেশ দেন। তিনি অন্যায়ের প্রতিবাদ করেন এবং রাষ্ট্রের অধিকার সম্পর্কে খুবই সচেতন। এখানে দবির সাহেবের মূল্যবোধের দিকটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা নাগরিক সচেতনতা ও কর্তব্যবোধ মূল্যবোধের অন্যতম উপাদান। অধিকার ও কর্তব্য সচেতন নাগরিককেই বলা হয় সুনাগরিক। আর মূল্যবোধসম্পন্ন সুনাগরিক নিজের অধিকারের ব্যাপারে সতর্ক এবং রাষ্ট্রের প্রতি তার কর্তব্য পালনে সচেষ্ট থাকে। তার মধ্যে নীতি নৈতিকতা থাকে যা দ্বারা ন্যায়-অন্যায় বুঝতে পারেন। তিনি নিজে সৎ হন এবং অন্যকেও সৎ থাকার পরামর্শ দেন। উদ্দীপকে জনাব দবিরের চরিত্রে এসব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তাই বলা যায়, জনাব দবির উদ্দিনের চরিত্রে মূল্যবোধের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টি তথা মূল্যবোধ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

সুশাসন হলো সেই নিয়মনীতি যা সরকারি সংগঠনসমূহের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। সুশাসন এক ধরনের মূল্যবোধ। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় মূল্যবোধের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। যে সমাজে মূল্যবোধ যত উন্নত হয়, সে সমাজে মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার পথও সুগম হয়।

মূল্যবোধ সমাজে সুসংগঠিত পরিকল্পিত ও বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনয়ন করে। ফলে সমাজ হয় সুশৃঙ্খল, সুসংহত ও উন্নত। পরিকল্পিত পরিবর্তন সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে। মূল্যবোধ সমাজের মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ জাগ্রত করে। এর মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সহজ হয়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, কোনো রাষ্ট্রে মূল্যবোধ উন্নত হলে সেখানে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সহজতর হয়। তাই বলা যায়, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় মূল্যবোধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রশ্ন ▶৩৬ একটি অভিজাত পরিবারের ভদ্র মেয়ে জিসা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে এমএসএস পাস করেছে। তার বাবা-মা এক ধনাঢ্য পাত্রের সঙ্গে তার বিয়ে দেয়। বিয়ের পরপরই একটি বহুজাতি প্রতিষ্ঠানে জিসার চাকরি হয়। কিন্তু তার স্বামী তাকে কিছুতেই চাকরি করতে দিতে রাজি নয়। পরিবারের কথা ভেবে জিসা স্বামীর সিদ্ধান্তকে মেনে নেয়। এর পর থেকেই শুরু হয় বিভিন্ন অজুহাতে তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ ও মানসিক নির্যাতন। এক পর্যায়ে জিসা আত্মহত্যা করে। প্রকৃতপক্ষে, অধিকার না থাকলে স্বাধীনতা থাকে না; আর স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচতে চায়। *[সরকারি শাহ সুলতান কলেজ বগুড়া | প্রশ্ন নং ৩]*

ক. স্বাধীনতার ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১
খ. আইনের চারটি উৎস লিখ। ২
গ. জিসা যে অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে সে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কী কী করণীয় রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের শেষ বাক্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

https://teachingbd24.com

৩৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্বাধীনতার ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Liberty.

খ আইনের কতগুলো উৎস রয়েছে।
আইনের চারটি উৎস হলো— ১. প্রথা, ২. ধর্মীয় বিধি বিধান, ৩. বিচারকের রায় এবং ৪. আইনসভা।

গ উদ্দীপকে জিসা সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

সামাজিক অধিকার বলতে সেসব অধিকারকে বোঝায় সেগুলো সমাজে সভ্য জীবনযাপন করতে সাহায্য করে এবং যা জীবন সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার জন্য অপরিহার্য। আর অর্থনৈতিক অধিকার হলো যা মানুষের অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা প্রদান করে। নাগরিকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার রক্ষায় বহুবিধ করণীয় রয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জিসা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা করলেও বিয়ের পরে চাকরি করতে পারে না। এরপর তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয় এবং সে মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়। এক পর্যায়ে আত্মহত্যা করে। জিসা সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। নাগরিকের এ অধিকার রক্ষায় আইনের সুষ্ঠু ও যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সংবিধান সন্নিবেশিত নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষায় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সর্বোপরি জনগণকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। তবে তাদের অধিকারের কেউ হস্তক্ষেপ করবে না। অধিকার সম্পর্কে জনগণের সচেতনতাই হচ্ছে অধিকারের রক্ষাকবচ। এছাড়া কেউ যদি অন্যের অধিকার খর্ব করে তাহলে যথাযথ শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে। যাতে শাস্তির ভয়ে আর কেউ এরকম না করে।

ঘ উদ্দীপকের শেষ বাক্যটি হলো অধিকার না থাকলে স্বাধীনতা থাকেনা, আর স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচতে চায়। কথাটি যথাযথ।

স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত ও সামাজিক অধিকার। সমাজে মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও জীবনে পূর্ণতা অর্জনের জন্য স্বাধীনতা অপরিহার্য। আর স্বাধীনতা সংরক্ষিত হয় বিভিন্ন অধিকার ভোগের মধ্য দিয়ে। কেননা অধিকার না থাকরে জনগনের স্বাধীনতা বিপন্ন হতে পারে।

উদ্দীপকে জিসা সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। যার ফলে তার স্বাধীনতায়ও হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। আর স্বাধীনতা ছাড়া কেউ বাঁচতে চায় না। প্রকৃতপক্ষে আইনগত অধিকার ভোগের মধ্য দিয়েই স্বাধীনতা নিশ্চিত হয়। এ অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়াই পরাধীনতা। একজন নাগরিক তখনই স্বাধীন থাকতে পারে যখন তার সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় এবং সে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়। সামাজিক স্বাধীনতা সমাজজীবনে সুখ শান্তির পরিবেশ নিশ্চিত করে, যা সামাজিক অধিকারের মধ্য দিয়ে সংরক্ষিত হয়। আর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা হলো জীবনধারনের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সুবিধা লাভ করাকে বোঝায়। যা অর্থনৈতিক অধিকার ভোগের মাধ্যমে নিশ্চিত হয়। আর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া অন্যান্য স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে পড়ে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায়, স্বাধীনতাও এক ধরনের অধিকার, যা বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য। তাই বলা যায় অধিকার না থাকলে স্বাধীনতা থাকে না।

প্রশ্ন ▶ ৩৭ মে দিবসে সাভার ইপিজেডের নারী শ্রমিকদের কণ্ঠে একটিই দাবি ছিল যে, সমান পরিশ্রম, সমান পারিশ্রমিক। আর বিষয়টি নিশ্চিত করতে সরকারের প্রতি এসব ন্যায্য মজুরি বঞ্চিত নারী শ্রমিকদের আহ্বান, আইন করে তাদের অধিকার নিশ্চিত করা হোক। আইনের মাধ্যমে পুরুষের সমান পারিশ্রমিক প্রদান নিশ্চিত হলে এসব নারী সমাজ স্বাধীনভাবে কাজ করতে সক্ষম হবেন বলে মনে করেন নারী নেতৃবৃন্দ। সমাজে নারীদের স্বাধীনতা ও সাম্য নিশ্চিত করতে নারী নেতৃবৃন্দ যেকোনো পদক্ষেপ নেবেন বলে মে দিবসের এ আলোচনা সভায় ঘোষণা দেওয়া হয়। *[পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. আইনের উৎস কয়টি? ১
খ. 'সাম্য ব্যতীত স্বাধীনতা অর্থহীন'— ব্যাখ্যা কর। ২
গ. আইনের মাধ্যমে সাভার ইপিজেড-এর নারী শ্রমিকের ন্যায্য দাবি আদায় সম্ভব হবে কীভাবে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নারী নেতৃবৃন্দের ধারণার সাথে তুমি কি একমত? যুক্তি উপস্থাপন কর। ৪

৩৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক অধ্যাপক হল্যান্ডের মতে আইনের উৎস ৬টি।

খ সাম্য ও স্বাধীনতার সম্পর্ক নিবিড়। সাম্য নিশ্চিত করার জন্য স্বাধীনতার প্রয়োজন। স্বাধীনতার শর্ত পূরণ না হলে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। আর স্বাধীনতাকে ভোগ করতে হলে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কেননা সাম্য ও স্বাধীনতা একই সাথে বিরাজ না করলে গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করার প্রশ্নই ওঠে না। সাম্য উঁচু-নীচুর ভেদাভেদ দূর করে, আর স্বাধীনতা সমাজের সুযোগ-সুবিধাগুলো ভোগ করার অধিকার দান করে। তাই বলা যায়, সাম্য ব্যতীত স্বাধীনতা অর্থহীন।

গ আইনের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে কোনো ভেদাভেদ নেই। উদ্দীপকে উল্লিখিত সাভার ইপিজিড-এর নারী শ্রমিকদের পুরুষ শ্রমিকদের তুলনায় কম মজুরি দেওয়া হয়। কিন্তু আইন মজুরি দেওয়ার ক্ষেত্রে এ দ্বৈত নীতিকে কখনই সমর্থন করে না। নারী শ্রমিকরা তাই আইনের মাধ্যমে তাদের এ অধিকার বাস্তবায়নের জন্যে সরকারের প্রতি আহ্বান জানায়। সরকার যদি আইনের মাধ্যমে তাদের এ দাবির প্রতি সমর্থন জানায় তবে সর্বস্তরের ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এ আইন মানতে বাধ্য।

উদ্দীপকের আলোকে নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সাম্য রক্ষার জন্য সরকারের যথাযথ আইন প্রণয়ন ও তার সঠিক বাস্তবায়ন করতে হবে। আইনে কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অন্যান্য মজুরি প্রদানের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। সরকারের এই নিয়ম ভঙ্গকারীকে শাস্তি প্রদানের বিধান থাকতে হবে।

পাশাপাশি সমাজের মানুষের মধ্যে কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমানাধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যদি নারীর অধিকার লজ্ঘন করে তবে তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। সুতরাং আমরা বলতে পারি, আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারীর ন্যায্য অধিকার বাস্তবায়নে সরকার উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত নারী নেতৃবৃন্দের ধারণাটি যথার্থ। কারণ আইনের মাধ্যমে যখন নারী সমাজের অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করা হবে তখন কাজ করার ক্ষেত্রে নারীদেরকে তা স্বাধীনতা ভোগের সুযোগ এনে দেবে। স্বাধীনতা নারী পুরুষ উভয়ের জন্যে প্রয়োজন। স্বাধীনতা ব্যতীত গণতান্ত্রিক শাসন ও সমাজব্যবস্থার কথা চিন্তা করা যায় না। অর্থনৈতিক মুক্তিই নারীদেরকে এনে দিতে পারে তাদের কাম্য স্বাধীনতা। অর্থনৈতিক অধিকার অর্জন নারীদেরকে ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়তা করবে। আবার নারীদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত রাজনৈতিক স্বাধীনতারও আশা করা যায় না। তাই সর্বাগ্রে আইন প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারীর অর্থনৈতিক মুক্তির বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। উদ্দীপকে উল্লিখিত ইপিজেড-এর নারী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় তাদের কম মজুরি দেওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু সাম্য কথাটির অর্থ হলো কাজ বা মজুরি প্রদানের ক্ষেত্রে কেউ কোনো বিশেষ সুযোগ-সুবিধা লাভ করবে না। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি, নারী মুক্তির জন্যে আইন, স্বাধীনতা ও সাম্য এ তিন নীতিরই সংযোজন প্রয়োজন। কারণ আইন, স্বাধীনতা ও সাম্য এ তিনটি ধারণা এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। আইন স্বাধীনতার পূর্ব শর্ত। আইনহীন সমাজে স্বাধীনতা নিরর্থক। আবার সাম্য ব্যতীত স্বাধীনতা অর্থবহ হয় না। সুতরাং আইনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমতার নীতি গ্রহণের সাথে সাথে নারী স্বাধীনতার বিষয়টি নিশ্চিত করা যাবে।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৩৮ ফাহীম এর বন্ধু কাশেম বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত আমেরিকান। সম্প্রতি সে পিতার জন্মভূমি বাংলাদেশে বেড়াতে এসেছে। ঢাকা শহর ঘুরে বেড়ানোর সময় কাশেম দেখল তার বন্ধু ফাহীম মোটর সাইকেল চালানোর সময় ইচ্ছাকৃতভাবে ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন করছে। অনেক গাড়ী ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন করে গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছে। বিষয়টি কাশেমকে হতবাক করে। সে ভেবে বিস্মিত হয়।

[বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা ▌প্রশ্ন নং ৫]

ক. মূল্যবোধ শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১

খ. নেতৃত্বের ২টি গুণাবলি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত কাশেমের হতবাক ও বিস্মিত হওয়ার কারণ কি? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ফাহীম সহ অন্য যারা ট্রাফিক আইন লংঘন করছে তাদের আচরণ সমর্থনযোগ্য কিনা? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক মূল্যবোধ শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Values।

খ নেতৃত্বের ২টি গুণ হলো দূরদৃষ্টি এবং চারিত্রিক কঠোরতা ও কোমলতা। জটিল সমস্যাসমূহের সমাধানের জন্য প্রয়োজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বের। তাই নেতাকে অবশ্যই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হতে হবে। এছাড়া চারিত্রিক গুণ একজন নেতার জন্য অত্যন্ত জরুরি। চরিত্রের কোমলতা যেমন নেতাকে জনগণের কাছে নিয়ে আসে তেমনি তার কঠোরতা জনগণকে সুশৃঙ্খল ও সজাগ করে রাখে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত কাশেমের হতবাক ও বিস্মিত হওয়ার কারণ হলো আইন অমান্য করা।

রাষ্ট্রীয় জীবনের উন্নতি ও শৃঙ্খলতা নিশ্চিত করার জন্য নিয়ম কানুন, বিধি-বিধান প্রণীত হয়। সৃষ্টি হয় আইন। রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও অনুমোদিত রীতি-নীতিকেই আইন বলে। রাষ্ট্রে বসবাসকারী সকলকেই আইন মেনে চলতে হয়। ট্রাফিক আইন তার মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। রাস্তায় প্রত্যেক নাগরিকের নিরাপদ চলাচলের জন্য এবং দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য ট্রাফিক আইন মেনে চলা প্রত্যেক নাগরিকের অবশ্য কর্তব্য। তা না হলে শাস্তির বিধান রয়েছে। আইন না মেনে নিজের ইচ্ছেমতো চললে তাকে আইন অমান্য করা বলা হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ফাহীম এর বন্ধু কাশেম একজন বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত আমেরিকান সে বাংলাদেশে বেড়াতে এসেছে। ঢাকা শহর ঘুরে বেড়ানোর সময় সে দেখল তার বন্ধু ফাহীম মোটর সাইকেল চালানোর সময় ইচ্ছাকৃতভাবে ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন করছে। এছাড়া আরও অনেকে ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন করে গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছে। এ বিষয়টি কাশেমকে হতবাক করে এবং সে বিস্মিত হয়। কেননা, নাগরিকরা প্রত্যেকে ট্রাফিক আইন অমান্য করছে যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

তাই বলা যায়, উদ্দীপকে কাশেমের হতবাক ও বিস্মিত হওয়ার কারণ হলো নাগরিকদের আইন অমান্য করা।

ঘ উদ্দীপকে ফাহীমসহ অন্য যারা ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন করছে তা সমর্থনযোগ্য নয়।

আইন হলো রাষ্ট্রীয় রীতিনীতি যা দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। ট্রাফিক আইন হলো রাস্তায় যানবাহন চলাচল সংক্রান্ত আইন। ট্রাফিক আইনের দ্বারা যানবাহন সুশৃঙ্খলভাবে চলতে পারে এবং দুর্ঘটনার থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। তাই এ আইন মেনে চলা নাগরিকের একান্ত কর্তব্য।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ফাহীম এবং অনেকে ট্রাফিক আইন অমান্য করে নিজেদের মতো গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছে, যা একেবারেই সমর্থনযোগ্য নয়। কেননা সুশৃঙ্খল ও নিরাপদ নাগরিক জীবন নিশ্চিত করার জন্য আইনের উপস্থিতি অপরিহার্য। আইন মানুষকে সভ্য সুশৃঙ্খল ও উন্নত জীবনের নিশ্চয়তা দেয়। ট্রাফিক আইন রাস্তায় সুশৃঙ্খলভাবে যানবাহন চলাচলের ব্যবস্থা করে। তাই মানুষ নিরাপদে চলাচল করতে পারে। অপরদিকে এ আইন অমান্য করলে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। একজন আইন অমান্য করলে তা দেখে সবাই আইন অমান্য করতে পারে। যার ফলে সড়ক দুর্ঘটনার ঝুঁকি অনেক বেড়ে যায় যা কখনো কখনো মৃত্যুর কারণও হতে পারে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, ট্রাফিক আইন মান্য করা অবশ্যই কর্তব্য। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে ফাহীমসহ অন্য যারা ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন করছে তাদের আচরণ একদমই সমর্থন যোগ্য নয়।

প্রশ্ন ▶ ৩৯ কামাল ও জামাল দুই বন্ধু। তারা দু'জনেই শহরে চাকুরী করে। দু'জনের স্ত্রীও চাকুরীজীবি। কামাল তার বয়স্ক মা-বাবাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিয়েছে। এবং জামালকেও পরামর্শ দিল অনুরূপ কাজ করতে। কিন্তু জামালের মন তাতে সায় দিল না। জামাল বলল, আমার যত কষ্টই হোক না কেন আমি মা-বাবাকে নিয়েই বসবাস করব।

[বৃন্দাবন সরকারি কলেজ, হবিগঞ্জ ▌প্রশ্ন নং ৩]

ক. মূল্যবোদের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১

খ. "মূল্যবোধ হচ্ছে একটি মানদণ্ড" ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে জামালের মধ্যে যে মূল্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায় তার প্রকৃতি বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত জামাল ও কামালের মূল্যবোধের তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক মূল্যবোধের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো— Values.

খ সমাজ কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য উপাদান হলো মূল্যবোধ। মানুষের সামাজিক সম্পর্কে ও আচার-আচরণ প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য সব সমাজেই বিভিন্ন ধরনের বিধিনিষেধ তথা মূল্যবোধ প্রচলিত থাকে। মূল্যবোধের মাপকাঠিতে মানুষের কাজের ভালো-মন্দের বিচার করা হয়। যদিও এটি কোনো আইন বা আইনগত বিধি-বিদান নয় তথাপি এর ভিত্তিতেই মানুষের কাজের ভাল-মন্দের বিচার করা হয়। মূল্যবোধ মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার সামাজিক মানদণ্ড স্বরূপ।

গ উদ্দীপকের জামালের মধ্যে যে মূল্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায় সেটি হলো নৈতিক মূল্যবোধ।

নৈতিক মূল্যবোধ হচ্ছে সেসব মনোভাব এবং আচরণ যা মানুষ সবসময় ভালো, কল্যাণকর ও অপরিহার্য বিবেচনা করে মানসিকভাবে তৃপ্তিবোধ করে। সত্যকে সত্য বলা, মিথ্যাকে মিথ্যা বলা, অন্যায়কে অন্যায় বলা, অন্যায়কে কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখা এবং অন্যকে বিরত রাখতে পরামর্শ প্রদান করা, দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানো, বিপদগ্রস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানো ও বিপদ থেকে উদ্ধারে তাকে সাহায্য করা, অসহায় ও ঋণগ্রস্থ মানুষকে ঋণমুক্ত হতে সাহায্য করাকে নৈতিক মূল্যবোধ বলে।

উদ্দীপকের জামাল শহরে চাকুরী করে। সে তার পিতা-মাতাসহ শহরে বাস করে। তার বন্ধু কামাল তার বয়স্ক পিতা-মাতকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানোর পরামর্শ দেয়। জামাল তার এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বলে যে তার যত কষ্টই হোক না কেন সে তার পিতা-মাতাকে নিয়েই বসবাস করবে। সুতরাং বলা যায়, জামালের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

ঘ উদ্দীপকের জামালের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধের পরিচয় পাওয়া গেলেও তার বন্ধু কামালের মধ্যে সেটি পাওয়া যায়নি। নিচে জামাল ও কামালের মূল্যবোধের তুলনামূলক আলোচনা করা হলো—

নীতি ও উচিত-অনুচিত বোধ হলো নৈতিক মূল্যবোধের উৎস। জামালের মধ্যে কোনটি উচিত ও কোনটি অনুচিত এই বোধ থাকলেও কামালের মধ্যে সেটি নাই। জামালের মধ্যে যেসব মনোভাব ও আচরণ বিদ্যমান যা মানুষ সবসময় ভালো, কল্যাণকর ও অপরিহার্য বিবেচনা করে মানসিকভাবে তৃপ্তিবোধ করে। কিন্তু কামালের মধ্যে এরূপ মনোভাব ও আচরণ অনুপস্থিত। সত্যকে সত্য বলা, মিত্যাকে মিথ্যা বলা, অন্যায়কে অন্যায় বলা, দুঃস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানো, ঋণগ্রস্ত মানুষকে ঋণমুক্ত হতে সাহায্য করা প্রভৃতি মনোভাব জামালের মধ্যে বিদ্যমান আছে। পক্ষান্তরে কামালের মধ্যে এ বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান নেই। এছাড়া

https://teachingbd24.com

বিপদগ্রস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানো অন্যায় কাজ থেকে নিজেকের বিরত রাখা এবং অন্যকে বিরত রাখতে পরামর্শ প্রদান করা সুখে-দুঃখে প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজনদের সাথে অংশীদার হওয়ার মানসিকতা জামালের মধ্যে থাকলেও কামালের মধ্যে তার বিন্দু পরিমাণও নেই। কেননা কামাল তার পিতা-মাতাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে জামালকে ও পরামর্শ দেয় তার পিতা-মাতাকে বৃদ্ধাশ্রমে রাখার কিন্তু জামাল তার এই পরামর্শকে গুরুত্ব না দিয়ে তাকে জানিয়ে দেয় সে, আমার মত কষ্টই হোক না কেন আমি আমার পিতা-মাতাকে নিয়েই বসবাস করবো।

পরিশেষে বলা যায়, জামালের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধের উপস্থিতি থাকলেও কামালের মধ্যে মূল্যবোধের উপস্থিতি নেই।

প্রশ্ন ▶ ৪০ রহিম ও তার স্ত্রী ফাতেমা একই ইটের ভাটায় কাজ করেন। কর্তৃপক্ষ ফাতেমাকে রহিমের অর্ধেক মজুরী প্রদান করে। এতে ফাতেমার কষ্টের শেষ নেই। সে মালিকের কাছে তার স্বামীর সমান মজুরি দাবী করলে মালিক তাকে জানিয়ে দেয়, নারী শ্রমিকের মজুরী কখনও পুরুষের সমান হতে পারে না। *[বৃন্দাবন সরকারি কলেজ, হবিগঞ্জ ।প্রশ্ন নং ৯]*

ক. সাম্য কী? ১
খ. "আইন স্বাধীনতার অভিভাবক"— উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের ফাতেমা কী ধরনের সাম্য থেকে বঞ্চিত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত মালিকের বক্তব্যকে কী তুমি সমর্থন কর? যুক্তি দাও। ৪

৪০নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতি-ধর্ম-বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থাকে সাম্য বলে।

খ আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্কে গভীর আইন আছে বলেই স্বাধীনতা টিকে আছে। পিতা-মাতা যেমন সন্তানকে সকল প্রকার বিপদ-আপদ হতে রক্ষা করে ঠিক তেমনি আইন আপন শক্তির সাহায্যে স্বাধীনতাকে নিরাপদ রাখার সকল ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। রাষ্ট্র আইনের মাধ্যমে স্বাধীনতার স্বাদকে সকলের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়। আইন স্বাধীনতার বিরোধী শক্তিকে প্রতিহত করে। আইন শাসকগোষ্ঠীর স্বেচ্ছাচারিতার হাত থেকে জনগণকে রক্ষা করে। আইন সংযত ও নির্দিষ্ট সীমারেখার গণ্ডিতে সকলকে আবদ্ধ রেখে স্বাধীনতা বজায় রাখে। আইন আছে বলেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সমাজ বিরোধী কার্যকলাপের ফলে স্বাধীনতা বিঘ্নিত হয় না।

গ সৃজনশীল ৫নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ না, উদ্দীপকে বর্ণিত মালিকের বক্তব্যকে আমি সমর্থন করি না।

সাম্যের অর্থ সুযোগ-সুবিধাদির সমতা জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থাকে সাম্য বলে। সাম্যের মাধ্যমে সুষম পরিবেশে গড়ে তোলা হয় এবং সকলকে সমানভাবে আত্মবিকাশের সুযোগ প্রদান করা হয়।

জাতি-ধর্ম-বর্ণ, বংশ ও পেশাগত কারণে সমাজে কোনো বৈষম্য না থাকাই হলো সামাজিক সাম্যের প্রধান লক্ষ্য। এখানে সমাজে বসবাসরত সকল মানুষ যোগ্যতা অনুযায়ী একই সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা হলে কাউকে অতিরিক্ত সুবিধা প্রদান না করে যার যা প্রাপ্য তা থাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। সমাজের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই। সামাজিক সাম্য যেহেতু ব্যক্তি পর্যায়কে অধিক মূল্য দেয় সেহেতু এখানে প্রত্যেক ব্যক্তিই তার যোগ্যতা অনুযায়ী প্রাপ্য সুবিধা গ্রহণ করে যা তাকে মুক্তভাবে আত্মবিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়।

কিন্তু উদ্দীপকের মালিক পারিশ্রমিক বিষয়ে নারী-পুরুষের মধ্যে যে বিভেদ তৈরি করেছেন তা সম্পূর্ণরূপে নারীর অধিকার ও স্বাধীনতা পরিপন্থী। আর এ কারণেই উদ্দীপকের মালিকের বক্তব্যকে আমি সমর্থন করি না।

প্রশ্ন ▶ ৪১ আশির দশকে মমতাজ সাহেব সাংবাদিক পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। কিন্তু স্বৈরশাসনের প্রভাবে তিনি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারতেন না। অবশেষে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পেলে তিনি দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় লেখনী ধারণ করেন। তিনি বিভিন্ন সময় উপস্থাপন করেন আইন স্বাধীনতার সহায়ক। *[পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বগুড়া ।প্রশ্ন নং ৪]*

ক. আইন হচ্ছে সার্বভৌম শাসকের আদেশ।"— উক্তিটি কার? ১
খ. আইনের শাসন বলতে কী বোঝায়? ২
গ. মমতাজ সাহেবের যে বিষয়ে লেখনী ধারণ করেন সেটি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিকাশের কীভাবে ভূমিকা পালন করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মমতাজ সাহেবের উত্থাপিত বিষয়টি কতটা যথার্থ? মূল্যায়ন কর। ৪

৪১নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'আইন হচ্ছে সার্বভৌম শাসকের আদেশ'— উক্তিটি জন অস্টিন-এর।

খ আইনের শাসন হলো রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিবিশেষ, যেখানে সরকারের সব কার্যক্রম আইনের মাধ্যমে পরিচালিত হয় এবং যেখানে আইনের স্থান সবকিছুর উর্ধ্বে।

ব্যবহারিক ভাষায় আইনের শাসনের অর্থ হলো, রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সরকার সর্বদা আইন অনুযায়ী কাজ করবে এবং রাষ্ট্রের কোনো নাগরিকের অধিকার লঙ্ঘিত হলে আদালতের মাধ্যমে সে তার প্রতিকার পাবে। আইনের চোখে সবাই সমান এবং কেউ আইনের উর্ধ্বে নয়। কেউ আইন ভঙ্গ করলে তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা হবে— এটাই আইনের শাসনের বিধান। মোট কথায় আইনের শাসন তখনই বিদ্যমান থাকে, যখন সরকারি ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অনুশীলন আদালতের পর্যালোচনাধীন থাকে, যে আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার অধিকার সব নাগরিকের সমান।

গ মমতাজ সাহেব আইনের শাসন বিষয়ে লেখনী ধারণ করেন। আর আইনের শাসন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিকাশে বিভিন্নভাবে ভূমিকা পালন করে।

আইনের শাসনের অর্থ হচ্ছে কেউ আইনের উর্ধ্বে নয়, সবাই আইনের অধীন। অন্যকথায় আইনের চোখে সবাই সমান। আইনের দৃষ্টিতে সব নাগরিকের সমান অধিকার প্রাপ্তির সুযোগকে আইনের শাসন বলে। সবার উপরে আইন-এর অর্থ আইনের প্রাধান্য। আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান এর অর্থ জাতি-ধর্ম-বর্ণ-পেশা নির্বিশেষে আইনের সমান আশ্রয় লাভ করা। এর ফলে ধনী-দরিদ্র, সবল-দুর্বল সবাই সমান অধিকার লাভ করে। আইনের শাসনের প্রাধান্য থাকলে সরকার ক্ষমতায় অপব্যবহার থেকে বিরত থাকবে এবং জনগণ আইনের বিধান মেনে চলবে।

আইনের শাসনের সঠিক প্রয়োগ ঘটলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়, স্বাধীনতা সুরক্ষিত হয় মৌলিক অধিকার ভোগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়, শাসক শাসিতের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপিত হয় সরকার স্থায়িত্ব লাভ করে এবং রাষ্ট্রে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিকশিত হয়। এভাবে আইনের শাসন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিকাশে ভূমিকা পালন করে।

ঘ আইন স্বাধীনতার সহায়ক। মমতাজ সাহেবের সহায়ক হিসেবে কাজ করে। আইন আছে বলে স্বাধীনতা ভোগ করা যায়, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের অনুকূল স্বেচ্ছাচারিতায় লিপিবদ্ধ থাকার কারণে সরকার বা অন্যে কোনো কর্তৃপক্ষ জনগণের স্বাধীনতা হরণ করতে পারে না। স্বাধীনতা লঙ্ঘন ও হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে আদালতে সাংবিধানিক ও সাধারণ আইনের মাধ্যমে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণে করা যায়। এজন্য জন লক বলেছেন, 'হস্তকা যেখানে আইন থাকে না, সেখা যেখানে স্বাধীনতা থাকতে পারে না। আইন শাসকগোষ্ঠীর স্বেচ্ছাচারিতার হাত থেকে জনগণকে রক্ষা করে। আইন আছে বলেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সমাজ বিরোধী কার্যকলাপের ফলে স্বাধীনতা বিঘ্নিত হয় না।

https://teachingbd24.com

আইন স্বাধীনতাকে সহজলভ্য করে তোলে। আইনের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া যথার্থভাবে স্বাধীনতা ভোগ করা যায় না। আইনের অবর্তমানে সবলের অত্যাচারে দুর্বলের অধিকার বিপর্যয় হয়ে পড়ে। আইন না থাকলে সমাজজীবনে ভয়াবহ অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতো। আইন আছে বলে স্বাধীনতা উপভোগ করা যায়। আইন না থাকলে প্রকৃত স্বাধীনতা থাকতে পারে না। স্বাধীনতাকে রক্ষা করা এবং সবার নিকট উপভোগ্য করে তোলাই আইনের লক্ষ্য।

ওপরের আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আইন স্বাধীনতার সহায়ক মমতাজ সাহেবের উত্থাপিত এ বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ৪২ কলেজ পড়ুয়া প্রবাল তার শিক্ষক ও বন্ধুদের কাছে প্রিয়। সে প্রতিদিন কলেজে আসে। ক্লাস শেষে বাড়ি ফেরার আগে সে প্রতিদিন ক্লাসরুমের বৈদ্যুতিক সুইচগুলো বন্ধ করে রেখে যায়। বিগত ভয়াবহ বন্যার সময় সে ও তার বন্ধুরা বন্যাদুর্গত এলাকায় ত্রাণসামগ্রী নিয়ে যায় এবং বিতরণ করে। *[বি এ এফ শাহীন কলেজ, কুর্মিটোলা, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. নৈতিকতা কী? ১
খ. মূল্যবোধ বলতে কী বোঝ ২
গ. প্রবালের কর্মকাণ্ডে কোন ধরনের মূল্যবোধ প্রতিফলিত হয়েছে। ৩
ঘ. সমাজে মানবতাবোধ জাগ্রত করার ক্ষেত্রে উদ্দীপক উল্লিখিত মূল্যবোধের ভূমিকা আলোচনা কর। ৪

৪২নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজের বিবেকের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কতগুলো ধ্যান-ধারণা ও আদর্শের সমষ্টিকে নৈতিকতা বলে।

খ মূল্যবোধ হলো সমাজের মানুষের মৌলিক বিশ্বাস, সামাজিক রীতিনীতি ও আচার-আচরণের সমষ্টি।

মানুষের সামাজিক সম্পর্ক ও আচার-আচরণ প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্যে সব সমাজেই বিভিন্ন ধরনের বিধি নিষেধ প্রচলিত থাকে। এ সকল বিধি নিষেধ অর্থাৎ ভালো-মন্দ, ঠিক-বেঠিক, কাঙ্ক্ষিত-অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় সম্পর্কে সমাজের সদস্যদের যে ধারণা তাই হলো মূল্যবোধ।

গ সৃজনশীল ৩ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৩ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪৩ জনাব ফেরদৌসি একজন বিচারপতি, তার আদালতে শিশুশ্রম সংক্রান্ত একটি মামলার তিনি বিচার করেন। তিনি জাতীয় সংসদে প্রণীত শিশু বিল ২০১৩ অনুসারে মামলার রায় দেন। *[ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. কোন দেশের আইনের প্রধান উৎস প্রথা? ১
খ. অর্থনৈতিক সাম্য বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিচারপতির রায়ে বিবেচিত বিলটি আইনের কোন ধরনের উৎস? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত উৎস ছাড়াও আইনের আরও অনেক উৎস আছে- বিশ্লেষণ করো। ৪

৪৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক যুক্তরাজ্যের আইনের প্রধান উৎস প্রথা।

খ সাম্যের অন্যতম একটি প্রকরণ হচ্ছে অর্থনৈতিক সাম্য।

রাষ্ট্রের সকল নাগরিককে তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করাকে অর্থনৈতিক সাম্য বলা হয়।

অর্থাৎ জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র সকল মানুষ যখন কাজ করার, ন্যায্য মজুরি পাবার সুবিধা লাভ করে, তখন তাকে অর্থনৈতিক সাম্য বলে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত বিচারপতির রায়ে বিবেচিত বিলটি আইনের উৎস হিসেবে আইনসভাকে নির্দেশ করে।

আইনসভাকে আইনের আধুনিক উৎস বলা হয়ে থাকে। বর্তমানে প্রত্যেক দেশের আইনসভা রাষ্ট্রীয় কার্য পরিচালনার জন্য যাবতীয় আইন প্রণয়ন করে। এক্ষেত্রে জনমতকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন রাষ্ট্রীয় আইন হিসেবে স্বীকৃত। আইনসভা প্রণীত আইন সামাজিক মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বিচারপতি ফেরদৌসি তার আদালতে শিশুশ্রম সংক্রান্ত একটি মামলার বিচার করেন। তিনি জাতীয় সংসদে প্রণীত শিশু বিল-২০১৩ অনুসারে মামলাটির রায় দেন। এই জাতীয় শিশু বিলটি জাতীয় সংসদ তথা আইনসভা কর্তৃক প্রণীত হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত বিচারপতির রায়ে বিবেচিত বিলটি আইনের গুরুত্বপূর্ণ উৎস আইনসভাকে নির্দেশ করে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত আইনের উৎসটি হলো আইনসভা।

আধুনিককালে আইনের প্রধান উৎস হলো আইনসভা, এছাড়াও আইনের আরও অনেক উৎস রয়েছে। সেগুলো হলো—

ধর্মগ্রন্থ বা ধর্মীয় প্রথা আইনের অন্যতম উৎস। ধর্মীয় প্রথার ভিত্তিতে অনেক আইন তৈরি হয়েছে। যেমন-হিন্দু আইন, মুসলিম জনগোষ্ঠীর সম্পত্তি সংক্রান্ত আইন প্রভৃতি। সামাজিক প্রথা আইনের প্রাচীন একটি উৎস। সুদীর্ঘকাল ধরে যেসব আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ও অভ্যাস সমাজের অধিকাংশ মানুষ পালন করে আসছে তাকে প্রথা বলে। যুক্তরাজ্যের সাধারণ আইনগুলো এরূপ প্রথার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। বিচারকের রায় আইনের এরূপ প্রথার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। বিচারকের রায় আইনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। বিচারকরা যখন দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে কোনো মামলা নিষ্পত্তি করতে অসমর্থ হন তখন নিজের বিবেক, প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার আলোকে নতুন আইন সৃষ্টি করেন এবং প্রয়োজনবোধে আইনের যথার্থতা বিশ্লেষণ করেন। পরবর্তী সময়ে ওই ধরনের মামলার একইরকম রায় দেওয়া হয় এবং তা কালক্রমে আইনে পরিণত হয়। রাষ্ট্রের সংবিধানও আইনের গুরুত্বপূর্ণ একটি উৎস। সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলি সংবিধানে স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ থাকে। সাংবিধানিক আইনের ভিত্তিতেই রাষ্ট্র পরিচালিত হয়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, আইনসভা আইনের প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলেও, ওপরে আলোচিত উৎসগুলোও গুরুত্বপর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ▶ ৪৪ 'ক' নাম গ্রামের জব্বুর মোড়ল তার লোকজন নিয়ে কারণে অকারণে সাধারণ মানুষদের মারধর করে। তার ভয়ে গ্রামের লোক অতিষ্ঠ। একদিন পুলিশ এসে তাকে গ্রেফতার করে। তার দাবি সে স্বাধীন দেশের একজন স্বাধীন নাগরিক। যা খুশি তাই করার স্বাধীনতা রয়েছে। অন্যদিকে পুলিশের দাবি তার হাত থেকে সাধারণ নাগরিকের স্বাধীনতা রক্ষা করতেই তাকে গ্রেফাতার করা হয়েছে। *[মাগুরা সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ৪]*

ক. আইনের সংজ্ঞা দাও। ১
খ. সামাজিক মূল্যবোধ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. জব্বুর মোড়লের দাবি কি সঠিক? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. জব্বুর মোড়লের গ্রেফতারের মধ্য দিয়ে সাধারণ নাগরিকের স্বাধীনতা কীভাবে রক্ষা পাবে? আলোচনা করো। ৪

৪৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক আইন হলো সমাজস্বীকৃত এবং রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত নিয়ম-কানুন, যা মানুষের বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।

খ যে চিন্তাভাবনা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সংকল্প মানুষের সামাজিক আচার ব্যবহার ও কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে তার সমষ্টিকে সামাজিক মূল্যবোধ বলে।

আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানী এবং শিক্ষাবিদ স্টুয়ার্ট সি. ডড (Stuart Carter Dodd) এর মতে, 'সামাজিক মূল্যবোধ হলো সে সব রীতিনীতির সমষ্টি যা ব্যক্তি সমাজের কাছ থেকে আশা করে এবং সমাজ ব্যক্তির কাছ থেকে লাভ করে।' সামাজিক মূল্যবোধ সামাজিক উন্নয়নের ভিত্তি বা মানদণ্ড। সামাজিক শিষ্টাচার, সততা, সত্যবাদিতা, ন্যায়বিচার, সহমর্মিতা, সহনশীলতা, শৃঙ্খলাবোধ, শ্রমের মর্যাদা, দানশীলতা, আতিথেয়তা, জনসেবা, আত্মত্যাগ প্রভৃতি মানবিক গুণাবলির সমষ্টি হচ্ছে সামাজিক মূল্যবোধ। সামাজিক মূল্যবোধের মাপকাঠিতেই মানুষের আচরণ ও কাজের ভালোমন্দ বিচার করা হয়।

Teachingbd24.com

গ জব্বুর মোড়লের দাবি সঠিক নয়। কেননা যা খুশি তাই করাই স্বাধীনতা নয়।

স্বাধীনতা ব্যক্তিকে মুক্তভাবে যা খুশি তা করার অধিকার প্রদান করে না। অবাধ স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতা প্রতিষ্ঠা করে। যা স্বাধীনতা বিরোধী। পৌরনীতিতে স্বাধীনতা হলো অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করে তথা অন্যের সমস্যা সৃষ্টি না করে স্বাধীন ও মুক্তভাবে কাজ করার অধিকার।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জব্বুর মোড়ল তার লোকজন নিয়ে কারণে অকারণে গ্রামের মানুষকে মারধর করে। একদিন পুলিশ এসে তাকে ধরলে সে দাবি করে স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে তার যা খুশি তাই করার অধিকার রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এটি জব্বুর মোড়লের স্বাধীনতা নয়, বরং স্বেচ্ছাচারিতা। একজন স্বাধীন নাগরিক হিসেবে তার স্বাধীনতা অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু এই স্বাধীনতার অজুহাতে তিনি গ্রামের অন্যান্য মানুষের ওপর অত্যাচার করতে পারেন না। কেননা তাদেরও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার স্বাধীনতা রয়েছে। যা জব্বুর মোড়ল তার কর্মকাণ্ডের দ্বারা খর্ব করছেন। তাই বলা যায়, জব্বুর মোড়লের দাবিটি সঠিক নয়।

ঘ জব্বুর মোড়লের গ্রেফতারের মাধ্যমে মূলত স্বাধীনতা রক্ষায় আইনের গুরুত্ব প্রকাশ পেয়েছে। আর আইনের মাধ্যমেই সাধারণ নাগরিকের স্বাধীনতা রক্ষা পাবে।

স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত ও সামাজিক অধিকার। স্বাধীনতা রক্ষায় যেসব বিষয় গুরুত্বপূর্ণ তার মধ্যে আইন অন্যতম। আইনের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া স্বাধীনতা উপভোগ করা যায় না। আইনের মাধ্যমেই নাগরিকদের স্বাধীনতা সংরক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জব্বুর মোড়লের হাত থেকে সাধারণ নাগরিকের স্বাধীনতা রক্ষা করতেই তাকে গ্রেফতার করা হয়। কেননা, আইন স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষক। যখন কোনো ব্যক্তির স্বাধীনতা অন্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কর্তৃক খর্ব হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তখন নাগরিক আইনের আশ্রয় নিতে পারে। আইন স্বাধীনতার সহযোগী। এর যথাযথ প্রয়োগ ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষায় ভূমিকা রাখে। এটি স্বাধীনতাকে সুনির্দিষ্টভাবে চলতে সাহায্য করে। এছাড়া আইন স্বাধীনতার অভিভাবকের ভূমিকা পালন করে। আইন আছে বলে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছাচারিতার জন্য স্বাধীনতা বিঘ্ন হয় না। এক্ষেত্রে আইন স্বাধীনতার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে। এর ফলে, সমাজ ও রাষ্ট্রে সভ্য, সুন্দর ও মুক্ত জীবনযাপনের অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়। একমাত্র আইনই পারে সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা করে জনগণের স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করতে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, আইনের সঠিক বাস্তবায়ন স্বাধীনতাকে রক্ষা করে। তাই বলা যায়, আইনের মাধ্যমেই সাধারণ নাগরিকের স্বাধীনতা রক্ষা পাবে।

প্রশ্ন ▶ ৪৫ মিসেস তানজিনা নাজনিন মিষ্টি দক্ষিণ মাকসুদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা। তিনি স্কুলে 'মহানুভবতার দেয়াল' নামে ডেকস খুলেন যাতে শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রী সবাই তাদের অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলো তাতে দান করতে পারে। এই ডেকসে সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্ব স্ব জিনিসপত্র দান করে, যা স্কুলের গরিব ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এটি পড়াশোনার পাশাপাশি শিশুদেরকে মহানুভব মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য মিসেস তানজিনা নাজনিন মিষ্টি-এর প্রচেষ্টা।

[বান্দরবান ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ। প্রশ্ন নং ৩]

ক. স্বাধীনতা কী? ১

খ. 'সাম্য ব্যতীত স্বাধীনতা অর্থহীন' কেন? ২

গ. উদ্দীপকের মিসেস মিষ্টির প্রচেষ্টা কোন ধরনের মূল্যবোধ গঠনের সাহায্য করবে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত মূল্যবোধের ধারণা যে সমাজে যত বেশি সে সমাজ তত বেশি উন্নত ও প্রগতিশীল-উক্তিরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

৪৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্বাধীনতা হলো ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী অনুকূল সামাজিক ব্যবস্থা বা পরিবেশ।

খ সাম্য ও স্বাধীনতার সম্পর্ক নিবিড়। সাম্য নিশ্চিত করার জন্যে স্বাধীনতার প্রয়োজন। স্বাধীনতার শর্ত পূরণ না হলে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। আর স্বাধীনতাকে ভোগ করতে হলে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কেননা সাম্য ও স্বাধীনতা একই সাথে বিরাজ না করলে গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করার প্রশ্নই ওঠে না। সাম্য উঁচু-নীচুর ভেদাভেদ দূর করে, আর স্বাধীনতা সমাজের সুযোগ-সুবিধাগুলো ভোগ করার অধিকার দান করে। তাই বলা যায়, সাম্য ব্যতীত স্বাধীনতা অর্থহীন।

গ উদ্দীপকের মিসেস মিষ্টির প্রচেষ্টা সে ধরনের মূল্যবোধ গঠনে সাহায্য করবে সেটি হলো সামাজিক মূল্যবোধ।

যে চিন্তাভাবনা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সংকল্প মানুষের সামাজিক আচার ব্যবহার ও কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে তার সমষ্টিকে সামাজিক মূল্যবোধ বলে। যা সামাজিক শিষ্টাচার, সততা, সত্যবাদিতা, ন্যায়বিচার, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, শ্রমের মর্যাদা, শৃঙ্খলাবোধ, দানশীলতা, আতিথেয়তা, আত্মত্যাগ প্রভৃতি মানবিক সুকুমার বৃত্তির সমষ্টি। সামাজিক মূল্যবোধ হলো মানুষের আচরণ বিচারের মানদণ্ড। সামাজিক মূল্যবোধের মাপকাঠিতে মানুষের কাজের ভালো-মন্দের বিচার করা হয়। এটি মানুষের আচরণকে পরিমাপ ও নিয়ন্ত্রণ করে সমাজকে একটি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পরিচালিত করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মিসেস তানজিনা নাজনিন মিষ্টি স্কুলে একটি 'মহানুভবতার দেয়াল' নামে ডেস্ক খুলেন। যাতে শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী সবাই তাদের অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলো দান করে। যা স্কুলের গরিব ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বিতরণ করা হয়। এটি পড়াশোনার পাশাপাশি শিশুদেরকে মহানুভব মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য মিসেস তানজিনা নাজনীন মিষ্টি এর একটি প্রচেষ্টা। যা সামাজিক মূল্যবোধের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত মূল্যবোধের ধারণা অর্থাৎ সামাজিক মূল্যবোধের ধারণা যে সমাজে যত বেশি সে সমাজ তত বেশি উন্নত ও প্রগতিশীল উক্তিটি যথার্থ।

ব্যক্তির যেসব গুণ, আচার-আচরণ ও কর্মকাণ্ড সমাজ জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সমাজে শৃঙ্খলা স্থাপন করে, ব্যক্তির সেসব আচরণ ও কর্মকাণ্ডের সমষ্টিকে সামাজিক মূল্যবোধ বলে। সামাজিক মূল্যবোধ হলো সামাজিক শিষ্টাচার, সততা, সত্যবাদিতা, ন্যায়বিচার সহনশীলতার সহমর্মিতা, শ্রমের মর্যাদা, শৃঙ্খলাবোধ, দানশীলতা, আতিথেয়তা, আত্মত্যাগ প্রভৃতি মানবিক সুকুমার বৃত্তির সমষ্টি।

সামাজিক মূল্যবোধের উপস্থিতি সমাজ ও রাষ্ট্রকে করে সমৃদ্ধশালী। কেননা, বুদ্ধিমত্তা, ভদ্রতা, নম্রতা, শৃঙ্খলা, সত্যবাদীতা প্রভৃতির মাধ্যমে মানুষের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে সমাজ জীবনকে সুন্দর করে তোলে। সামাজিক মূল্যবোধের উপস্থিতি সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে। ধনী-গরিব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকলের জন্য সকল ক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন নীতি অনুসরণ করা ন্যায় বিচারের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া শৃঙ্খলাবোধ সমাজজীবনে ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টি করে। সমাজ সুনির্দিষ্ট নীতিমালার মানদণ্ড অনুযায়ী নিয়মতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হয়। সমাজের বিধি-বিধান ও নিয়ম-প্রথা মেনে চলার মাধ্যমে সমাজ সুশৃঙ্খল চরিত্র লাভ করে। সমাজকে সুশৃঙ্খল করতে হলে সমাজের মানুষকে অবশ্যই সহনশীল হতে হবে। মানুষ সামাজিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে সহনশীলতা অর্জন করে। সর্বোপরি একটি সমৃদ্ধ সমাজ বিনির্মাণের অপরিহার্য শর্ত হলো সহমর্মিতা। অন্যের সুখে-সুখী হওয়া, অন্যের দুঃখে দুঃখী হওয়া, অন্যের বিপদে-আপদে পাশে দাঁড়িয়ে সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করাই হলো সহমর্মিতা।

ওপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সামাজিক মূল্যবোধের ধারণা যে সমাজে যত বেশি সে সমাজ তত বেশি উন্নত ও প্রগতিশীল।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶৪৬ শিক্ষক শ্রেণি কক্ষে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন আইন ও স্বাধীনতা একে অপরের পরিপূরক। এ দুটি একে অপরকে পূর্ণতা দান করেছে। তিনি আইন ও স্বাধীনতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আইনের উৎস ও স্বাধীনতার রক্ষাকবচ তার আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল। *[নোয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. 'আইন হলো আবেগ বিবর্জিত যুক্তি' উক্তিটি কার? ১
খ. আইন ও স্বাধীনতা একে অপরকে পূর্ণতা দান করেছে কীভাবে? ২
গ. আইনের উৎস কী কী হতে পারে বলে তুমি মনে কর? ৩
ঘ. নাগরিক স্বাধীনতার রক্ষা কীভাবে হতে পারে বলে মনে করো? ৪

৪৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'আইন হলো আবেগ বিবর্জিত যুক্তি' উক্তিটি এরিস্টটলের।

খ আইন ও স্বাধীনতা একে অপরের পরিপূরক।

আইন স্বাধীনতার শর্ত ও প্রধান রক্ষাকবচ। আইন স্বাধীনতা ভোগের পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং স্বাধীনতাকে সবার জন্য উন্মুক্ত করে তোলে। অপরদিকে স্বাধীনতা না থাকলে আইনের কার্যকারিতা থাকে না। স্বাধীনতা ব্যক্তিকে পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ দেয়। আইন ব্যক্তিকে সেই স্বাধীনতা উপভোগ করার উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করে থাকে। এভাবেই আইনও স্বাধীনতা একে অপরকে পূর্ণতা দান করেছে।

গ আইনের মূলত ৬টি উৎস হতে পারে বলে আমি মনে করি।

সমাজস্বীকৃত ও রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত নিয়মকানুনকে বলা হয় আইন, যা মানুষের বাহ্যিক কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করে। ধর্মীয় বিধিবিধান, প্রথা, বিচারকের রায়, ন্যায়বোধ, বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা, আইনসভা এই ৬টি আইনের প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়।

ধর্মগ্রন্থ বা ধর্মীয় প্রথা আইনের অন্যতম উৎস। ধর্মীয় অনুশাসন বা ধর্মগ্রন্থ হতে আইনের উৎপত্তি হয়ে থাকে। সামাজিক প্রথা আইনের প্রাচীন একটি উৎস। সুদীর্ঘকাল ধরে যেসব আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ও অভ্যাস সমাজের অধিকাংশ মানুষ পালন করে আসছে তাকে প্রথা বলে। যুক্তরাজ্যের সাধারণ আইনগুলো এরূপ প্রথার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। বিচারকের রায় আইনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। বিচারকরা যখন দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে কোনো মামলা নিষ্পত্তি করতে অসমর্থ হন তখন নিজের বিবেক, প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার আলোকে নতুন আইন সৃষ্টি করেন এবং ওই ধরনের মামলার একইরকম রায় দেওয়া হয় এবং তা কালক্রমে আইনে পরিণত হয়। আধুনিককালে আইনের প্রধান উৎস হচ্ছে আইন পরিষদ বা আইনসভা। আইনসভা জনমতের সাথে সঙ্গতি রেখে আইন প্রণয়ন ও সংশোধন করে থাকে। এছাড়া প্রখ্যাত আইনবিদের বিজ্ঞান সম্মত আলোচনাও আইনের অন্যতম একটি উৎস। পাশাপাশি বিচারকদের ন্যায়বোধ থেকেও আইন সৃষ্টি হয়।

ঘ নাগরিক স্বাধীনতা বিভিন্ন রক্ষাকবচ দ্বারা সংরক্ষিত হতে পারে বলে মনে করি।

স্বাধীনতা সভ্য সমাজের অপরিহার্য উপাদান। অপরের অধিকার বা স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করে নিজের ইচ্ছামতো কাজ করার অধিকারই স্বাধীনতা। স্বাধীনতা ছাড়া নাগরিকের ব্যক্তিত্ব বিকশিত হতে পারে না। নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষার বেশকিছু রক্ষাকবচ রয়েছে। আইন স্বাধীনতার প্রধান রক্ষাকবচ। আইনের কারণেই স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হয় না। নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে আইনের শাসন। এর মাধ্যমে সকল জনগণকে আইনের দৃষ্টিতে সমান বলে বিবেচনা করা হয়। নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষিত হতে পারে দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থার দ্বারা। এতে সরকর তার কাজের জন্য জনগণের নিকট দায়ী থাকে। গণতন্ত্র স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ। কেননা, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সকল ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে। নাগরিকদের স্বাধীনতা রক্ষা করতে হলে তাদের শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। কারণ শিক্ষিত নাগরিক তাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকে। নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলো সংবিধানের সন্নিবেশিত করার মধ্য দিয়েও স্বাধীনতা রক্ষা করা যায়। স্বাধীন ও নিরপেক্ষ গণমাধ্যম স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ। কারণ এর মধ্য দিয়ে সুষ্ঠু জনমত গঠিত হয়। এছাড়া বিচার বিভাগ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ হলে অন্যান্য বিভাগের প্রভাবমুক্ত হয়ে কাজ করতে পারে। বিচার বিভাগ নাগরিক স্বাধীনতার রক্ষক ও অভিভাবক হিসেবে কাজ করে। পাশাপাশি সৎ ও সুনির্দিষ্ট নেতৃত্ব, সামাজিক ন্যায়বিচার, সাম্য প্রভৃতি নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষায় ভূমিকা রাখে।

পরিশেষে বলা যায়, ওপরে আলোচিত বিষয়গুলোর দ্বারা নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষা করা যায়।

প্রশ্ন ▶৪৭ আইন স্বাধীনতার রক্ষক, আইনবিহীন সমাজে স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর। জন লক বলেন "যেখানে আইন নেই, সেখানে স্বাধীনতা থাকতে পারে না।" *[কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. Law শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে? ১
খ. মূল্যবোধ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত স্বাধীনতার রক্ষাকবচগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত স্বাধীনতা ও আইন একে অপরের পরিপূরক তার যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

৪৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক Law শব্দটি এসেছে টিউটনিক ভাষা থেকে।

খ মূল্যবোধ এমন একটি মানদণ্ড যা ভালো-মন্দ নির্ধারণের মাধ্যমে মানুষের আচরণকে সঠিক পথে পরিচালিত করে।

মানুষের সামাজিক সম্পর্ক ও আচার-আচরণ প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য সব সমাজেই বিভিন্ন ধরনের বিধিনিষেধ প্রচলিত থাকে। এ সব বিধিনিষেধ অর্থাৎ ভালো-মন্দ, ঠিক-বেঠিক সম্পর্কে সমাজের সদস্যদের যে ধারণা তাই হলো মূল্যবোধ। মূল্যবোধ মানুষের জীবনে ঐক্য ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, সামাজিক জীবনকে সুদৃঢ় করা এবং ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে যথার্থ সম্পর্ক নির্ণয়ে অবদান রাখে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত স্বাধীনতার কতগুলো রক্ষাকবচ রয়েছে, যার মধ্যে আইন অন্যতম।

স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত ও সামাজিক অধিকার। ব্যক্তিত্ব বিকাশে স্বাধীনতা অপরিহার্য। স্বাধীনতা অর্জন যেমন দুরূহ প্রক্রিয়া, স্বাধীনতা সংরক্ষণ তেমনি কঠিন। স্বাধীনতা রক্ষায় এর রক্ষাকবচগুলো গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য যে সকল বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় তাই স্বাধীনতার রক্ষাকবচ নামে পরিচিত। স্বাধীনতা সংরক্ষণের শ্রেষ্ঠ উপায় হলো আইন। আইনের শাসন স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে। এর অর্থ হলো আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান। সংবিধানে মৌলিক অধিকারের সন্নিবেশ থাকলে সেগুলো কেউ হরণ করতে পারে না, যা স্বাধীনতা রক্ষয় ভূমিকা রাখে। স্বাধীনতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ রক্ষাকবচ হলো গণমাধ্যমের স্বাধীনতা। কেননা সুষ্ঠু জনমত গঠনে গণমাধ্যমের কোনো বিকল্প নেই। স্বাধীন বিচার বিভাগও নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষায় ভূমিকা রাখে। বিচার বিভাগ ব্যক্তি স্বাধীনতার রক্ষক ও অভিভাবক হিসেবে কাজ করে। এছাড়া গণতন্ত্র স্বাধীনতা রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে কাজ করে। কেননা গণতন্ত্রে সকল ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে। তাছাড়া দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ তার কাজের জন্য আইন বিভাগের নিকট দায়ী থাকেন বলে স্বাধীনতা রক্ষিত হয়। পাশাপাশি শিক্ষার প্রসার, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সৎ ও সুনির্দিষ্ট নেতৃত্ব জনগণের স্বাধীনতা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ঘ সৃজনশীল ১১ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶৪৮ মি. কামাল সাহেব একজন ডাক্তার। তিনি অত্যন্ত ভদ্র ও মার্জিত ব্যক্তি তার বাড়িতে গৃহকর্মীসহ সবাই একই ধরনের রান্না ও একই মানের পোশাক পরিধান করেন। অন্যদিকে প্রতিবেশী রবিন সাহেবের বাড়িতে নিজেদের জন্য একরকম এবং গৃহকর্মীদের জন্য অন্য রকম খাবার ও পোশাক দেয় হয়। *[সরকারি বরিশাল কলেজ। প্রশ্ন নং ২]*

https://teachingbd24.com

ক. সাম্য কী? ১
খ. স্বাধীনতা বলতে কী বোঝ? ২
গ. কামাল সাহেবের পরিবারে কোন ধরনের সাম্য বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রবিন সাহেবের পরিবারে বিদ্যমান অবস্থা বজায় থাকলে কী রক্ষা করা কঠিন হবে? মূল্যায়ন কর। ৪

৪৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাম্য অর্থ 'সুযোগ সুবিধাবাদির' সমতা। জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থাকে সাম্য বলে।

খ সাধারণ অর্থে স্বাধীনতা বলতে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী যেকোনো কাজ করাকে বোঝায়। কিন্তু প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা বলতে এ ধরনের অবাধ স্বাধীনতাকে বোঝায় না।

পৌরনীতি ও সুশাসনে স্বাধীনতা ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। অন্যের কাজে হস্তক্ষেপ বা বাধা সৃষ্টি না করে নিজের ইচ্ছানুযায়ী নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কাজ করাই হলো স্বাধীনতা। অর্থাৎ স্বাধীনতা হলো এমন সুযো-সুবিধা ও পরিবেশ, যেখানে কেউ কারও ক্ষতি না করে সকলেই নিজের অধিকার ভোগ করে। স্বাধীনতা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করে এবং অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে বাধা অপসারণ করে।

গ সৃজনশীল ১৬ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১৬ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶৪৯ রাহেলা প্রতিদিন সকাল ৮.০০ থেকে বিকাল ৫.০০ পর্যন্ত দিনমজুরের কাজ করে। কাজ শেষে মজুরী নিতে গেলে কর্তৃপক্ষ পুরুষ শ্রমিকের চেয় তাকে কমমজুরি দেয়। রাহেলা প্রতিবাদ করলে কর্তৃপক্ষ তাকে কর্মচ্যুত করার হুমকি দেয়। রাহেলা আশাহত না হয়ে যুক্তিসঙ্গত দাবি আদায়ে ধৈর্য সহাকারে শ্রমিকদের সংগঠিত করে। কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের দাবির মুখে ন্যায্য মজুরি দিতে বাধ্য হয়।

[নীলফামারি সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ২]

ক. স্বাধীনতার সংজ্ঞা দাও। ১
খ. মানুষ কেন আইন মান্য করে? ২
গ. রাহেলা কোন ধরনের সাম্য ও সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রাহেলার দাবি বাস্তবায়িত হওয়ায় কী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? রাষ্ট্রীয় জীবনে এর প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

৪৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে নিজের অধিকার উপভোগ করাই স্বাধীনতা।

খ মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জীবনে শান্তি শৃঙ্খলা ও কল্যাণ বজায় রাখার জন্য আইন মান্য করে থাকে।

আইন মান্য করা নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। ইংরেজ দার্শনিক টমাস হব্স (Thomas Hobbes), জেরেমি বেন্থাম (Jeremy Bentham), জন অস্টিন (John Austin) প্রমুখ বলেন— 'মানুষ আইন মেনে চলে শাস্তির ভয়ে। কেননা আইন ভঙ্গ করলে অভিযুক্ত হতে এবং শাস্তি পেতে হয়'। তাই ব্যক্তি ও সমাজজীবনকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল করে গড়ে তুলতে আইন মান্য করা উচিত।

গ সৃজনশীল ৫ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৫ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶৫০ জনাব 'ক' একজন পদস্থ সরকারি কর্মকর্তা। নম্র, ভদ্র লোকটি সবসময় অন্যের কল্যাণের কথা ভবেন। শত চেষ্টা করেও কেউ তাকে ঘুষ দিতে পারে না। সকল মানুষ যাতে সুবিচার পায় সে বিষয়ে তার নিরন্তর চেষ্টা। সকল প্রকার শ্রমই তার কাছে প্রশংসনীয়। তিনি বিশ্বাস করেন সুশৃঙ্খল জীবন মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করে সমাজ জীবনে প্রগতি আনে। *[জয়পুরহাট সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ৮]*

ক. আইন শব্দটি কোন ভাষার শব্দ? ১
খ. আইনের দুটি উৎস লিখ। ২
গ. উদ্দীপকে জনাব 'ক' এর জীবনাচারে সামাজিক মূল্যবোধের কি কি উপাদান ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত উপাদান ছাড়াও মূল্যবোধের আরও উপাদান আছে— তোমার পাঠ্য বইয়ের আলোক বিশ্লেষণ কর। ৪

৫০নং প্রশ্নের উত্তর

ক আইন শব্দটি ফার্সি ভাষার শব্দ।

খ আইনের অন্যতম দুটি উৎস হলো প্রথা এবং আইন পরিষদ।

প্রথা আইনের একটি সুপ্রাচীন উৎস। প্রাচীনকাল থেকে যেসব আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি স্বীকৃত ও পালিত হয়ে আসছে তাকে প্রথা বলে। কালক্রমে অনেক প্রথাই রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হয়ে আইনের মর্যাদা অর্জন করে। আর আধুনিককালে আইনের প্রধানতম উৎস হচ্ছে আইন পরিষদ। আইন পরিষদ জনমতের সাথে সঙ্গতি রেখে আইন প্রণয়ন করে। আধুনিক রাষ্ট্রীয় আইনের এক বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে আইন পরিষদ কর্তৃক প্রণীত আইন।

গ সৃজনশীল ১৫ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১৫ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶৫১ কমল এবং সীতা স্বামী-স্ত্রী। অন্যের জমিতে কৃষি শ্রমিকের কাজ করে। সীতা মহিলা হলেও তার স্বামীর মতোই পরিশ্রম করে। কিন্তু মজুরীর বেলায় সমান মজুরী পায় না। স্বামী যেখানে দিনের পারিশ্রমিক হিসেবে ২৫০.০০ টাকা পায়, সেখানে সীতা পায় ২০০.০০ টাকা।

[জয়পুরহাট সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ১১]

ক. স্বাধীনতা কী? ১
খ. স্বাধীনতার দুটি রক্ষাকবচ ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সীতা কোন ধরনের সাম্য থেকে বঞ্চিত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সীতা যে সাম্য বঞ্চিত, তা ব্যতীত সামাজিক ও রাজনৈতিক সাম্য অর্থহীন— উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৫১নং প্রশ্নের উত্তর

ক অন্যের কাজে কোনো ধরনের বাধা সৃষ্টি না করে নিজের ইচ্ছেমতো কাজ করা বা না করার অধিকারই হলো স্বাধীনতা।

খ স্বাধীনতার দুটি রক্ষাকবচ হলো আইন এবং সাম্য।

আইন স্বাধীনতার শর্ত ও প্রধান রক্ষাকবচ। আইন স্বাধীনতা ভোগের পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং স্বাধীনতাকে সবার জন্য উন্মুক্ত করে তোলে। আইন আছে বলেই স্বাধীনতা সবার নিকট উপভোগ্য হয়ে ওঠে। আবার স্বাধীনতা ভোগ করতে চাইলে সাম্যও প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কেননা সাম্য ও স্বাধীনতা একে অপরের সহায়ক ও পরিপূরক। সাম্য ছাড়া স্বাধীনতা অর্থহীন। তাই স্বাধীনতার জন্য সাম্য অত্যাবশ্যক।

গ সৃজনশীল ৫ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৯ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

Teachingbd24.com